পৌরাণিক উপাখ্যান

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

ভূমিকা

এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট অধিকাংশ প্রবন্ধ পূর্বে সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি সংশোধিত হইয়া প্রায় নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। প্রবন্ধ সমষ্টি ধরিলে পুনরুক্তি পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমি সেটা গুণের মধ্যে গণ্য করি। কারণ, সাধারণ পাঠক জ্যোতিষ-বিষয়ে প্রায় অনভিজ্ঞ। পুনরুক্তি দ্বারা তাঁহাদের বুঝিবার সুবিধা হইবে।

পরলোকগত ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রমুখ কয়েকজন সুধী পাঠক আমার পৌরাণিক উপাখ্যানের ব্যাখ্যা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং প্রবন্ধগুলি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতেছি।

বলা বাহুল্য, এই পুস্তকের 'পুরাণে দেশ', 'ভারত যুদ্ধকাল' ও 'তন্ত্রের প্রাচীনতা' নামক প্রবন্ধত্রয় পৌরাণিক উপাখ্যান নয়, সত্য বিবরণ। অধিকাংশ পাঠক এই তিন বিষয়ে অজ্ঞ। তাঁহাদের জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্তি করিবার অভিপ্রায়ে এই তিন প্রবন্ধ যোজিত হইয়াছে। ইতি—

বাঁকুড়া
মাঘ, ১৩৬১

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

মুখবন্ধ

পুরাণ বুঝিতে হইলে শ্রদ্ধার সহিত পড়িতে হইবে, পৌরাণিকের অন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। যে-কোন বই পড়ি, যে-কোন লোকের সহিত কথা কই, লেখক ও পাঠক, বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের অন্তরের যোগ না ঘটিলে, বইটা কিছু নয়, লোকটাও ভাল নয়। আমরা পৌরাণিক ইতবৃত্তে পালিত হইয়াছি। আর, বায়ুপুরাণ (১।২০০) বলিতেছেন, সে পুরাণ 'ব্রহ্মোক্ত,' 'বেদ-সম্মিত'। আরও বলিতেছেন, "যিনি চারি বেদ ও উপনিষৎসহ ষড়ঙ্গ জানেন, কিন্তু পুরাণ জানেন না, তিনি বিচক্ষণ হইতে পারেন না। ইতিহাস ও পুরাণদ্বারা বেদ-জ্ঞান বৃদ্ধি করিবে। না করিলে সে অল্পবিদ্যকে বেদ ভয় করেন ; মনে করেন প্রহার করিতে আসিতেছে।"

কিন্তু পুরাণ যে বুঝিতে পারি না।

ইহার কারণ আমরা পুরাণের দেশ কাল পাত্র, তিনে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছি। শব্দের অর্থ চিরকাল এক থাকে না। আমরা এখন স্বর্গ বলিলে আকাশের দিকে তাকাই, পৃথিবী বলিলে ভূ-গোল বুঝি, পাতাল বলিলে ভূ-গোলের বিপরীত পৃষ্ঠ মনে করি। আমাদের কাছে, ঋষি তপস্যা কিম্বা যজ্ঞ করিতেছেন ; দেব অশরীরী জীব ; দানব বিকটাকার প্রাণী, ইত্যাদি। কিন্তু আদি মানব ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থ চিন্তা করে, অমূর্ত বস্তু কল্পনা করিতে পারে না। ক্রমে ক্রমে দ্রব্যের ক্রিয়া বুঝিতে পারে এবং বহুকাল পরে চিন্তাশীল মানব দ্রব্যের গুণ পৃথক ভাবিতে শিখে। তখন গুণ মূর্ত আকার ধারণ করে। আরও পরে, যেটা কল্পনা ছিল, সেটা সজীব হইয়া কর্ম করিতে থাকে। তখন তাহাতে মানুষের প্রেম, ঘৃণা, ঈর্ষা অসূয়াদি গুণ-দোষ আরোপিত হয়। এইরূপে পৌরাণিক কাহিনীর উৎপত্তি হইয়াছে।

এমন জাতি নাই যাহার পুরাণ নাই। আমাদের যত পুরাণ আছে, বোধ হয় অন্য জাতির তত নাই। কতকাল পরে বেদ আসিয়াছে! বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান। বহুস্থানে বেদের বর্ণনাতেও পৌরাণিক রীতি বর্তমান আছে। এই কারণে বেদের দেবতা দুরবগাহ হইয়া রহিয়াছে। বেদের সাহায্যে পুরাণ এবং পুরাণের সাহায্যে বেদ সহজে বোধগম্য হয়। বেদভাষ্যে আচার্য সায়ণ বহু পৌরাণিক আখ্যান বা উপাখ্যান স্মরণ করিয়াছেন।

দৃষ্ট কিম্বা বহুশ্রুত বিষয়ের বর্ণনা আখ্যান। আর, আখ্যানের কিঞ্চিৎ অংশ পল্লবিত করিলে উপাখ্যান হয়। উপাখ্যান দ্বিবিধ,—লৌকিক ও অলৌকিক। যাহা ভূলোকে সম্ভবে কিম্বা সম্ভবিতে পারে, তাহার বর্ণনা লৌকিক উপাখ্যান। আর, যাহা স্বর্লোকে সম্ভবে কিম্বা সম্ভবিতে পারে, তাহার বর্ণনা অলৌকিক উপাখ্যান। যেখানে রাত্রিকালে নক্ষত্রগণ দীপ্তি পাইতে থাকে এবং গ্রহগণ সঞ্চরণ করে, সে স্থান স্বর্লোক। এখানে দেবতারা থাকেন। স্বর্গের ব্যাপার কে জানে, কে বা জানিতে পারে? এই কারণে অলৌকিক উপাখ্যান সাধারণের অনধিগম্য। কিন্তু কবি জানেন, জানিতেন নচেৎ বর্ণনা করিতে পারিতেন না। তিনি শ্রোতার কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিয়া কল্পনাবলে উপাখ্যান রচনা করেন। কবি স্বচ্ছন্দে লোমহর্ষণ বৃত্তান্ত শ্লোকে লিখিয়া যান। নিশ্চয় কোন-কিছু আশ্রয় করিয়া লেখেন। সেই কোন-কিছু আবিষ্কার করিতে না পারিলে উপাখ্যান অলীক প্রলাপ মনে হয়। সেকালের লোকে—সেকাল বেশী দিনও নয়—পুরাণপাঠ ও শ্রবণ পুণ্যকর্ম মনে করিতেন। তাঁহারা নির্বোধ ছিলেন না। তাঁহারা জানিতেন, পৌরাণিক উপাখ্যানে আমাদের পূর্ব-পিতামহগণের পরিচয় আছে এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা নিজেদের স্থিতির আশ্রয় পাইতেছেন। ইদানীর গল্প উপাখ্যান নয়। গল্প মিথভাষিত, মিথ্যা কথা, উপকথা। বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" উপাখ্যান নয়, উপকথা।

বহুকাল পূর্বে আমি "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" গ্রন্থে পৌরাণিক জ্যোতিষ খণ্ডে কয়েকটি পৌরাণিক উপাখ্যান ব্যাখ্যা করিয়াছিলাম। দুই একটি উপাখ্যান বুঝিতে ভুল করিয়াছিলাম। মৎপ্রণীত "পূজা পার্বণ" গ্রন্থে (বিশ্বভারতী) কয়েকটি উপাখ্যান ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল" গ্রন্থেও কয়েকটির ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে। এই পুস্তকে অপর কয়েকটির ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। এতদ্দারা উপাখ্যান রচনার সূত্র পাওয়া যাইবে। দেখা যাইবে, অধিকাংশ পৌরাণিক উপাখ্যানের মূল বেদে আছে।

প্রসিদ্ধি আছে, বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তিনি এত পুরাণ রচনা করেন নাই, মাত্র একখানি করিয়াছিলেন। সে পুরাণ বীজ-স্বরূপ ধরিয়া সেই দৃষ্টান্তে তাঁহার শিষ্য-প্রশিষ্যগণ অন্যান্য পুরাণ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা নিজ নাম না দিয়া গুরুর নাম প্রসিদ্ধ করিয়াছেন। সে সকল পুরাণ কোন কালে রচিত হইয়াছিল? বায়ুপুরাণে লিখিত আছে,

এই পুরাণ অধিসীম-কৃষ্ণের রাজত্বকালে কথিত হইয়াছিল। কুরুবংশীয় রাজা পরিক্ষিতের পুত্র জনমেজয়, তস্য পুত্র শতানীক; তস্য পুত্র অশ্বমেধদত্ত, তস্য পুত্র অধিসীম কৃষ্ণ। অতএব পরিক্ষিৎ হইতে অধিসীমকৃষ্ণ অধস্তন চারি পুরুষ। খ্রী-পূ পঞ্চদশ শতাব্দে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল এবং যুদ্ধের কয়েকমাস পরে পরিক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল। চারি পুরুষে একশত বৎসর ধরিলে অধিসীম কৃষ্ণ খ্রী-পূ চতুর্দশ শতাব্দে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এইরূপ উক্তি মৎস্য-পুরাণেও আছে। বিষ্ণুপুরাণে আছে, এই পুরাণ পরিক্ষিতের কালে কথিত হইয়াছিল। কিন্তু এত প্রাচীন হইলেও এই তিন পুরাণে পরে পরে নূতন নূতন বিষয় যোজিত হইয়াছে। তিন পুরাণেই ভবিষ্য রাজবংশের কথা আছে। দেখা যাইতেছে, পরিক্ষিতের কালে বিষ্ণুপুরাণ, জনমেজয়-কালে ভারত-ইতিহাস, শতানীক-কালে বিষ্ণুপুরাণের কিয়দংশ এবং অধিসীমকৃষ্ণ-কালে বায়ু ও তদনন্তর মৎস্যপুরাণের আদি কথিত হইয়াছিল। বর্তমান পুরাণে সেকালের ভাষা নাই, সে সমুদয় বিষয়ও নাই।

বায়ুপুরাণ বায়ু-প্রোক্ত শৈব পুরাণ। পুরাণখানি নর্মদার উত্তরে মালবদেশে প্রসিদ্ধ হইয়া থাকিবে।

মৎস্যপুরাণের বক্তা মীন, শ্রোতা মনু। তথাপি পুরাণখানি শৈব। এই পুরাণে ও বায়ুপুরাণে এত সাদৃশ্য আছে যে, মনে হয় যেন এক আদি পুরাণ হইতে দুইখানির সৃষ্টি হইয়াছে। বোধ হয় পুরাণখানি দক্ষিণ-ভারতে পশ্চিম দিকে প্রণীত এবং কোনও রাজার নিমিত্ত বর্ধিত কলেবর হইয়াছিল। মহাভারতে বায়ু ও মৎস্যপুরাণের নাম আছে।

বিষ্ণুপুরাণ বৈষ্ণব পুরাণ। ইহা ছয় অংশে বিভক্ত। প্রথম চারি অংশ বায়ুপুরাণের তুল্য। পঞ্চম অংশ শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা। ষষ্ঠ অংশে মোট আটটি অধ্যায়। এই অধ্যায়ের বিষয় প্রথম চারি অংশে স্বচ্ছন্দে বসিতে পারিত। বোধ হয়, আদি বিষ্ণুপুরাণে প্রথম চারি অংশ ছিল; পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংশ পরে যোজিত হইয়াছে। ('বঙ্গবাসী' প্রকাশিত বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থ অংশের শেষ ভাগ খণ্ডিত)। এই পুরাণ উত্তরপ্রদেশে খ্যাত হইয়াছিল।

অষ্টাদশ পুরাণের নাম অনেক পুরাণেই আছে, কিন্তু তন্মধ্যে বায়ুপুরাণের নাম নাই। কেবল মৎস্য ও নারদীয়পুরাণে 'শৈব' স্থানে 'বায়বীয়' লিখিত আছে। অর্থাৎ শিবপুরাণ ও বায়ুপুরাণ এক। কিন্তু শিবপুরাণের যে

লক্ষণ আছে, সে লক্ষণের শিবপুরাণ নাকি পাওয়া যায় না। 'বঙ্গবাসী'র শিব-পুরাণ ঠিক সে পুরাণ নয়। 'এসিয়াটিক সোসাইটি' ও 'বঙ্গবাসী' যে বায়ুপুরাণ ছাপাইয়াছিলেন, তাহার সহিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রায় মিলিয়া যায়। ইহা হইতে মনে হয়, বায়ুপুরাণ মূলে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ; কিন্তু নূতন যোজনার পর বায়ুপুরাণ নামে খ্যাত হইয়াছে। এখানে 'বঙ্গবাসী'র বায়ুপুরাণ এবং 'বিশ্বকোষ কার্যালয়ের' ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ধরিয়া পুরাবৃত্ত আলোচিত হইতেছে।

চিত্রসূচী

চিত্র			পৃষ্ঠাঙ্ক
চতুর্দ্বীপা, নববর্ষা, সপ্তদ্বীপা পৃথিবী	...	...	৪
ইলাবৃত বর্ষ	...	...	৭
ভূ-পদ্ম	...	...	১৪
ধ্রুব ও শিশুমার	...	...	১৫
ধ্রুব ও শিশুমার	...	...	১৬
জম্বুদ্বীপের ছেদক	...	...	১৭
কালপুরুষ নক্ষত্র	...	...	২০
বরাহ	...	...	২১
মৃগ	...	...	২২
কূর্ম	...	...	২৫
সূর্যের বার্ষিক গতি	...	...	২৮
বর্ষচক্র	...	...	২৯
কুচর-ভীমমৃগ-গিরিষ্ঠ	...	...	৩৩
অহির্বুধ্ন্য-অজ একপাদ-অপাংনপাৎ	...	...	৩৪
বামন ও বলি	...	...	৩৫
বিষ্ণুপদ চক্র	...	...	৩৬
দিব্য নৌ, শিশুমার, অজগর, সরস্বতী	...	...	৪০
স্বর্গের তিন ভাগ	...	...	৪৩
ঊর্ধ্বমূল অশ্বত্থ	...	...	৪৫
শ্বেতদ্বীপ, ঐরাবত, নারদ ও ব্রহ্মা	...	...	৪৬
উত্তানপদ	...	...	৪৭
দক্ষ ও অদিতি	...	...	৪৮
পুতনা	...	...	৫৪
রোহিণী-শকট	...	...	৫৫
যমলার্জুন	...	...	৫৬
কালিয় নাগ	...	...	৫৬

চিত্র			পৃষ্ঠাঙ্ক
অরিষ্টাসুর	...	...	৫৭
রোহিণী-চন্দ্র সমাগম	...	...	৬১
তারা-হরণ	...	...	৬৩
সমুদ্র মন্থন	...	...	৬৮
জ্যৈষ্ঠমাসের দুগ্ধ সমুদ্র	...	...	৬৯
আষাঢ় মাসের দুগ্ধ সমুদ্র	...	...	৭০
বিষুব ও ক্রান্তিবৃত্ত	...	...	৭১
কালপুরুষ ও ছায়াপথ	...	...	৭৭
ইল্বল, বাতাপি	...	...	৭৯
নহুষের শিবিকা ও অজগর	...	...	৮৩
সর্প, মৎস্য ও মনুর নৌকা	...	...	৮৩
বৃশ্চিক	...	...	৯২
দশগ্রীব রাবণ	...	...	৯২
হনুমান ও কুকুর	...	...	৯৪
হরধনু	...	...	৯৫
যক্ষরাজ জাম্ববাণ	...	...	৯৬
ত্রিশংকু	...	...	৯৯

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
মুখবন্ধ	...	
প্রথম প্রকরণ : পুরাণে দেশ	(প্রবাসী, ১৩৫৮ বৈশাখ)	১
দ্বিতীয় প্রকরণ : বিষ্ণুর বরাহ ও কূর্ম অবতার	(প্রবাসী, ১৩৫৩ আষাঢ়)	২০
তৃতীয় প্রকরণ : বিষ্ণুর বামনাবতার	(প্রবাসী, ১৩৫৩ শ্রাবণ)	২৭
চতুর্থ প্রকরণ : বিষ্ণুর মৎস্য অবতার	(প্রবাসী, ১৩৫৩ আশ্বিন)	৩৮
পঞ্চম প্রকরণ : ব্রজের কৃষ্ণ	... ...	৪৯
ষষ্ঠ প্রকরণ : পুরাণে চন্দ্র	(আনন্দবাজার, ১৩৫৮ শারদীয়া)	৫৯
সপ্তম প্রকরণ : অগস্ত্যোপাখ্যান	(আনন্দবাজার, ১৩৫৯ শারদীয়া)	৭৫
অষ্টম প্রকরণ : রামোপাখ্যান	(আনন্দবাজার, ১৩৬০ শারদীয়া)	৮৭
নবম প্রকরণ : ত্রিশঙ্কু উপাখ্যান	... ...	৯৮
দশম প্রকরণ : ভারতযুদ্ধকাল	... ...	১০০
পরিশিষ্ট : তন্ত্র	(প্রবাসী, ১৩৫৪ ফাল্গুন)	১১৫
নির্ঘণ্ট	... ...	

প্রথম প্রকরণ

পুরাণে দেশ

সূচনা

পুরাণকার নানা দেশের নাম করিয়াছেন। মহাভারতে অর্জুন অস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত স্বর্গে ইন্দ্রের নিকটে গিয়াছিলেন। দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব সশরীরে স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছিলেন। রামায়ণে রাজা দশরথ শম্বরাসুর বধের নিমিত্ত স্বর্গে গিয়া ইন্দ্রের সহায় হইয়াছিলেন। দেবতারাও নরলোকে যাতায়াত করিতেছেন। অতএব দেবলোক এই ভূতলে অবস্থিত। বায়ু-পুরাণ বলিতেছেন, "দেবলোকাৎ চ্যুতাঃ সর্বে," আমরা সকলেই দেবলোক হইতে আসিয়াছি। সে দেবলোক কোথায়? পুরাণ রচনার সময়ে পৃথিবীর দেশ-বিভাগ কিরূপ ছিল? আমরা কথায় কথায় বলি সপ্তদ্বীপা মেদিনী। কোথায় বা সে সপ্তদ্বীপ? অদ্যাপি ইহা অজ্ঞাত ছিল। এই প্রকরণে প্রাচীনকালের ভূগোল-বিবরণ লিখিত হইতেছে।

(১) পৃথিবী চতুর্দ্বীপা চতুঃসাগরা

ঋষিগণ সূতকে জিজ্ঞাসিলেন, 'কয়টি দ্বীপ, সমুদ্র, পর্বত, বর্ষ, নদী আছে? নদীসকলের নামই বা কি? এই মহাভূমির পরিমাণ কত?" সূত উত্তর করিলেন, "পৃথিবীতে সাতটি দ্বীপ ও তদন্তর্গত সহস্র সহস্র দ্বীপ আছে। আমি সমুদয় দ্বীপ বর্ণনা করিতে পারিব না।"

কিন্তু তিনি যে-সকলের নাম করিয়াছেন, সে-সকল খুজিতে গেলে দিশাহারা হইতে হয়। প্রাচীন পান্থেরা কাগজ-কলম-কোম্পাস-চেন লইয়া দেশভ্রমণে যাইতেন না। তাঁহারা পূর্বাদি চতুর্দিক নির্দেশ করিয়াছেন, ঈশানাদি চতুর্বিদিক্ করেন নাই। কখনও চিত্তাকর্ষী নিসর্গ দেখিয়া, কখনও জ্ঞাতদ্রব্যের সাদৃশ্য পাইয়া, কখনও পুরাতন নামের আকর্ষণে পড়িয়া, নদীপর্বতাদির নাম করিতেন। বিদেশীয় নামও সংস্কৃত ভাষায় সংস্কৃতরূপ গ্রহণ করিত। চীনভাষার নাম সংস্কৃতের সহিত মেশে না। অন্নাম দেশে 'বঙ্গাল' নাম 'বং লং' হইয়াছিল। এইরূপ সকল ভাষাতেই হয়।

আরও গুরুতর কারণ ঘটিয়াছিল। মানুষের স্বভাব এই, স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে বাস করিবার সময় তাহারা স্বদেশের আচার-ব্যবহার, গ্রাম নদী পর্বত বন, সব সঙ্গে লইয়া যায়, নূতন দেশে স্বদেশের পরিচিত নাম প্রয়োগ করে। বাস না করিলেও নূতন দেশের নিজের জ্ঞাত নাম দিয়া তুষ্ট হয়। ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ সকল জাতির মধ্যে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে, বঙ্গদেশে এইরূপ দুইটা দুইটা, তিনটা তিনটা, নাম কত আছে, তাহার সংখ্যা হয় না। যত্ন করিলে এইরূপ নাম হইতে বুঝিতে পারি কোন্ দেশের লোক কোথায় অধিবাস করিয়াছে।

আরও অসুবিধা আছে। বায়ু, মৎস্য, বিষ্ণুপুরাণ, তিন কালে পরিবর্ধিত ও যৎসামান্য সংশোধিত হইয়াছিল। বৃহৎকালবিভাগ যেমন তিন প্রকার আছে, দেশ-বিভাগও তিন প্রকার আছে। এক কালবিভাগের সহিত অন্য কালবিভাগ মিশিয়া গিয়াছে, প্রকৃত কাল ধরিতে পারা যায় না। তেমনই এক দেশবিভাগ হইতে অন্য একটি পৃথক্ রাখিতে না পারিলে দেশ-নির্ণয় দুষ্কর হইয়া উঠে। বহুকালান্তরে দেশের নামও পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

ভূগোল-বর্ণন পড়িতে হইলে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ কিম্বা বায়ু-পুরাণ পড়া কর্তব্য। মৎস্য-পুরাণের ভূগোল-বর্ণন বায়ু-পুরাণের অনুরূপ। তিন পুরাণেই স্থানে স্থানে পৌরাণিক বর্ণনচ্ছটা ও কবিত্বঘটার আধিক্যে দেশগুলি ঢাকা পড়িয়াছে। বিষ্ণু-পুরাণে তৃতীয়কালের দেশবিভাগ অধিক ব্যক্ত হইয়াছে। এখানে ব্রহ্মাণ্ড বা বায়ু ও মৎস্য আশ্রয় করা যাইবে।

প্রাচীন দেশবিভাগের নাভি (centre) ছিল, মেরু। আমরা যেমন বঙ্গদেশ হইতে বলি, কাশী উত্তরে, মাদ্রাজ দক্ষিণে, প্রাচীন ঋষিগণও তেমনই স্বদেশ ধরিয়া অন্য দেশের অবস্থান নির্দেশ করিতেন। তাঁহাদের স্বদেশের নাম মেরু ছিল। এটিকে তাঁহারা দেবলোক বা স্বর্গ বলিতেন। "স হি স্বর্গ ইতি খ্যাতঃ।" মেরু শব্দের অর্থ উচ্চভূমি, পার্বত্য সানু, অর্থাৎ পার্বত্য বিস্তীর্ণ সমভূমি (plateau)। মেরু ও সুমেরু একই। পর্বত না থাকিলে মেরু হইতে পারে না, পর্ব বা গ্রন্থি বা ভাগ-ভাগ না থাকিলে পর্বত (mountain range) হয় না। পর্ব না থাকিলে গিরি। দুই পর্বতের মধ্যবর্তী দীর্ঘ নিম্নভূমি, দ্রোণী (valley)। পর্বত বিদীর্ণ হইলে দরী (gorge)। পর্বত দ্বিবিধ, বর্ষ-পর্বত ও কুল-পর্বত। যাহাকে আশ্রয় করিয়া সমাজ-বদ্ধ মানব বাস করে,

তাহা বর্ষ-পর্বত। কুল-পর্বত, যে পর্বত দেশের দেহ, পঞ্জর-স্বরূপ হইয়া আছে। দীর্ঘ পর্বতের আশ্রয়ে, প্রায়ই দুই পর্বতের মধ্যে যে মনুষ্য-বাসভূমি, তাহার নাম বর্ষ। দুই, তিন, কিম্বা চারি পার্শ্বে জলবেষ্টিত স্থলের নাম দ্বীপ। ভারত-বর্ষ ও দ্বীপ, দুই-ই। ভূমি দ্বারাও জলরাশি দুই তিন পার্শ্বে বেষ্টিত হইতে পারে, সে ভূমিও দ্বীপ। অর্থাৎ জলসংলগ্ন উচ্চভূমি, দ্বীপ।* বিস্তীর্ণ নদী ও হ্রদ, সমুদ্র নাম পাইতে পারে। বর্ষের নিকটস্থ ও সমুদ্র দ্বারা অন্তরিত দ্বীপ, অন্তরদ্বীপ। দ্বীপের নিকটস্থ ক্ষুদ্রদ্বীপ, অনুদ্বীপ।

এখন দেখি। আদ্যকালে ঋষিগণ যেখানেই বাস করুন, সেটা মেরু ছিল। ইহার যে কত প্রশংসা, তাহা বলিবার নয়। মেরু, তাঁহাদের পৃথিবীর নাভি ছিল। পৃথিবী গোলাকার নয়, চক্রাকার। মেরু অল্প স্থান নহে। মেরুর চারিদিকে চারি দ্বীপ, এবং দ্বীপান্তে চারি সাগর। ব্রহ্মাণ্ড, বায়ু, মৎস্য, মহাভারত (ভীষ্মপর্ব) প্রভৃতি গ্রন্থে পৃথিবী চতুর্দ্বীপা, চতুঃসাগরা। সাগর চারিটি, ইহা এত প্রসিদ্ধ যে, প্রাচীনেরা ৪ অঙ্ক বুঝাইতে সাগর ও অব্ধি শব্দ ব্যবহার করিতেন। মেরুর উত্তরে কুরু, পূর্বে ভদ্রাশ্ব, দক্ষিণে জম্বু (ভারতের প্রাচীন নাম), পশ্চিমে কেতুমাল। মেরুর চারিদিকে দূরে চারিপর্বত দ্বারা উক্ত চারি মহাদ্বীপ অবচ্ছিন্ন হইয়াছে। মেরুকে কেহ শতকোণ, কেহ সহস্র-কোণ, কেহ সমুদ্রাকৃতি, কেহ শরাবাকৃতি, ইত্যাদি বলিতেন। পৌরাণিক বলিতেছেন, যে ঋষি ইহার যে পার্শ্ব দেখিয়াছিলেন, তিনি সে আকৃতি বলিয়াছিলেন। মেরুর উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ উচ্চ, এই দুই উচ্চ স্থান উত্তরবেদি ও দক্ষিণবেদি। মেরু হইতে চারি মহানদী চারিদিকে প্রবাহিত হইয়া চারি সমুদ্রে পড়িয়াছে।

এখন এশিয়ার মাপচিত্র (চিত্র ১) দেখিলেই বুঝা যাইবে, এই মেরুদেশ বর্তমান পূর্ব বা চীন তুর্কীস্থান। ইহার চারিদিকে পর্বত। চারিদিক বলিতে ঠিক উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম রেখায় নয়। কোন পর্বত এমন দিক্ ধরিয়া থাকে না।

* বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রয়োগ প্রচুর আছে। আমি যে স্থানে বসিয়া লিখিতেছি, তাহার দক্ষিণের গ্রামের নাম কেন্দুয়া-ডি। সংস্কৃত ভাষায় হইবে কেন্দু-দ্বীপ। কেন্দু বা কেন্দের সংস্কৃত নাম তিন্দুক। ইহার দুই পার্শ্বে নিম্নভূমি, এইহেতু দ্বীপ। এককালে এই দ্বীপে হয়ত কেন্দু গাছ ছিল; এইহেতু কেন্দু-দ্বীপ। বিষমভূমি দেশে দ্বীপের সংখ্যা নাই। পূর্ববঙ্গের 'দি,' 'দিআ,' দ্বীপ। ডিহি শব্দের অর্থ ভিন্ন।

চারিদিকের চারিটি মহানদীর পূর্বদিকেরটি বর্তমান তরিম, দক্ষিণেরটি অক্সাস, পশ্চিমেরটি সীরদরিয়া, উত্তরেরটি ইর্তিষ। * মেরুদেশের দক্ষিণে জম্বু দ্বীপ।
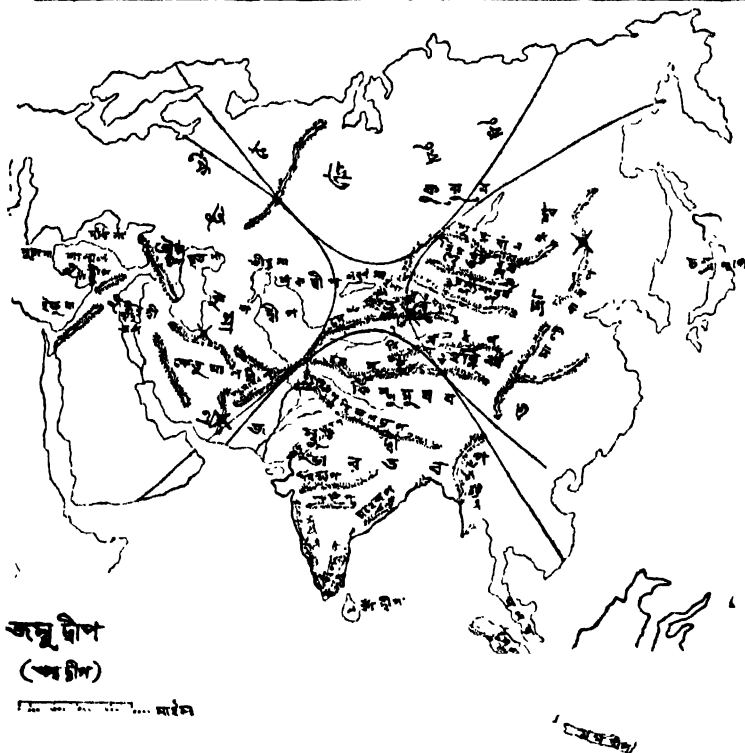
(১) চতুর্দ্বীপা, নববর্ষা, সপ্তদ্বীপা পৃথিবী। নববর্ষে বিভক্ত হইবার পূর্বে নিষধ পর্বত পশ্চিমে কৃষ্ণসাগর হইতে পূর্বে চীনসাগর পর্যন্ত ধরা হইত। হিমালয়ের পশ্চিমে সুলেমান ও পূর্বে আরাকান পর্বত, হিমালয়ের শাখা গণ্য হইত।

ভারতবর্ষকে জম্বুদ্বীপ বলা হইত, এবং জম্মু (কাশ্মীর) নাম জম্বু শব্দের অপভ্রংশ। জম্বু নাম হইল কেন? বোধ হয়, "পামীর" সানু হইতে এই নামের উৎপত্তি। জাম ফলকে লম্বদিকে ছেদ করিলে গোল-পৃষ্ঠ যেমন দুই পাশে ঢালু হয়, "পামীর"

* বর্তমানে তরিম-দেশ বালুকাচ্ছন্ন হইয়াছে, নদীটি 'লবনর' সরোবরে অদৃশ্য হইয়াছে। পূর্বকালে এটি 'হোয়াংহো' নদী ছিল। বহুপরবর্তী কালে দক্ষিণের নদীটি অলকনন্দা গঙ্গা হইয়াছিল। পার্বত্যদেশের স্রোত নিরূপণ দুর্ঘট। তরিম দেশের পশ্চিম প্রান্তের বালি সরাইয়া পুরাতন পুর আবিষ্কৃত হইয়াছে। আরও নীচে গেলে পুরাকালের অবশেষ পাওয়া যাইতে পারে।

সাহুও তেমন। উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ, পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে ঢালু। এখানে চারিটি পর্বত (হিন্দুকুশ, করকোরম, কুয়েনলুং, তিয়ানশান) মিলিত হইয়াছে। পৌরাণিকের নিকট দ্ব্যর্থ শব্দ লোমহর্ষণ উপাখ্যান রচনার আকর হইয়াছিল। অগ, নগ, শিখরী, এই তিন শব্দে পর্বত ও বৃক্ষ বুঝায়। যেটা জম্বু পর্বত, সেটা হইল জম্বু বৃক্ষ! এই বৃক্ষের ফল হস্তী-পৃষ্ঠাকার বলিয়া কৃষ্ণবর্ণ পর্বতপৃষ্ঠ নির্দেশ করা হইয়াছে। পাকা ফল পড়িবার সময় ভীষণ শব্দ হয়। সেটা বিচ্ছিন্ন শৈল-পতন শব্দ। পামীরে অনেক সরোবর ও দ্রোণী আছে। দরী অসংখ্য। 'পামীর' নামের অর্থ, দ্রোণী। দুই দুই দ্রোণীর মধ্যে এক এক জম্বুফল। পুরাণেও ইহাদের উল্লেখ আছে। পামীরে হঠাৎ ভীষণ ঝড় বহে। বাস করিতে গেলে দ্রোণীতে বাস করিতে হয়। চীন ও মঙ্গলিয়া লইয়া ভদ্রাশ্ব। চীনদেশের অশ্ব "ভদ্র" কি না, জানি না। এক জাতীয় বৃষ ও হস্তীর নাম ভদ্র ছিল। ভদ্র অশ্ব সেইরূপ এক অশ্বজাতি হইবে। মঙ্গলিয়ার অশ্ব বিখ্যাত। পুরাণে মঙ্গলিয়ার নাম, সুমঙ্গল। বোধ হয়, সুমঙ্গল অশ্ব, ভদ্রাশ্ব। "এশিয়া" নামে অশ্ব আছে কি না, চিন্তনীয়। অশ্বদ্বীপ নাম হইতে আশিয়া নাম হইতে পারে। পশ্চিম তুর্কীস্থান অশ্বের জন্মদেশ। সমরকন্দের অশ্ব প্রসিদ্ধ। ঋগ্‌বেদে অশ্ববাহন প্রসিদ্ধ। মেরুর পশ্চিমে কেতুমাল, পশ্চিম তুর্কীস্থান। উত্তরে কুরু, তিয়ানশান পর্বতের উত্তর দেশ। যে সাত ঋষি প্রথমে স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কুরুবাসী ছিলেন। এইহেতু তাঁহাদের নাম কুরু ছিল। তাঁহাদের বংশ ভারতে আসিবার পরেও কুরু নাম ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের নূতন দেশেও কুরু নাম রাখিলেন। তখন প্রাচীন কুরু, উত্তর-কুরু বলিতে হইল। মেরুদেশে বাসকালে মানুষ ও দেব, এই দুই ভাগ ছিল। দুয়েরই প্রজাবৃদ্ধি হইত। বোধ হয় ধনবান্ ও প্রভাবশালী হইলে 'দেব' নাম হইত। সে দেশ-ত্যাগের পর, বিশেষতঃ ভারতে বাসকালে প্রাচীন মেরুদেশ, দেবলোক ও স্বর্গ নামে স্মৃত হইত। তিয়ানশান পর্বত অতিশয় দীর্ঘ, উচ্চও বটে। ইহার মধ্যভাগ ২৩০০০ ফুট উচ্চ। চীনা ভাষায় নামের অর্থ স্বর্গের পর্বত। পুরাণও বলিতেছেন, "দেবলোকো গিরৌ তস্মিন্ সর্বশ্রুতিষু গীয়তে।" সকল শ্রুতিতেই দেবলোক নাম। আমাদের প্রাচীনেরা ইহার এক উচ্চ শিখরকে মেরুগিরি, এবং মেরু-সংলগ্ন দেশকে মেরু বা মেরুদেশ বলিতেন। মেরুতে এখনও স্বর্ণ পাওয়া যায়, কিন্তু অল্প। বোধ হয় পূর্বকালে অধিক ছিল, এবং তাহা হইতে মেরু সুবর্ণময়

বলা হইত। আরও, রবি-করে হিম-মণ্ডিত শিখর নির্ধূম পাবকবৎ দেখায়। ইহার দক্ষিণ শাখা-স্বরূপ জম্বু (পামীর) ও স্বর্ণময়। এই কারণে জাম্বূনদ অর্থে স্বর্ণ। এই যে বিস্তীর্ণ মেরুদেশ, এইটিই ইলা, ইরা, পৃথিবী। পরে ইহার নাম ইলাবৃত হইয়াছিল। ইলাবৃতের উত্তরে কুরুদেশ। প্রাচীন নিবাস-স্মৃতি এইখানেই শেষ। কুরুদেশের সীমা উত্তর সমুদ্র পর্যন্ত বটে, কিন্তু মেরুর নিকটবর্তী কুরু দেশেই তিয়ানশান পর্বতের উত্তর কিম্বা পশ্চিম পার্শ্বে ঋষিদের, অন্ততঃ সপ্তবংশের বাস ছিল। নতুবা মেরুর মাহাত্ম্য হইত না। মেরুর চারিদিকে চারি দ্বীপ লইয়া পরে চতুর্দল লোক-পদ্ম কল্পিত হইয়াছিল। এ বিষয়ে পরে বলা যাইবে।

এই দেশ-বিভাগ বহু প্রাচীন। বহুকাল পরে চারি মহাদ্বীপের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ, এই দুই দ্বীপ তিন তিন বর্ষে বিভক্ত হইয়াছিল। এখন মহাদ্বীপ নাম গিয়া নয়টি বর্ষ হইল। এশিয়ার মাপচিত্রে পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ কয়েকটি পর্বত দেখা যাইবে। দক্ষিণ সমুদ্র হইতে উত্তরদিকে গেলে প্রথমে হিমালয়, পরে কূয়েনলুন্, পরে আলতিন্তাগ, এই তিন বর্ষপর্বতদ্বারা তিনবর্ষ ; এবং উত্তরে প্রথমে দক্ষিণ আলতাই, পরে চাঙ্গাই, পরে উত্তর আলতাই পর্বত, এই তিন বর্ষপর্বতদ্বারা উত্তর সমুদ্র পর্যন্ত অপর তিন বর্ষ পাই। আলতিন, আলতাই নামে ইলা শব্দ থাকিতে পারে। এশিয়ার পশ্চিম হইতে পূর্বদিকের প্রাচীন তিন ভাগ, এখন তিনবর্ষ নাম পাইল। প্রাচীনকালে কেহ মাপচিত্র কিম্বা সামান্য রেখাচিত্রও করেন নাই। বোধ হয়, সপ্তঋষি ও বৈবস্বত মনুর নয় পুত্র হইতে প্রাচীনেরা সপ্ত ও নবভাগের অনুরাগী হইয়াছিলেন। সপ্ত ঋষির কাল কেহ বলিতে পারিবে না।

এশিয়ার মাপচিত্রে দেখা যাইবে, দক্ষিণ সমুদ্রের উত্তরে ভারতবর্ষ, পরে হিমালয়, পরে কিম্পুরুষ বর্ষ (তিব্বত), পরে হেমকূট পর্বত (কেয়নলুন), পরে হরিবর্ষ, পরে নিষধ পর্বত (আলতীন), পরে ইলাবৃত বর্ষ (চীন তুর্কীস্থান ও গোবিমরু), পরে নীলপর্বত (দক্ষিণ আলতাই), পরে রম্যক বর্ষ (মঙ্গলিয়া), পরে শ্বেত পর্বত (চাঙ্গাই), পরে হিরণ্ময় বর্ষ, পরে শৃঙ্গবান্ পর্বত (উত্তর আলতাই), পরে কুরুবর্ষ (সাইবিরিয়া), পরে উত্তর সমুদ্র। ইলাবৃতের পশ্চিমে গন্ধমাদন (করকোরম্), তৎপশ্চিমে কেতুমাল (পারস্য ও পশ্চিম তুর্কীস্থান)। পূর্বে মাল্যবান্ (চীন প্রাচীর), পরে ভদ্রাশ্ব (চীন)। ২য় চিত্র দেখিলে সব স্পষ্ট হইবে। এই সকল পর্বত ও বর্ষের নামের অর্থ অবশ্য ছিল, অর্থাৎ প্রাকৃতিক লক্ষণ দেখিয়া নাম হইয়াছিল। যেমন কিম্পুরুষ বা কিন্নর, কদাকার দেহ;

হরিবর্ষ, যে বর্ষে হরি সুবর্ণাভ লোকের বাস, বোধ হয় চীনা। পৌরাণিক অনুমান করেন, ভদ্রাশ্ব নাম হইবার কারণ এই যে, সেখানে অশ্ববদন হরি আছেন, যাঁহার তেজে সর্বদ্বীপ আলোকিত হইয়াছে। এই "অশ্ববদন," চীনের উত্তর-পশ্চিমের ঔর্ব বা আগ্নেয়গিরি। বোধ হয় কেতুমাল নাম হইবার কারণ, মালভূমি, ইহার কেতু লক্ষণ। ইরাণের বিস্তীর্ণ মালভূমি প্রসিদ্ধ। ইলাবৃতের পূর্বের পর্বত মাল্যবান্। পুরাণ বলিতেছেন, এটি সমুদ্রানুগ, সাগর যেমন বাঁকিয়াছে, পর্বতটিও
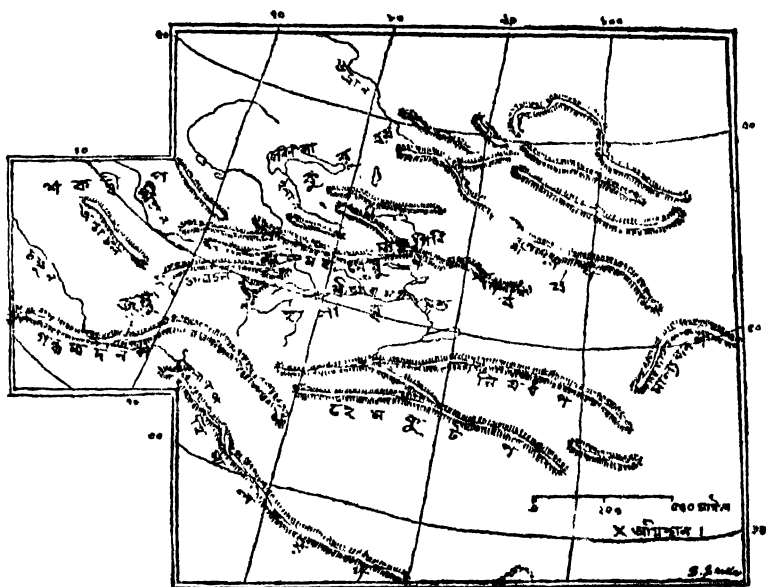
(২) ইলাবৃত বর্ষ। ছোটবড় অনেক পর্বতে মেরু পর্বত। পুরাণ বলেন, 'প্রস্তপ্রমাণ', অর্থাৎ প্রস্ত, প্রস্ব, কাঠের ভেলায় যেমন কাঠ পর পর থাকে। পুরাণে বড় বড় পর্বতের নাম আছে। মেরু পর্বতে অনেক সরোবর আছে। একটির নাম মানস। চিত্রে দেখা যাইতেছে না। পূর্বদিকে শীতা, পশ্চিমে সীতা। শীতা মন্থরা, সীতা শ্বেতা। মেরুপর্বতে নির-ইন্ধন অগ্নি আছে। পুরাণে বর্ণনা আছে।

তেমনি বাঁকিয়াছে। ইহা ইলাবৃতকে মাল্যাকারে বেষ্টন করিয়াছে। গন্ধমাদনের অপর নাম সুগন্ধ। বোধ হয় দেবদারুর গন্ধ হেতু নাম। ইলাবৃতের উত্তরস্থিত তিন পর্বতের ও প্রথম দুই বর্ষের নামে বিশেষ লক্ষণ পাওয়া যায় না। নীল পর্বত নীলবর্ণ, শ্বেত পর্বত হিম মণ্ডিত, শৃঙ্গবান্ পর্বতে তিনটি উচ্চ শৃঙ্গ আছে।

হিরণ্যক বা হিরণ্ময় বর্ষ সোনার দেশ ; যেখানে সোনা পাওয়া যায়। মাঞ্চুরিয়া ও মঙ্গলিয়া দেশে সোনা আছে।

(২) পৃথিবী সপ্তদ্বীপা সপ্তসাগরা

পূর্বপরিচ্ছেদের পৃথিবীবিভাগ কতকাল পর্যন্ত চলিয়াছিল, তাহা বলিবার উপায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন কালে জ্ঞাত দেশের বিভাগ ও নাম পরস্পর এত মিশিয়া গিয়াছে যে কালানুসারে পৃথক্ করা কঠিন। জ্ঞান-বৃদ্ধির ক্রম ধরিয়া স্থূলভাবে বলা যাইতেছে। মেরু অর্থে অতিশয় উচ্চ ভূমি, অতএব গিরি। মেরুর উপরে বাস অসম্ভব। ইহার উপত্যকা বাসোপযোগী। মেরুর সন্নিকটস্থ দেশ মেরুদেশ। এই দেশ মেরু গিরির চারিদিকেই থাকিতে পারে। ইলাবৃত বর্ষ, মেরুর পূর্বভাগে। কালক্রমে মেরুর পশ্চিম ভাগের কিয়দংশও ইলাবৃতের অন্তর্গত করা হইয়াছিল। বহুকাল পরে, মেরুকে ইলাবৃতের মধ্যস্থলে স্থাপিত করা হইয়াছিল। ইহার অক্ষাংশ ৪০° হইতে ৪৫° মধ্যে।

পৃথিবীকে নববর্ষভাগে, এশিয়ার পূর্ব ও পশ্চিমে মাত্র তিনটি বর্ষ (কেতুমাল, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব) পাওয়া গিয়াছিল। পরে পশ্চিমে গমনাগমনকালে আর্যেরা সেদিকের দেশের নাম রাখিতে লাগিলেন। প্রাচীন নববর্ষ রহিয়া গেল, কেতুমালে খণ্ড খণ্ড ভূভাগের নাম দ্বীপ হইল। কেতুমাল ব্যতীত পৃথিবী এখন জম্বুদ্বীপ। এই দ্বীপ আর ছয়টি দ্বীপ লইয়া পৃথিবী সপ্তদ্বীপা হইল। বাস্তবিক আরও অনেক দ্বীপের নাম পাওয়া যায়। সে সব প্রসিদ্ধ হয় নাই।

পূর্বে দ্বীপ শব্দের অর্থ দেওয়া গিয়াছে। সমুদ্র, বিস্তীর্ণ জলরাশি, যাহার এপার হইতে ওপার দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার দৃষ্টান্ত সিন্ধু। সিন্ধু নদ, সিন্ধু সাগর। আবার, নদী-মাত্রের নাম সিন্ধু। যেমন, আমরা গঙ্গানামের অপভ্রংশ গাং দ্বারা নদীমাত্র বুঝি। অর্থাৎ নদী হইলেও সমুদ্র নাম পাইতে পারে। জলরাশি বেষ্টিত ভূখণ্ড, দ্বীপ ; আর যে ভূখণ্ড দ্বারা জলরাশি-বেষ্টিত, সেও দ্বীপ। দ্বীপের অন্য নাম অন্তরীপ, যে স্থানে যাইতে জল পার হইতে হয়। চতুর্দিকে জলবেষ্টিত না হইতেও পারে। অগাধ-জল জলাশয়ের নাম, হ্রদ। বাংলায় বলি দহ। পুরাণে বহু সরস্ ও সরোবরের নাম আছে। সরোবর, বৃহৎ সরস বা সরসী। সরোবরে স্রোত থাকে, অর্থাৎ তাহাতে নদীর জল আসে, নদীর আকারে বহিয়াও যায়। হ্রদে ও সাগরে নদী প্রবেশ করে,

কিন্তু নির্গত হয় না। অতএব বৃহৎ হ্রদ, সাগর। ঐ সকল প্রাচীন সংজ্ঞা বিস্মৃত হইলে সপ্তদ্বীপ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। তথাপি জম্বুদ্বীপ ব্যতীত অপর ছয় দ্বীপের নদী, পর্বত, প্রভৃতির বর্তমান নাম নির্ণয় কঠিন। পৌরাণিকেরা প্রত্যেক দ্বীপেই সপ্ত পর্বত, সপ্ত নদী, দেখিতেন। কিন্তু সকল দ্বীপে নববর্ষ পান নাই।

ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে ও বায়ু-পুরাণে এই ছয় দ্বীপের নাম এই,—প্লক্ষ বা গোমেদ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর। মৎস্য-পুরাণে নাম এই,—শাক, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাল্মল, গোমেদ, পুষ্কর। নামের ক্রমে যেমন প্রভেদ, দ্বীপের বিস্তারেও তেমন কিছু কিছু প্রভেদ আছে। মৎস্য-পুরাণে একমত লিখিত হইয়াছে, অন্য পুরাণে অন্য মত। অতএব দুই পুরাণ মিলাইয়া দেখিতে হইবে। মৎস্য-পুরাণ দেখি।

১। শাকদ্বীপ। এই দ্বীপ লবণ-সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়াছে। (তেনাবৃতঃ সমুদ্রোঽয়ং দ্বীপেন লবণোদধিঃ)। এই দ্বীপের একদিকে লবণ-সাগর, অন্যদিকে ক্ষীরোদ-সাগর। শাকদ্বীপের সাতটি কুলাচলের মধ্যে দেব-ঋষি-গন্ধর্ব-সমন্বিত মেরু-গিরি পূর্বদিকে অবস্থিত। ইহার নাম উদয়াচল। এখানে মেঘ হয়, চলিয়া যায়, বৃষ্টি হয় না। কিন্তু ইহার পশ্চিম পার্শ্বে জলধারা হয়। সর্ব পশ্চিমে সোমক নামে অস্তগিরি। শাকদ্বীপে বর্ণাশ্রম ধর্ম নাই, সর্বদা ত্রেতাযুগসম কাল বর্তমান। পাঁচটি দ্বীপেই এইরূপ। সে দেশে দণ্ডধর (রাজা) নাই। সে দেশে চতুর্বর্ণ আছে। শ্যামবর্ণ লোক মধ্যস্থলে বাস করে।

শাকদ্বীপ মেরুর পশ্চিমে অবস্থিত। মৎস্য-পুরাণ মেরুকে এই দ্বীপের পূর্বসীমা ধরিয়াছেন। [বায়ু-পুরাণ মেরুর পশ্চিমের এক প্রত্যন্ত পর্বতকে উদয়াচল বলিয়া প্রভেদ রাখিয়াছেন।] শাকদ্বীপের উত্তরে লবণ-সাগর, এটি বলকাষ হ্রদ; দক্ষিণে ক্ষীর-সাগর, এটি আরাল হ্রদ। ইহাতে সীরদরিয়া নদী পড়িতেছে। (সে দেশের ভাষায় 'সীর' অর্থে নদী; ফার্সী 'দরিয়া' অর্থে সাগর। ফার্সী শীর, সং ক্ষীর অর্থও হইতে পারে।) আরাল হ্রদের নাম ক্ষীরোদ ছিল। এই হ্রদ বৃহৎ, ক্রমশঃ বুজিয়া যাইতেছে। ইহার জল ঈষৎ লোনা। নদীর জল দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ। বলকাষ হ্রদের জল লোনা। ইহা দীর্ঘে ৩০০, প্রস্থে ৫০ মাইল। শাক, শক একই। শাকদ্বীপ হইতে ভারতে ব্রাহ্মণ আসিয়া শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হইয়াছেন। ইহারা সূর্যোপাসক ও জ্যোতিষী। এখান হইতে ক্ষত্রিয় আসিয়া ভারতে শক-ভূপতি হইয়াছিলেন। উদয়গিরির পূর্বপার্শ্ব

শুষ্ক, শীতগ্রীষ্ম প্রখর। কিন্তু পশ্চিম পার্শ্ব তেমন নয়। বৎসরে ১০।১২ ইঞ্চি বর্ষণ হয়। অল্পস্বল্প কৃষিকর্মও হয়। শাকবৃক্ষ আছে বলিয়া শাকদ্বীপ নাম, ইহা পৌরাণিক ব্যাখ্যা। বস্তুতঃ সে দেশে শাক বা সেগুন গাছ জন্মিতে পারে না। এ দেশ দেবদারুর।

শাকদ্বীপের বর্ণনা হইতে আরও দুইটি বিষয় জানিতেছি।

ক। সূর্যের উদয়াচল ও অস্তাচল, এই দুই নাম শাকদ্বীপের দুই পর্বতের। এই দুই পর্বতের মধ্যস্থিত দেশের লোক পূর্বস্থিত পর্বতের উপর হইতে সূর্যোদয় দেখে, পশ্চিমস্থিত পর্বতের উপর দিয়া সূর্যাস্ত দেখে (চিত্র ২)। আমরা বলি, সূর্য পাটে বসিয়াছেন, পাট পর্বত। উদয়াচল পূর্ব দক্ষিণে এবং অস্তাচল পশ্চিম দক্ষিণে আয়ত হওয়া চাই। কাশ্মীরে এমন দুই পর্বত থাকিতে পারে, কিন্তু পঞ্জাবে নাই।

খ। শাকাদি কয়েক দ্বীপে ত্রেতাযুগের অবস্থা চলিতেছিল। এই ত্রেতাযুগ বর্তমান পাঁজির ত্রেতা নয়। স্বায়ম্ভুব মনুর ত্রেতাযুগে প্রিয়ব্রত রাজার কাল। সে যে বহু প্রাচীন কাল। পৌরাণিকের বিশ্বাস, ত্রেতাযুগে লোকের বাদবিসম্বাদ ছিল না।

২। কুশদ্বীপ। কুশদ্বীপ দ্বারা ক্ষীরোদ পরিবেষ্টিত। ইহা শাকদ্বীপের দ্বিগুণ। ইহা ঘৃতোদক সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার সপ্তপর্বতের মধ্যে ষষ্ঠ পর্বতের নাম মহিষ, অন্য নাম হরি। এই পর্বতে জল-জাত অগ্নি বাস করে। একটি পর্বতে বিশল্যকরণী ও মৃতসঞ্জীবনী নাম্নী মহৌষধি আছে। এই পর্বত অতিশয় দীর্ঘ। নাম দ্রোণ ও পুষ্পবান্। এই দ্বীপে কুশস্তম্ভ (কুশের ঝাড়) আছে।

এই দ্বীপের একদিকে ক্ষীরোদ সাগর, অন্যদিকে ঘৃতসাগর। আর পাইতেছি মহিষপর্বত, কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণে এলবার্জ পর্বত। ইহাতে এক আগ্নেয়গিরি আছে। অতএব কুশদ্বীপ আরাল হইতে কাস্পিয়ান হ্রদ। কুশদ্বীপে কুশ জন্মে, দেবতাও বর্ষণ করে। কাস্পিয়ান হ্রদের দক্ষিণ-পূর্বভাগে কুশ বা এইরূপ তৃণ জন্মে। এই ভূখণ্ড কুশদ্বীপ। কাস্পিয়ান হ্রদ ঘৃতসমুদ্র। ভারতের পশ্চিমোত্তরে কনিষ্কাদির কুশান রাজ্য ছিল। বোধ হয় এই কুশদ্বীপের নাম হইতে কুশান।

৩। ক্রৌঞ্চদ্বীপ। এই দ্বীপ দ্বারা ঘৃতসমুদ্র পরিবেষ্টিত, এবং ইহা দধিমণ্ড-সাগরকে বেষ্টন করিয়াছে। এই দ্বীপের লোকেরা অধিকাংশ গৌরবর্ণ। এই দ্বীপের [বোধ হয়] উত্তর ভাগের বর্ণনা শতবর্ষেও করিতে পারা যায় না।

এই দ্বীপ ঘৃতসাগর কাস্পিয়ান হ্রদ এবং দধিমণ্ড কৃষ্ণসাগর মধ্যে আর্মিনিয়া। ককেশাস পর্বতের নাম ক্রৌঞ্চ। ইহার উত্তরে রুষা। পৌরাণিক রুষা দ্বীপ গণেন নাই।

৪। শাল্মলদ্বীপ। এই দ্বীপ দধিমণ্ডোদক সমুদ্রকে বেষ্টন করিয়াছে। এখানে দুর্ভিক্ষ নাই। এখানে মেঘ বর্ষণ করে না, বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাও নাই। এই দ্বীপ সুরোদ সমুদ্রদ্বারা পরিবেষ্টিত।

অতএব শাল্মলদ্বীপ এশিয়া মাইনর। দধি-সমুদ্র কৃষ্ণসাগর, এবং সুরাসমুদ্র ঈজিয়ান সাগর।

৫। গোমেদ বা প্লক্ষদ্বীপ। ইহার দ্বারা সুরোদক সমুদ্র আবৃত এবং ইহা সুরোদসাগর অপেক্ষা দ্বিগুণ বিশাল ইক্ষুরস সাগরকে বেষ্টন করিয়াছে। এই দ্বীপ দুইটি পর্বতদ্বারা দুই বর্ষে, শৌনক বা ধাতকী এবং কুমুদ, বিভক্ত। এই দুই পর্বত পূর্ব ও পশ্চিম সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

এই দ্বীপ এশিয়ার তুর্কীদেশ। ইক্ষুরস সাগর মেডিটেরেনিয়ান সাগর। দুইটি পর্বতের একটি টরাস।

৬। পুষ্করদ্বীপ। এই দ্বীপ ইক্ষুরস সাগরকে বেষ্টন করিয়াছে, এবং স্বাদূদক দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে। ইহার পশ্চিমার্ধে সাগরবেলা সমীপে এক উন্নত পর্বত আছে। এই পর্বতের পূর্বার্ধ দেশ দুই ভাগে বিভক্ত এবং স্বাদূদক সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

অতএব এই দ্বীপ সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়া। ইয়ুফ্রেটিস্ ও টাইগ্রিস্ নদীর জল স্বাদু। তাহাকেই স্বাদু-উদধি বলা হইয়াছে।

শকাদি ছয় দ্বীপের সন্নিবেশ হইতে বুঝিতেছি, প্রাচীন কেতুমাল-বর্ষের উত্তর ও পশ্চিম দেশ লইয়া এই ছয় দ্বীপ। বলা বাহুল্য, দুগ্ধ দধি ঘৃত সুরা ইক্ষুরস নাম দ্বারা তত্তৎদ্রব্য বুঝায় না। সাগরগুলির নাম চাই, পরিচিত রসদ্বারা তাহাদের নাম করা হইয়াছিল। হয়ত বা কূলের নিকটবর্তী জলে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণ-সাদৃশ্য লক্ষিত হইয়াছিল। দ্বীপের নামেরও কারণ ছিল। শাকদ্বীপে শক্ত শাক, কুশদ্বীপে কুশ, প্লক্ষ ফলাকার প্লক্ষদ্বীপ। (এখানে প্লক্ষ গর্দভাণ্ড বৃক্ষ)। হয়ত ক্রৌঞ্চ পক্ষীর আকারে ককেশাস পর্বত দেখিয়া ক্রৌঞ্চ, এবং পুষ্কর পদ্ম দেখিয়া পুষ্করদ্বীপ। কিন্তু শাল্মলদ্বীপ নামের কারণ কি? আসিরিয়া এককালে অসুর দেশ ছিল। অসুর জাতির এক রাজার নাম শাল্মলেশ্বর ছিল। তিনি

বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দে ছিলেন। তৎপূর্বে একটা দেশের নাম শাল্মল ছিল। পুরাণে আসিরিয়া ও বেবিলোনিয়া পুষ্করদ্বীপের অন্তর্গত। পুষ্করদ্বীপের পূর্বার্ধদেশ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু নাম দেওয়া নাই। সে যাহা হউক, সপ্তদ্বীপ বিভাগ ভারতযুদ্ধের পূর্বে হইয়াছিল। কত পূর্বে, তাহা পুরাণমতে স্বায়ম্ভুব মনুর ত্রেতাযুগে। এই মনুর পুত্র প্রিয়ব্রত। তাঁহার দশ পুত্র হয়। তন্মধ্যে সপ্তপুত্র সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পুত্রেরা সপ্তদ্বীপের এক এক বর্ষে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পৌরাণিক বলিতেছেন, প্রিয়ব্রতের পুত্রদ্বারা জম্বুদ্বীপ নিবেশিত হইয়াছিল। প্রিয়ব্রতের পৌত্র ঋষভ, এবং তাঁহার পুত্র ভরত হইতে ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে। এক কালে পুষ্করদ্বীপ (মেসোপোটেমিয়া) যে আর্যগণ দ্বারা শাসিত হইত, তাহার প্রমাণ সে দেশের ভূগর্ভে প্রাপ্ত মিত্র বরুণ নাসত্য (অশ্বিনীকুমার) আর্যদেবের নাম। দেখা যায়, প্রত্যেক দ্বীপেই কোন-না-কোন পৌরাণিক কাহিনীর উদ্ভব হইয়াছিল। শাকদ্বীপে ক্ষীরোদমন্থন, শাল্মলদ্বীপে গরুড়ের জন্ম, ইত্যাদি। ভারতবর্ষের ও ভারতদ্বীপের যত, অন্য দ্বীপের তত নাই। সে প্রাচীনকালে পারস্য, কেতুমাল বর্ষের অন্তর্গত ছিল। বায়ু-পুরাণে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। কিন্তু পর্বত, নদী ও দেশ-সমূহের নাম বুঝিতে পারা যায় না। বোধ হয়, কুব কাবুল, শ্বেত হিরাট, বাহ বাল্‌খ, মহিষ মেষেদ, ইত্যাদি।

উপরে মৎস্য-পুরাণ মতে দ্বীপ ও সাগরের নাম ও সন্নিবেশ দেওয়া গিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড ও বায়ু-পুরাণে দ্বীপের বর্ণনা এইরূপ, কিন্তু কয়েকটার সন্নিবেশ ভিন্ন-প্রকার। যথা, শাকদ্বীপ দধিসমুদ্রকে বেষ্টন করিয়াছে। মৎস্য-পুরাণের লবণ-সাগর এখানে দধিসাগর হইয়াছে। এইরূপ, কুশদ্বীপ সুরাসাগরকে বেষ্টন করিয়াছে, ইত্যাদি। প্রাচীন পুরাণের পাঠক ও শ্রোতা পাঠ মিলাইতেন না, ইহা এক মত বলিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। মৎস্য-পুরাণ লিখিয়াছেন, তিনি এক মত দিতেছেন, অন্য পুরাণে অন্য মত আছে। মহাভারতের সহিত মৎস্য-পুরাণের ঐক্য আছে। অতএব এই মত গ্রাহ্য। দেশের বর্ণনার সহিত মিলাইলেও এই মত গ্রাহ্য। কি কারণে কে জানে, বায়ু-পুরাণের দ্বীপ ও সাগর বর্ণনা-পরিপাটি ও সন্নিবেশে ভুল হইয়াছে। মাপচিত্র দেখিলেও সন্দেহ হয়। বিষ্ণু-পুরাণ ও বায়ু-পুরাণ একমত। ইহাতে মনে হয়, বহুকাল পূর্বে পাঠ-বিসম্বাদ ঘটিয়াছিল।

মহাভারত ও পুরাণে এক আকাঙ্ক্ষার কথা আছে। পৃথিবী (জম্বু) দুর্লক্ষ্য।

যদি একটি বৃহৎ দর্পণ আকাশে স্থাপিত হইত, তাহা হইলে তাহাতে প্রতিবিম্ব দেখিয়া আমরা দ্বীপের স্বরূপ বুঝিতে পারিতাম। দৈবক্রমে চন্দ্র জলময়, এবং তাহাতে জম্বুদ্বীপের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম সুদর্শন দ্বীপ, ইহার শশস্থান জম্বুদ্বীপের প্রতিবিম্ব।

ইদানীং বিমানে বসিয়া প্রাচীনদিগের সে আশা পূর্ণ হইতেছে।

(৩) পৃথিবী সপ্তদ্বীপ-বলয়া

এ যাবৎ পৃথিবীর যে বর্ণনা পাইয়াছি, পৌরাণিকের অত্যুক্তি ছাড়িয়া দিলে তাহা বোধগম্য বটে। ইহার কারণ, আমরা এশিয়ার মাপচিত্রের সহিত মিলাইতে পারিতেছি। পূর্বকালে এই সুযোগ ছিল না, সকলে ভূপর্যটনও করিতেন না। ফলে পুরাণ-পাঠক এককে আর বুঝিয়া বসিলেন। বিষ্ণু-পুরাণ লিখিতেছেন, "জম্বুদ্বীপ যেমন লবণ-সমুদ্র দ্বারা অভিবেষ্টিত, প্লক্ষদ্বীপ তেমন সে সাগরকে সংবেষ্টন করিয়াছে।" জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মল, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর,—এই সপ্তদ্বীপ লবণ-ইক্ষু-সুরা-ঘৃত-দধি-দুগ্ধ-জল সমুদ্র দ্বারা পরে পরে বেষ্টিত। সকলের মধ্যস্থলে চক্রাকার জম্বুদ্বীপ, তারপর বলয়াকার দ্বীপ ও বলয়াকার সমুদ্র। সপ্তম সমুদ্রের পরে কি আছে? লোক-অলোক পর্বত, চন্দ্র সূর্য নক্ষত্রের গতি রুদ্ধ।

জৈন পুরাণকার এই রূপ বিশ্বাস করিয়া প্রত্যেক বর্ষের, বর্ষ-পর্বতের, সমুদ্রের বিস্তারাদি গণিবার সূত্র রচিয়াছিলেন। ডক্‌টর শ্রীযুত বিভূতিভূষণ দত্ত এক ইংরেজী প্রবন্ধে সে সকল সূত্রের গণিতবিদ্যা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি মনে করেন খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫০০ হইতে ৩০০ অব্দ মধ্যে সে সকল সূত্র নির্মিত হইয়াছিল। সম্প্রতি তাহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই। জনসাধারণ পৃথিবীকে চক্রাকার ভাবিলেও জ্যোতিষী গোলাকার বুঝিয়াছিলেন। কেমনে দুই মতের ঐক্য ঘটিল, তাহা জানিতে কৌতূহল হইতে পারে। এইহেতু একটু লিখিতেছি।

(৪) ভূগোল

বোধ হয়, মেরুপর্বতে একটা উচ্চ শৃঙ্গ আছে, তাহা মেরুগিরি নামে আখ্যাত ছিল। এই গিরি পৃথিবীর নাভি। রথ-চক্রের মধ্যস্থলের নাম নাভি। পৃথিবী চক্রাকার, মেরু তাহার নাভি। আদ্যকালের পৃথিবী-বিভাগে এই নাভির চারিদিকে চারিটি দ্বীপ, যেন পদ্মের কর্ণিকার চারিপাশে চারিটি দল (চিত্র ৩)।

প্রাচীন ঋষিগণ মেরুতে পদ্মযোনি ব্রহ্মার আবাস কল্পনা করিয়াছিলেন। কারণ মেরুদেশেই তাঁহারা বাস করিতেন, এবং নিসর্গের যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করিতেন, সবই সে দেশে। কালান্তরে পদ্মের চতুর্দলের উত্তর ও দক্ষিণ দলে নববর্ষ, মনুষ্য-
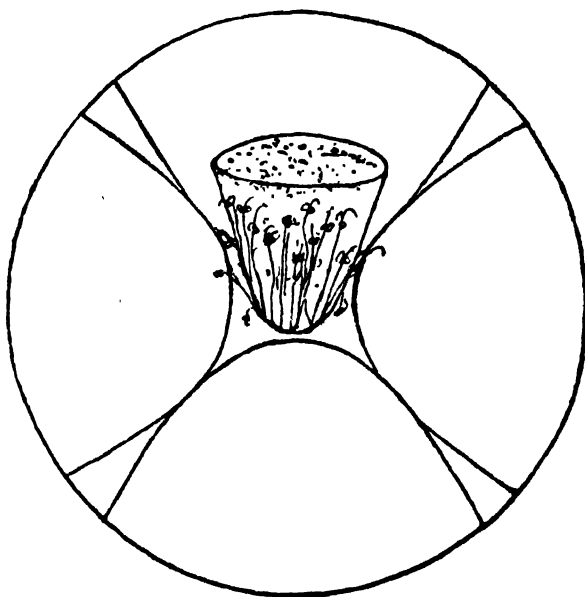
(৩) ভূ-পদ্ম। বিষ্ণুর নাম পদ্ম-নাভ, ব্রহ্মার নাম পদ্ম-যোনি, ইহার কারণ, এই রূপক। পদ্মের চতুর্দল চতুর্দ্বীপ, মধ্যে কর্ণিকা মেরু (নাভি), কর্ণিকার চারিপাশের কিঞ্জল্ক নানা পর্বত। ইহাদের দ্রোণীতে ইন্দ্রাদি দেবের সভা।

বাস দেখিলেন। তখনও মেরু স্বস্থানচ্যুত হয় নাই। নানাদেশ-ভ্রমণের ফলে চন্দ্র-সূর্যের গতি সবিশেষ লক্ষ্য হইতে লাগিল। যে দেশে যান, সে দেশেই চক্র বটে, কিন্তু চন্দ্র সূর্যের পথ মস্তকের উর্ধ্বে একই দূরত্বে থাকে না, আকাশের নক্ষত্রও থাকে না। এক উদয়াচল, এক অস্তাচল নাই। পার্বত্য-দেশে ভূ-পৃষ্ঠ দেখিয়া পৃথিবীর গোলত্ব অনুভূত হয় না। এইরূপ চিন্তা হইতে পৃথিবী গোল, অতিবৃহৎ বর্তুলাকার, এই জ্ঞান জন্মিয়াছিল। সূর্যের উদয় নাই; দেখা গেলেই উদয়, দেখা না গেলেই অস্ত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৩।৪৪) এই ভাবের কথা আছে। এখন কথা, যদি ভূ গোলাকার, সূর্য প্রত্যহ সে গোল প্রদক্ষিণ করিতেছে, তাহার গমনাবৃত্তের নাভি (বা কেন্দ্র) কোথায়? তখন প্রাচীন স্মৃতি

জাগিয়া উঠিল, মেরুদেশে নিবাসকালে সূর্যকে পূর্বদিকে উদয়, পশ্চিমে অস্তগত হইতে দেখা যাইত। অতএব ভূ-গোলের নাভি, মেরু। ইহার ফল হইল, যে মেরু হিমালয়ের পশ্চিমোত্তরে এশিয়ার প্রায় মধ্যস্থলে ছিল, সে মেরুকে এশিয়ার ও ভূ-গোলের সর্বোত্তরে কল্পনা করিতে হইল। ইহা জ্যোতিষিক কল্পনা। দৃষ্ট ঘটনার ব্যাখ্যা করিতে যেমন কল্পনা করিতে হয়, ইহাও তেমন। অর্থাৎ ভূ-গোলের উত্তর বিন্দুর নাম মেরু হইল। ইহাকেই সূর্য প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করে।

রাত্রিকালে দেখা গেল সকল নক্ষত্র পূর্বদিকে উদয় ও পশ্চিমে অস্তগত হয়, কিন্তু একটি নক্ষত্র হয় না। সে নক্ষত্রের নাম শিশুমার। আরও দেখা গেল, শিশু-মারের মুখস্থিত তারাটি একটুও নড়ে না, নিয়ত একস্থানে থাকে। অতএব সেটি ধ্রুব। এই তারার মিশরী নাম 'থু ব ন'। ইহাকেই চন্দ্র ও যাবতীয় নক্ষত্র প্রদক্ষিণ করি-তেছে। ধ্রুবতারা অত্যুচ্চ আকাশে যেন মেধি হইয়া আছে, এবং তাহাতে রশ্মিদ্বারা বদ্ধ হইয়া গ্রহ ও নক্ষত্র নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে (চিত্র ৪)। সূর্যও তাহাকে প্রদক্ষিণ
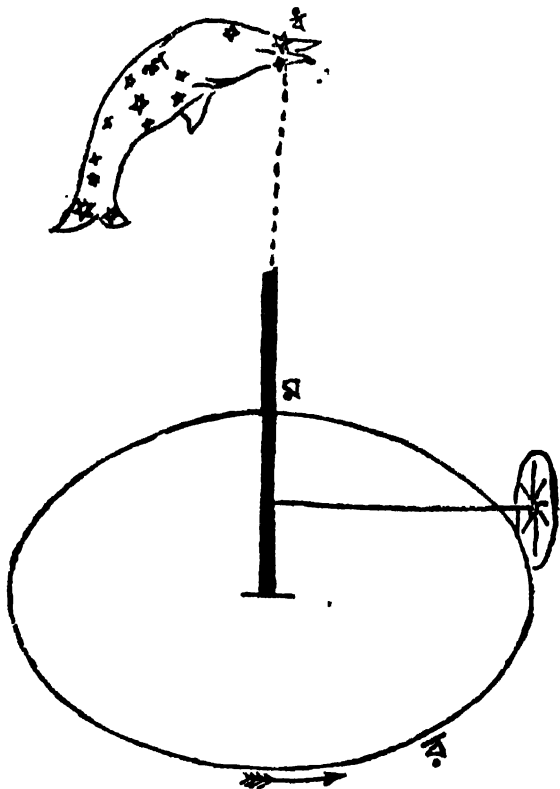
(৪) ধ্রুব ও শিশুমার। ধ-ধ্রুব, শ-শিশুমার, ম-মেধি, র-রবিপথ। ধ্রুব আকাশের নিশ্চল কাল্পনিক বিন্দু। ঘটনাক্রমে সে বিন্দু শিশুমারের মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। শিশুমার সিন্ধু ও গঙ্গার শিশুক। তাহার সাদৃশ্যে নক্ষত্রের নাম।

করিতেছে। এই ঘটনা খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রায় ত্রিসহস্রাব্দে হইত। বোধ হয়, সে সময়ে সূর্য-চন্দ্র নক্ষত্রের দৈনিক গতির ক্রম জানিবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল।

অত্যুচ্চ আকাশে ধ্রুব। তাহারই নিম্নে ভূ-পৃষ্ঠে মেরু। এই মেরুকে অত্যুচ্চ গিরি কল্পনা না করিলে মেধি পাওয়া যায় না। ভূ-গোলের মধ্য হইতে সূর্য লক্ষ যোজন উর্ধ্বে। মেধি অর্থাৎ মেরুগিরিকে তত যোজন উচ্চ করিতেই হইবে। ভূগোলের ব্যাস বত্রিশ হাজার যোজন। মেরুর যোল সহস্র যোজন ভূ-পৃষ্ঠের নীচে, চৌরাশী সহস্র যোজন উচ্চে। জৈনেরা ভূ-ব্যাসার্ধ এক সহস্র যোজন মনে করিতেন এবং মেরুর ততখানি মাটিতে পুতিতেন।
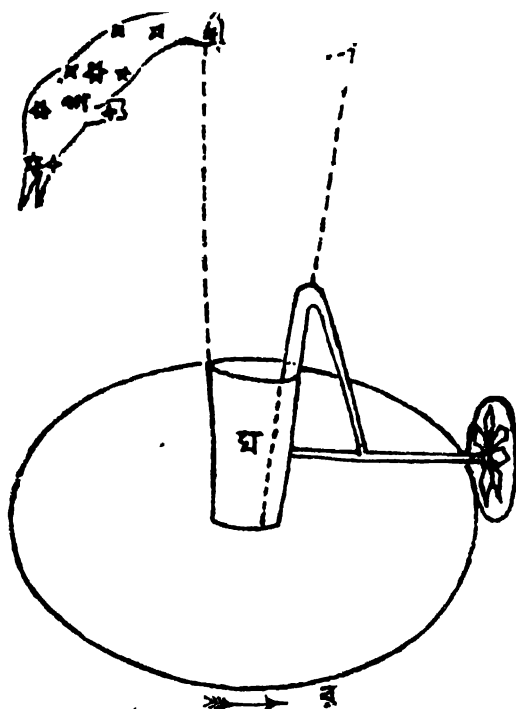
(৫) ধ্রুব ও শিশুমার। ধ-ধ্রুব, শ-শিশুমার, ঘ-ঘানি, র-রবিপথ। আকাশের ধ্রুব শিশুমারের মুখ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। পুচ্ছও দূরে। এই হেতু পুচ্ছ ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিত। বর্তমান কালে ধ্রুব পুচ্ছের সন্নিকট।

চারি পাঁচ শত বৎসর যাবৎ শিশুমারের মুখস্থিত তারা, ধ্রুব হইয়াছিল। তখন বিবাহের নবদম্পতী ধ্রুব না দেখিলে বিবাহ পূর্ণাঙ্গ হইত না। ধ্রুব যেমন অচল, নবদম্পতীর পরস্পর প্রেমও তেমন অচল, এই ভাব জাগাইবার নিমিত্ত ধ্রুব দর্শন করিতে হইত। কালক্রমে তৎকালে-অজ্ঞাত কারণে সে ধ্রুবও, শিশুমারের অন্য তারার ন্যায়, ভ্রমণ করিতে দেখা গেল। তখন বিবাহের দম্পতীকে অরুন্ধতী ও বসিষ্ঠ তারা দেখাইবার বিধি হইল। কিন্তু ধ্রুব-তারায় গ্রহনক্ষত্রের রশ্মি যেমন বদ্ধ ছিল, তেমন রহিল। এখন ঘাণি-গাছের সহিত তুলনা চলিল

(চিত্র ৫)। পুরাণে এই তুলনা আছে। "তৈলপীড়ং যথা চক্রং ভ্রমতে ভ্রাময়ন্তি বৈ।" (বিষ্ণু-পুরাণে কুলালচক্রের দৃষ্টান্ত।) উচ্চ কাঠ, নিম্নভাগ সরু, উর্ধ্বভাগ মোটা, মাটিতে পোতা থাকে। মেরুগিরি অবিকল সেইরূপ। ঘানির মধ্যস্থ জাটের (যষ্টির) অগ্র হইতে দোড়ী ঝুলিতে থাকে; গোরু সে দোড়ী টানিয়া চক্রপথে ভ্রমণ করে। ফলে "জাট" ঘুরিতে থাকে। সেইরূপ, আকাশের ধ্রুব যেন ঘানি-গাছের অগ্রবিন্দু, দোড়ী প্রবহ নামক বাত-রশ্মি, গোরু চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র। পুরাণের শেষকালে শিশুমারের পুচ্ছস্থিত তারা
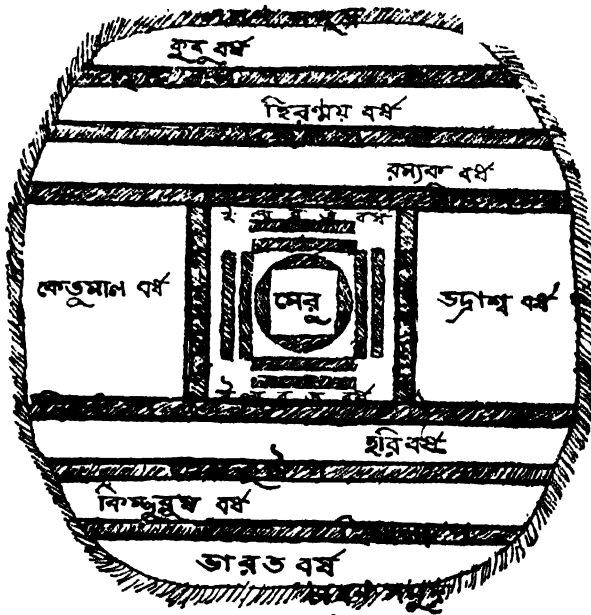
(৬) পুরাণ-প্রদত্ত মানানুগত জম্বুদ্বীপের ছেস্তক (diagram)। 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ' গ্রন্থ হইতে অনুকৃত। সেখানে বিষ্ণু-পুরাণ, সিদ্ধান্তশিরোমণি ও সূর্যসিদ্ধান্তের ভূ-গোল বর্ণন প্রদত্ত হইয়াছে। চিত্রটি ছেস্তক হইলেও দেখা যাইবে ভারতের বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণভাগ অজ্ঞাত ছিল। ১ম চিত্রের দক্ষিণাপথের পর্বতের ও লঙ্কাদ্বীপ নাম পরবর্তী কালের।

ধ্রুব হইয়াছিল। এই তারা এখন প্রকৃত ধ্রুবের সন্নিকটে আসিয়াছে। এখন পুরাণ রচিত হইলে ঘানি কল্পনা আবশ্যক হইত না, গোরু দিয়া ধান্ মাড়ার

মেধিকাঠ পাইলেই চলিত। জৈনেরাও ঘাণি-সাদৃশ্য দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সে ঘাণি নীচে মোটা, উপরদিকে ক্রমশঃ সরু।

জ্যোতিষিকের মেরু একটা সংজ্ঞামাত্র। কিন্তু লোকে বুঝিল না, পামীরের উত্তরস্থ তিয়ানশানের শৃঙ্গ ভূ-গোলের উত্তরে বসাইল, সঙ্গে সঙ্গে জম্বুদ্বীপের একার্ধ এশিয়াতে, অপরার্ধ আমেরিকাতে গিয়া পড়িল। ইলাবৃতবর্ষের মধ্যস্থলে মেরু। এখন ইলাবৃত, সাইবিরিয়া। এখানে ঐরাবত হস্তীর জন্ম। ঐরাবত ইংরেজী 'মামথ'। যে কুরুবর্ষ আর্যগণের লোভনীয় ছিল, সে এখন মেক্‌সিকো। এক জম্বুদ্বীপেই ভূ-গোলের উত্তরার্ধ ঢাকিয়া ফেলিল, শাকাদি অন্য ছয় দ্বীপকে দক্ষিণার্ধে ফেলিতে হইল। বোধ হয়, দ্বীপ অর্থে জল-পরিবেষ্টিত ভূ-খণ্ড বুঝিয়া প্রাচীন ভূ-বর্ণন এই দশা পাইল। ভাস্করাচার্য এইরূপ করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। এখন শাকদ্বীপাদি সবই কাল্পনিক।

জনসাধারণের জ্ঞানকে বিজ্ঞানে বসাইতে গেলেই এইরূপ বিপত্তি ঘটে। ভূ-পর্যটনের অভাবে ভারতের দুর্গতি হইয়াছিল। বৌদ্ধ-ভিক্ষু নানা দেশে যাইতেন, কত রাজ্য দেখিতেন। তাঁহাদের পূর্বেও নানা দেশের সহিত ভারতের পরিচয় ছিল। কোথায় ক্ষুদ্র জম্বু; সে জম্বু নামে ভারতবর্ষ বুঝাইত, তৎকালে জ্ঞাত পৃথিবী বুঝাইত। ভারতবর্ষ নামেও নবখণ্ড পৃথিবী বুঝাইত। পৃথিবীতে নববর্ষ, ভারতেও নবখণ্ড চাই। এই সকল নাম হইতে বুঝিতেছি, প্রথমে পৃথিবীভাগ, পরে ভারতভাগ হইয়াছিল। আর্যজাতি নববর্ষ পৃথিবীতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এ কথায় অবিশ্বাসের হেতু নাই।

মহাভারতে দেখি, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব ও তাঁহাদের সহধর্মিণী দ্রৌপদী স্বর্গারোহণ কামনায় হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকায় এবং দ্বারকা হইতে উত্তরমুখে গিয়া হিমালয়ে উপস্থিত হইলেন। বোধ হয়, গন্ধমাদন (করকোরম) পার হইতে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে বালুকাময় সমুদ্র (গোবি মরু) ও সুমেরু দেখিতে পাইলেন। অতএব সে সময় সুমেরু স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। রামায়ণেও (কি।৪৩) হিমালয়ের উত্তরে বিস্তীর্ণ শূন্য দেশ এবং তাহার উত্তরে উত্তর-কুরু, তাহার উত্তরে সমুদ্র। মহাভারতের কবি সুমেরুকে স্বর্গলোক মনে করিতেন।

এই দেশটি সামান্য নয়। কত বীর জাতি এই দেশ হইতে পশ্চিমে ও দক্ষিণে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কোন্ আদ্যকালে আর্যজাতি এশিয়ার নানা দেশে উপনিবেশিত হইয়াছিলেন! সে দেশের উত্তরে শ্বেতবর্ণ (অন্যমতে রক্তবর্ণ

পূর্বে রক্তবর্ণ (অন্যমতে শ্বেতবর্ণ) দক্ষিণে পীতবর্ণ, এবং পশ্চিমে কৃষ্ণবর্ণ জাতি বাস করিত। আমরা আর্যনামে এক বর্ণ, শ্বেতবর্ণ জাতি বুঝি। কিন্তু যে-কোন বর্ণ পথ দেখাইলে অন্য বর্ণ সে পথে চলে। কালে কালে শ্বেত, রক্ত, পীত, তিন বর্ণই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। কতকাল পূর্ব হইতে এই স্রোত চলিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। এইটুকু জানি বেণ রাজার পরে পৃথু প্রথম ক্ষত্রিয় (রক্তবর্ণ) রাজা হইয়াছিলেন। সে সময়ে পীতবর্ণ বৈশ্যজাতি প্রথম কৃষিকর্ম আরম্ভ করে। কতকাল পরে শক ও হূণ সেই মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতে আসে। আরও পরে সে দেশ হইতেই তুর্কী জাতি প্রাচীন শাল্মল ও পুষ্করদ্বীপে ছড়াইয়া পড়ে। আরও পরে, সে জাতি ও পরে মঙ্গল জাতি আসিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে। এই তুর্কী ও মঙ্গল জাতি মুসলমান না হইয়া বৌদ্ধ থাকিলে এদেশে ক্ষত্রিয় হইয়া যাইত।

দ্বিতীয় প্রকরণ

বিষ্ণুর বরাহ ও কূর্ম-অবতার

বরাহ অবতার

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি ৩টা-৪টার সময় যখন চারিদিক নিস্তব্ধ ও চিত্ত প্রশান্ত থাকে, তখন আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। নীল নভোমণ্ডলে অগণ্য তারা দীপ্তি পাইতেছে। উত্তরে দক্ষিণে, পূর্বে পশ্চিমে, ঊর্ধ্বে যেন লক্ষ লক্ষ হীরা ছড়াইয়া রহিয়াছে। এমন মানুষ নাই, যে আকাশের সে উজ্জ্বল মহিমায় মুগ্ধ না হয়। কোথাও যেন বিকটাকার মানুষ দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও ভীষণ কুক্কুর মুখব্যাদান করিয়া আছে, কোথাও পক্ষী উড়িতেছে, কোথাও সর্প, কোথাও মৎস্য, কোথাও নৌকা, কোথাও শকট, কোথাও বৃক্ষ ইত্যাদিদ্বারা আকাশ ছাইয়া আছে। ঋগ্বেদের ঋষিগণ তারাদ্বারা নানাবিধ রূপ কল্পনা করিতেন। পৌরাণিক কল্পিত আকার অবলম্বন করিয়া উপাখ্যান রচনা করিতেন। কয়েকটি তারার যোগে কল্পিত আকারকে নক্ষত্র (constellation) বলি।

কালপুরুষ নক্ষত্র আমরা সকলেই চিনি। ইহাতে ১৩টি তারা সহজেই প্রত্যক্ষ হয়(চিত্র ৭)। ইহাকে শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহে ভোর ৪ টায়, আশ্বিন মাসের প্রথম সপ্তাহে রাত্রি ১২টায় এবং অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে রাত্রি ৮টায় উদিত হইতে দেখা যায়। কালপুরুষের ১৩টি তারা লইয়া বহুবিধ আকার কল্পিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে এই নক্ষত্রই রুদ্রের প্রতিমা। সেখানেই ইনি স্বর্গীয় বরাহ (চিত্র ৮)। এই বরাহ দিব্য-বরাহ, শ্বেত-বরাহ, যজ্ঞ-বরাহ। তিনি আরণ্য পশু তুল্য ভীম (ভয়ঙ্কর)। কালপুরুষের সংস্কৃত নাম মৃগনক্ষত্র। মৃগের মস্তকে তিনটি ছোট ছোট তারা ত্রিকোণাকারে

(৭) কালপুরুষ নক্ষত্র

আছে (মৃগশিরা)। চারি পদে চারিটি তারা উজ্জ্বল ; সম্মুখ পদের পূর্বদিকের তারা তাম্রবর্ণ (আর্দ্রা)। কটিতে তিনটি এক তির্যক রেখায় (ইল্বকা) ; পুচ্ছে তিনটি, মধ্যেরটি এক নভস্ত (Nabula), শুভ্র মেঘখণ্ডবৎ। এই ১৩টি তারায় মৃগের ও বরাহের দেহ গঠিত হইয়াছে। (চিত্র ৯)।

(৮) বরাহ

সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবী জলমগ্ন ছিল। কৃষ্ণ যজুর্বেদে আছে, প্রজাপতি বরাহ-রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে জল হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন। এখন ইহার অর্থ বুঝিতে হইবে। জল কি, পৃথিবী কি, বরাহ কেমন করিয়া পৃথিবী উত্তোলন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হইবে।

নক্ষত্র-খচিত আকাশকে ঋষিগণ স্বর্গ বলিতেন। কেমনে স্বর্গ শূন্যে রহিয়াছে ? ঋষিগণ বলিতেন, বল-শালী ইন্দ্র স্বর্গকে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহারা বিষ্ণুর মহিমার পার দেখিতে পান নাই (ঋ ৭। ৯৯)। "তিনি বৃহৎ স্বর্গকে ঊর্ধ্বে ধারণ করিয়া আছেন। তিনি সর্বত্রস্থিত ময়ুখ (খোঁটা) দ্বারা এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন।"

মূলে 'পৃথিবী' শব্দ আছে। এই স্থিরা পৃথিবীকে ধারণ করিবার কথা উঠিতে পারে না। এই পৃথিবী শূন্যেও নাই। ঋষিগণ নীল নভোমণ্ডলকে সমুদ্র বলিতেন। পার্থিব সমুদ্র যেমন নীল, আকাশ-সমুদ্রও তেমন নীল। এই আকাশ-সমুদ্র অর্ণব, মহার্ণব। এই অর্ণব তরণ করে বলিয়া তারার নাম তারা হইয়াছে। যেমন সমুদ্র দুইটি, একটি মর্ত্যলোকে, অপরটি স্বর্গলোকে, যেমন সরস্বতী দুইটি, একটি মর্ত্যলোকে (নদী) অপরটি স্বর্গলোকে (স্বর্গঙ্গা), তেমন পৃথিবীও দুইটি, একটি মর্ত্যলোকে, অপরটি স্বর্গলোকে। ঋগ্বেদের পৃথিবী সূক্তে (ঋ ৫। ৮৪) এক ঋষি বলিতেছেন,— "হে বিচিত্রগমনশালিনি ! স্তোতৃগণ গমনশীল স্তোত্র-

দ্বারা তোমার স্তব করেন। হে অর্জুনি! তুমি শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় বারিপূর্ণ মেঘকে উৎক্ষিপ্ত কর।"
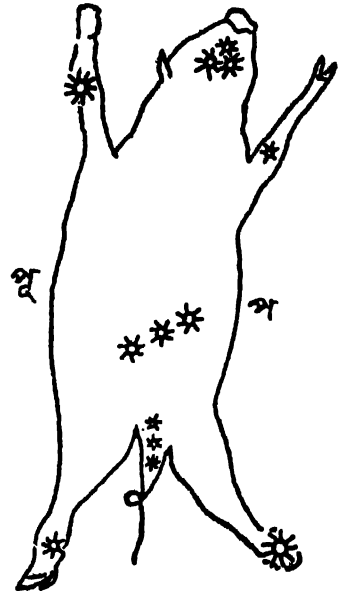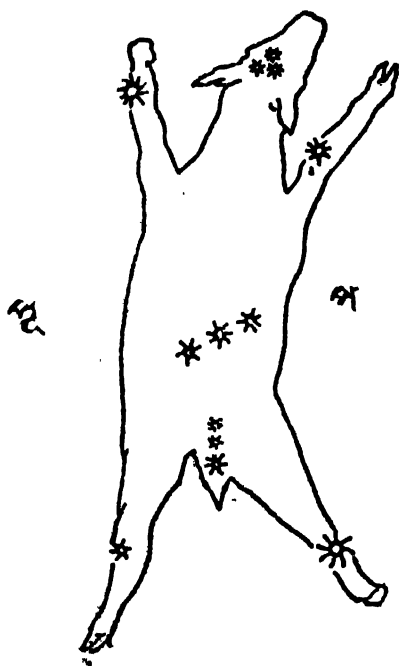
(১) মৃগ-নক্ষত্র

বলা বাহুল্য এই পৃথিবী গমনশীলা নহে, স্থিরা। অর্জুনী অর্থাৎ শ্বেতবর্ণা নহে, এখানে মেঘ-গর্জনও শুনিতে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষায় গো শব্দের এক অর্থ পৃথিবী; কিন্তু এই পৃথিবী গমন করে না, গো নাম পাইতে পারে না। এই গো নক্ষত্র-শোভিত নভোমণ্ডল বা স্বর্গ। বিষ্ণু ইহাকেই ধারণ করিয়া আছেন, নচেৎ পড়িয়া যাইত। ভূ-মণ্ডল বিস্তীর্ণা, এই হেতু পৃথিবী। স্বর্গ-পৃথিবী গো, এই হেতু মর্ত্য-পৃথিবীও গো নাম পাইয়াছে।

যিনি প্রজা সৃষ্টি, পালন ও সংহার করেন, তিনি প্রজাপতি, কালরূপ। বিষ্ণু চরিষ্ণু সূর্য; যে সূর্য বর্ষচক্র পরিভ্রমণ করিতেছেন, পর্যায়ক্রমে ঋতু আনয়ন করিতেছেন, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা দ্বারা প্রজাপালন করিতেছেন। অতএব বিষ্ণু প্রজাপতি, আর বিষ্ণু বর্ষপতি। তিনি বৎসরের ও ঋতুর আরম্ভ দেখাইতেন। সে সময়ে যজ্ঞ হইত বলিয়া তিনি যজ্ঞপতি, যজ্ঞেশ্বর (বামনাবতারে বর্ণিত হইবে)। প্রতি বৎসর সূর্য কালপুরুষ নক্ষত্র দিয়া গমন করিতেছেন, কিন্তু সূর্য ও নক্ষত্র একদা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই কারণে সূর্যোদয়ের পূর্বে কিম্বা সূর্যাস্তের পরে দেখা হইত। যেদিন সূর্যোদয়ের পূর্বে দিব্য বরাহকে উদিত হইতে দেখা যাইত, সেদিন প্রাতে যজ্ঞ হইত; এই হেতু দিব্য-বরাহের নাম যজ্ঞ-বরাহ হইয়াছিল। প্রজাপতি বিষ্ণু স্বর্লোকে, বরাহ স্বর্লোকে; অতএব বলিতে পারি, যে পৃথিবী উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহাও স্বর্লোক বা স্বর্গ।

শূন্যপ্রান্তরে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে মনে হয়, আকাশ চারিদিকে এক বৃত্তে পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়াছে। এই বৃত্ত দিক্‌চক্র। আকাশ নভোমণ্ডল, সমুদ্র, মহার্ণব। চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র পূর্ব সমুদ্র হইতে উত্থিত হইয়া থাকেন; পশ্চিমসমুদ্রে নিমগ্ন হইলে আমরা বলি অস্ত। দিব্য-বরাহের উদয়কালে মনে হয় যে ভূ-পৃথিবী হইতে উত্থিত হইতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য স্বয় পৃথিবীকে উপরে তুলিতেছেন। ইহাই পৌরাণিক উপাখ্যানের অর্থ।

কোন্ ঋতুতে পৃথিবী উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা বৈদিক গ্রন্থে বা পুরাণে লিখিত নাই। রুদ্রদেবের ঋগ্‌বেদোক্ত বিবরণ হইতে মনে হয়, বসন্ত ঋতুতে লক্ষিত হইয়াছিল। কারণ, সে ঋতুর আরম্ভে সূর্যোদয়ের পূর্বে উদয় হইত, অন্য ঋতুতে হইতে পারিত না। এখন বসন্ত ঋতুতে ৭ই চৈত্র দিবা-রাত্রি সমান হয় এবং সূর্যের নিকটবর্তী নক্ষত্রের উদয় ৫টায় হয়। ইহা ধরিয়া একটি মোটামুটি হিসাব করিতেছি। বর্তমানে আষাঢ় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের অন্তে ভোর ৫টার সময় মৃগ নক্ষত্রের উদয় হয়। আমরা জানি, মাস স্থির আছে, ঋতু পিছাইয়া আসিতেছে। ২০০০ বৎসরে ১ মাস পিছায়। এখন আষাঢ় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের অন্তে যেমন ভোর ৫টায় মৃগনক্ষত্রের উদয় দেখিতেছি, তখন চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহের অন্তে তেমন দেখা যাইত। অতএব চৈত্রের ৩, বৈশাখের ৪, জ্যৈষ্ঠের ৪, ও আষাঢ়ের ২ সপ্তাহ, একুনে ৩ মাস ১ সপ্তাহ ঋতু পিছাইয়াছে। অতএব ৬৫০০ বৎসর পূর্বের ঘটনা। মোটামুটি খ্রীঃ পূঃ ৪৫০০ অব্দের কথা।

ঋগ্‌বেদে আছে, সৃষ্টির পূর্বে বিশ্বভুবন সলিলময় ছিল। পরে দেবতারা উৎপন্ন হইলেন। এই সূত্র ধরিয়া পৌরাণিক লিখিয়াছেন, সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবী জলমগ্ন ছিল। বিষ্ণু বরাহরূপ ধরিয়া দংষ্ট্রার দ্বারা পৃথিবী উত্তোলন করিয়াছিলেন। পৃথিবী বিস্তীর্ণা, এই হেতু জলের উপর ভাসিতে লাগিল, ডুবিল না। তারপর সৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ঋগ্‌বেদের ঋষির উক্তির অভিপ্রায় এই,— এক সময়ে চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র ছিল না, তখন মাত্র মহার্ণব ছিল, অর্থাৎ ত্রিভুবন নীল শূন্য আকাশ মাত্র ছিল। তখন জ্যোতিঃ পদার্থ ছিল না। পরে বরাহ অর্থাৎ মৃগনক্ষত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদে এই নক্ষত্র দক্ষ। দক্ষ হইতে আদিত্যগণ জন্মিয়াছিলেন। এই সৃষ্টিক্রম মৎস্যাবতারে দেখা যাইবে। আকাশ-সমুদ্রের সলিল বা অপ্ পার্থিব জল নয়।

পাঁজিতে লিখিত আছে, বর্তমানে শ্বেতবরাহ-কল্প চলিতেছে। কল্প এক কাল-সংখ্যা। সে সংখ্যার নাম ব্রহ্মার দিবস। শ্বেতবরাহ-কল্প, যে স্বর্গীয় বরাহ হইতে সৃষ্টির আরম্ভ হইয়াছে। সৃষ্টির কাল-সংখ্যা করিতে হইলে অর্থাৎ কত বৎসর পূর্বে সৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তর করিতে হইলে নিশ্চয় বহু বৎসর গণিতে হইবে। বর্তমান কালে বৈজ্ঞানিকেরাও গণিয়াছেন। পাঁজির অনুমানে ও বৈজ্ঞানিকের অনুমানের ঐক্য হইবে, এমন কথা নাই। উভয়ের অভিপ্রায় একই, এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে। যদি একটা বৃহৎ পরিমাণ বলিতে হয়, কত শূন্য বসাইবে? এই অসুবিধা দূর করিতে ছোট জিনিস মাপিবার মাপকাঠি বা মিতি (unit) ত্যাগ করিয়া বড় মিতি গ্রহণ করা আবশ্যক হয়। পূর্বকালে আমাদের দেশের জ্যোতিষীরা কাল-সংখ্যার বিবিধ মিতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আধুনিক জ্যোতির্বেত্তারাও প্রয়োজনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মিতি ব্যবহার করেন। এদেশে দিবস, বৎসর, যুগ পরিমাণের দুইটা মান বহু প্রচলিত ছিল। একটার নাম মানুষ-মান, অপরটির নাম দৈব-মান। মানুষ-মান দ্বারা মানুষের ব্যবহারোপযোগী কাল গণিত হইত। বৃহৎ কাল-সংখ্যার নিমিত্ত দৈব-মানের প্রয়োজন হইয়াছিল। আমাদের এক বৎসর, দৈব একদিন। আমাদের ৩৬০ বৎসর দৈব এক বৎসর, ইত্যাদি। পাঁজিতে যে সব যুগ-পরিমাণ লিখিত হয়, সে সব দৈব। এই কথা মনে না রাখাতেই অনর্থ হইয়াছে।

আমি উপরে মানুষ-মান দ্বারা শ্বেত-বরাহের কাল গণনা করিয়াছি। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারি যুগ দ্বারা সে কাল ব্যক্ত করিতে পারা যায়। এক প্রকার যুগ গণনায় প্রত্যেক যুগের পরিমাণ ১০০০ মানুষ বৎসর ছিল। চারিযুগে ৪০০০ মানুষ বৎসর। এই মতে খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে কলিযুগের, ২৫০০ অব্দে দ্বাপরের, ৩৫০০ অব্দে ত্রেতার, ৪৫০০ অব্দে সত্যযুগের আরম্ভ হইয়াছিল। এই কলি যুগের আরম্ভে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। দ্বাপরের আরম্ভে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে এক বেদ বিভক্ত হইয়া চারি স্বতন্ত্র বেদ হইয়াছিল। অন্য গণনার সহিত এই কলি ও দ্বাপরের আরম্ভকাল মিলিয়াছে। পুরাণ-মতে ত্রেতা যুগে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ হইতে ২৫০০ অব্দে ঋকমন্ত্রসমূহ সংগৃহীত হইয়াছিল। আমার মতেও এই সহস্র বৎসর ঋগ্বেদের অন্তিমকাল। এই তিনের ঐক্য দেখিয়া সত্য যুগের আরম্ভকাল খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০০ অব্দ ঠিক বলিয়া মনে হয়।

কূর্ম-অবতার

বরাহ ও কূর্ম-অবতারের মূল একই। যখন পৃথিবী সলিলমগ্ন ছিল, তখন বিষ্ণু কূর্ম-রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীকে জলের উপরে স্থির রাখিয়াছিলেন। এই কল্পনার মূল শুক্ল যজুর্বেদে ও অথর্ববেদে আছে। সেখানে কূর্মের নাম কশ্যপ। কশ্যপ শব্দের অর্থ কচ্ছপ। অথর্ববেদে কচ্ছপ স্বয়ম্ভূ। তিনি প্রজাপতি। তাঁহা হইতে যাবতীয় জীবের উৎপত্তি হইয়াছে।

যে তেরটি তারা দ্বারা মৃগনক্ষত্রের দেহ গঠিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা কচ্ছপের আকারও হইয়াছে (চিত্র ১০)। পুরাণে কশ্যপ এক ঋষি। মহাভারতের আদিপর্বে দক্ষের পঞ্চাশ কন্যা ছিলেন। তিনি চন্দ্রকে নক্ষত্রনাম্নী সাতাইশটি, কশ্যপকে তেরটি ও ধর্মকে দশটি দান করিয়াছিলেন।

(১০) কূর্ম

যদি চন্দ্রের পত্নী তারারূপিণী হয়, তাহা হইলে কশ্যপ ও ধর্মের পত্নীও তারারূপিণী বলিতে হইবে। মৃগনক্ষত্রে তেরটি তারা গণিয়াছি। কূর্মেও সেই তেরটি দেখিতেছি, পরে মৎস্য-অবতার প্রকরণে দেখিব শিশুমাররূপী ধর্মেও দশটি তারা সহজে প্রত্যক্ষ হয়। অতএব কালপুরুষ নক্ষত্রই কশ্যপ ঋষি। তারা গণিয়া পত্নীর সংখ্যা হইয়াছে। কশ্যপের অদিতি পত্নীর গর্ভে আদিত্য দেবগণের এবং দিতি পত্নীর গর্ভে দৈত্যগণের, দনু পত্নীর গর্ভে দানব দিগের জন্ম হইয়াছে। ইহারা অবশ্য স্বর্গলোকে বাস করেন। কশ্যপের গন্ধর্ব অপ্সরা পশু পক্ষী সর্প বৃক্ষ প্রভৃতি অপরাপর সন্তানও স্বর্গলোকের, একটিও ভূলোকের নয়। এই তত্ত্ব না জানাতেই বেদের অনেক অংশ ও পুরাণের বহু উপাখ্যান দুর্জ্ঞেয় হইয়া রহিয়াছে। দ্রষ্টব্য, কশ্যপের সন্তানের মধ্যে মানুষ নাই। মানুষ মানব, মনুর সন্তান কেবল এই ভূলোকেই আছে। স্বর্গলোকে পিতৃগণ থাকেন।
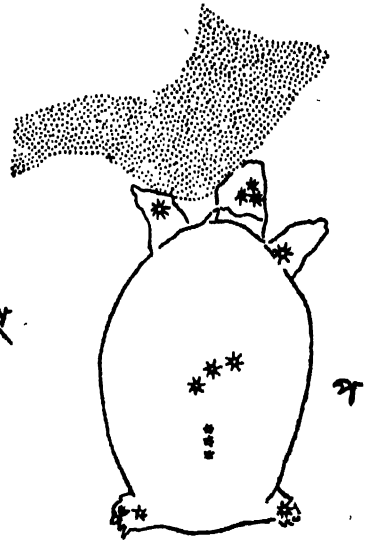
পুরাণে বিষ্ণুর কূর্ম-রূপ ধারণের প্রয়োজন অন্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সত্য-যুগে দেবাসুর মিলিত হইয়া দুগ্ধ-সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। মন্দর পর্বত মন্থান (মন্থন যষ্টি), সর্পরাজ অনন্ত বাসুকি নেত্র (মন্থন রজ্জু) হইয়াছিল। বিষ্ণু কূর্ম-রূপ ধারণ করিয়া মন্থানের অধিষ্ঠান হইয়াছিলেন। এই রূপকে স্বর্-গঙ্গা ক্ষীর-সমুদ্র, বাসুকি রবিপথ-বৃত্ত, মন্দর পর্বত ইহার অক্ষ। সমুদ্র-মন্থনে উৎকট কল্পনার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে। সমুদ্র-মন্থন জ্যোতিষিক ব্যাপার। এখানে সে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

মৎস্য-পুরাণে প্রতিমার লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। সেখানে বিষ্ণুর কূর্ম, বরাহ, বামন, মৎস্য, নরসিংহ, এই পাঁচ অবতারের প্রতিমার লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, এককালে এই সব অবতারের পূজা হইত। প্রতিমা থাকিলে মন্দিরও ছিল বলিতে হইবে। এখনও ত্রিবাঙ্কুরে বামন-মন্দির বিখ্যাত আছে; বামন পূজাও তদ্দেশে প্রসিদ্ধ। এই পাঁচ অবতার বিষ্ণুর দিব্য অবতার। স্বর্গের ব্যাপারের নিমিত্ত বিষ্ণু এই সকল রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। মৃগনক্ষত্রই রূপান্তরে নৃসিংহমূর্তি। এই পাঁচের মধ্যে বেদে নরসিংহ-অবতার কল্পনার মূল নাই।

তৃতীয় প্রকরণ

বিষ্ণুর বামনাবতার

বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম, তিন পদক্ষেপ, তাঁহার প্রধান কীর্তি, ঋগ্‌বেদে বহুস্থানে উক্ত হইয়াছে। প্রাচীন ভাষ্যকারেরা ত্রিবিক্রম শব্দের দুই প্রকার অর্থ করিয়াছিলেন। (১) সূর্যের উদয়-স্থানে, মধ্যগগন স্থানে, অস্ত-গমনস্থানে; (২) পৃথিবীতে, অন্তরীক্ষে, স্বর্গে, এই তিন স্থানে তিন পদক্ষেপ। কিন্তু এই দুই অর্থ স্বীকার করিলে পূর্ণিমার চন্দ্র ও উদীয়মান নক্ষত্রকেও ত্রিবিক্রম বলিতে হয়, কারণ ইহাদেরও তিন স্থান আছে সকলেরই প্রত্যক্ষ হয়। বস্তুতঃ বিক্রম শব্দের অর্থ পদ-ক্ষেপ, পদ নহে। তিন স্থান পাইলে দুই পদ-ক্ষেপ হইতে পারে, তিন হইতে পারে না। ঋগ্‌বেদের বহু বহু কাল পরে ভাষ্য রচিত হইয়াছিল, তখন ঋগ্‌বেদের মন্ত্রের তাৎপর্য দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের বহুপূর্বে যজুর্বেদের কালে (খ্রী-পূ ২৫০০ অব্দ) ত্রিবিক্রম উপাখ্যানের বিষয় হইয়াছিল। এখানে সহজ অর্থ করা যাইতেছে।

সূর্য বিষ্ণুর স্বরূপ। ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ বলিতেন, "সূর্যের ত্রিবিধ রশ্মিদ্বারা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, উৎপন্ন হয়।" (৫।৪৭।৪)। "তিনি স্বর্গ মধ্যে নিহিত বিভিন্ন-বর্ণ 'অশ্ম' (প্রস্তর খণ্ড) স্বর্গলোক পরিক্রমণ করেন।" (৬।৪৭।৩)। কিন্তু সূর্যের দৈনিক পরিক্রমণদ্বারা শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা ভেদ হয় না। সূর্য ঋতুবিধান করেন, কিন্তু একদিনে করেন না, এক সম্বৎসরে করেন। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র সকলেই পূর্বদিকে উদিত ও পশ্চিমদিকে অস্তগত হয়, কিন্তু চন্দ্র-সূর্যের বিশেষ গতি আছে। এক রাত্রির মধ্যেই চন্দ্রকে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে, তারার পাশ দিয়া অগ্রসর হইতে দেখি। সেইরূপ, সূর্যেরও পূর্বদিকে গতি আছে। এই গতি ব্যতীত তাঁহার উত্তর-দক্ষিণে গতি আছে। ঋষিগণ এই দুই গতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সূর্যের যে শক্তি দ্বারা এই দুই গতি হয়, যাহার ফলে ছয় ঋতু পর্যায়-ক্রমে চলিয়াছে এবং পৃথিবী মনুষ্যের বাসোপযোগী হইয়াছে, সে শক্তির নাম বিষ্ণু। চরিষ্ণু সূর্য সে শক্তির আধার। যেমন, এক রামচন্দ্র কভু দশরথ-নন্দন, কভু সীতাপতি, কভু রাবণারি, কভু অযোধ্যাপতি, সূর্যও তেমন গুণ ও কর্ম ভেদে নানা নাম পাইয়াছিলেন। সূর্য কভু সবিতা, কভু মিত্র, কভু বরুণ, কভু

ইন্দ্র ইত্যাদি নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। সবিতা শীত ঋতুর, মিত্র গ্রীষ্মের, বরুণ বর্ষার, ইন্দ্র বৃষ্টির কর্তা।

সূর্যের স্বগতি সহজে প্রত্যক্ষ হয়। দেখা যায়, মধ্যাহ্ন কালে সূর্য (পঞ্জাবে) কখনও মাথার নিকটে আসেন, কখনও বহুদূরে থাকেন। ১০।১৫ দিন অন্তর দূরস্থ দিক্‌চক্রে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত দেখিতে থাকিলে তাঁহাকে উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমনাগমন করিতে দেখা যায়। উত্তর-দক্ষিণে গমনের সীমা আছে, যেন সেখানে দুই কীলক প্রোথিত আছে, সূর্য অতিক্রম করিতে পারেন না। দোলায় শিশু যেমন দোল খায়, সূর্যেরও সেইরূপ দোলন দেখা যায়। উত্তর ও দক্ষিণ কাষ্ঠায় (সীমায়) সূর্যকে দিন কয়েক নিশ্চল বোধ হয়। সূর্য গতির দিক্ পরিবর্তন করেন। সূর্য উত্তর কাষ্ঠায় আসিলে, ইন্দ্র বৃষ্টি দান করেন, তখন বরুণের অধিকার আরম্ভ হয়। ঋগ্‌বেদে আছে, ইন্দ্র সূর্যের রথ-চক্র হরণ করিয়াছিলেন (১।১৭৫।৪; ৪।৩০।৪) এবং বরুণ সূর্যকে হিরণ্ময় দোলা করিয়াছিলেন (৭।৮৭।৫)। বৃষ্টি ব্যতীত কৃষিকর্ম হয় না। বর্তমান কালে যেমন ঋগ্‌বেদের কালেও তেমন, পঞ্জাব-নিবাসী আর্যেরা বৃষ্টির অভাব ভোগ করিতেন। তাঁহারা ইন্দ্রদেবের নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করিতেন। বিষ্ণু দক্ষিণায়নাদিতে আসিলে বৃষ্টি হইত, না আসিলে হইত না। এই কারণে বেদে বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা। ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন, বিষ্ণু উত্তর কাষ্ঠায় আসিলে বর্ষা আরম্ভ হয়। বিষ্ণু দক্ষিণ কাষ্ঠায় আসিলে হিম (শীত) ঋতুর আরম্ভ হয়। সবিতার অধিকার আরম্ভ হয়। সবিতা জলশোষক (১।২২।৫)।
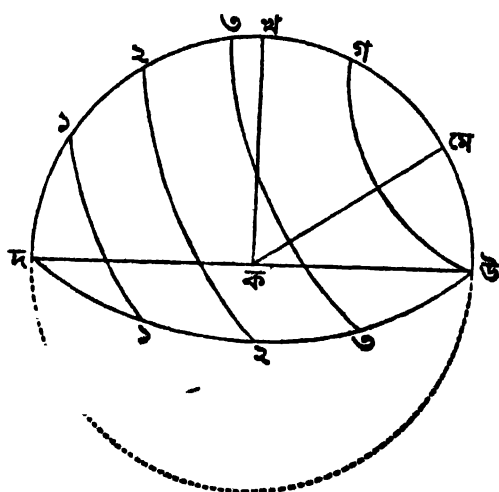
(১১) সূর্যের বার্ষিক গতি

সূর্যের দক্ষিণ কাষ্ঠা হইতে উত্তর কাষ্ঠায় যাইতে ১৮০ দিন লাগে, উত্তর

কাষ্ঠা হইতে দক্ষিণ কাষ্ঠায় যাইতেও ১৮০ দিন লাগে, বৎসরে ৩৬০ দিন। উত্তর ও দক্ষিণ কাষ্ঠার মধ্যস্থলে পূর্ববিন্দু। এক ঋষি বলিতেছেন (৭।৯৯।২), "হে বিষ্ণু! তুমি পৃথিবীর পূর্বদিক্ ধারণ করিয়া আছ।" 'পূর্বদিক' বিশেষ করিয়া পূর্ববিন্দু বুঝাইতেছে। পূর্ববিন্দু হইতে উত্তর ও দক্ষিণ কাষ্ঠায় যাইতে আসিতে ৯০+৯০+৯০+৯০=৩৬০ দিন লাগে। (চিত্র ২৮)

অতএব বিষ্ণুর তিনটি পদ (স্থান) দিকৃচক্রে প্রত্যক্ষ হয়। ঋ, ১।১৫৫।৬ মন্ত্রে ইহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। যথা—

চতুর্ভিঃ সাকংনবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীঁরবীবিপৎ।

[ব্যতীন্ বিবিধান্ স্বভাবান্ অবীবিপৎ কম্পয়তি ভ্রময়তি—সায়ণ] বিষ্ণু গতি-বিশেষ দ্বারা বিবিধ স্বভাববিশিষ্ট চারি নামের নবতিকে (নব্বই দিবসকে) চক্রের ন্যায় বৃত্তাকারে চালিত করিয়াছেন, অর্থাৎ চারি নব্বই দিবসে বিভক্ত বর্ষচক্রকে ভ্রমণ করাইয়াছেন (চিত্র ১২)। ঋষিগণ বৎসরকে চক্রের সহিত তুলনা করিতেন, সে চক্রে ৩৬০ অর [অকারান্ত] আছে। চারি নামে, অর্থাৎ চারি ঋতু নামে, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা হেমন্ত নামে, বৎসর বিভক্ত করিতে পারা যায়। (সায়ণ ৪+৯০=৯৪ কাল-অবয়ব গণিয়াছেন। সে গণনার প্রমাণ দেন নাই।)

আকাশে বিষ্ণুর সে চারি পদ (স্থান) কোথায়? দিবাভাগে নভোমণ্ডলে সূর্য ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু রাত্রিকালে অগণ্য নক্ষত্র দ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন দেখায়। সূর্য ও নক্ষত্র একত্রে দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না, কিন্তু উষার পূর্বে কিংবা সন্ধ্যার পরে সূর্যোদয় কিংবা সূর্যাস্ত স্থানে অথবা সন্নিকটে যে যে নক্ষত্রের উদয় ও অস্ত হয়, তদ্দ্বারা সূর্যের পথ চিহ্নিত করিতে পারা যায়। নিরীক্ষণ করিবার অভ্যাস হইলে বলিতে পারা যায়, কোন্ দিন সূর্য কোন্ নক্ষত্রের নিকট ছিল। এইরূপে ঋষিগণ সূর্যের পথ চিনিয়াছিলেন এবং নক্ষত্রদ্বারা চারি বিষ্ণুপদ যুক্ত করিয়াছিলেন। প্রাচীন
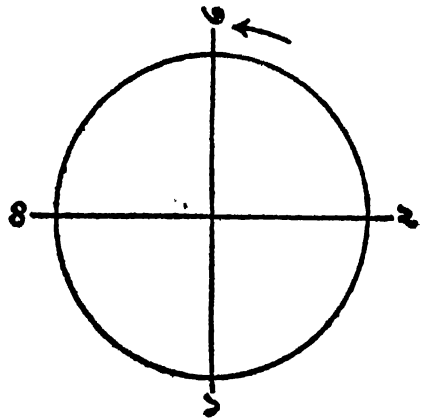
(১২) বর্ষচক্র

মিশরবাসী ও বেবিলনবাসী এই ক্রমেই বৎসরের দিন সংখ্যা ও ঋতু নিরূপণ করিত। ঋষিগণও এইরূপে বৎসরে ৩৬০ দিন ও চারি বিষ্ণুপদ নির্ণয় করিয়াছিলেন। যেদিন সূর্য উত্তর কাষ্ঠায়, সেদিন সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে তৎ-সন্নিকটে কোন্ নক্ষত্রের উদয় হইল, যেদিন মধ্য বিন্দুতে এবং যেদিন দক্ষিণ কাষ্ঠায়, সে সে দিন কোন্ কোন্ নক্ষত্রের উদয় হইল, তাহা সহজে নিরূপণ করিতে পারা যায়। যে রাত্রে মধ্য কাষ্ঠার নক্ষত্র মধ্য আকাশে সে রাত্রে উত্তর কাষ্ঠার নক্ষত্র পূর্ব দিক্‌চক্রের নিকটে এবং দক্ষিণ কাষ্ঠার নক্ষত্র পশ্চিম দিক্‌চক্রের নিকটে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনটি পদে দুই বার পদক্ষেপ হয়, তিন বার হয় না, চারি পদ না পাইলে তিন পদক্ষেপ হইতে পারে না। ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন (১।১৫৫।৫), "মনুষ্যগণ বিষ্ণুর দুই পদক্ষেপ কীর্তন করে, তাঁহার তৃতীয় পদক্ষেপ ধারণা করিতে পারেনা।" (ঠিক কথা—কারণ চারিটি পদ একত্রে দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না, চতুর্থ পদ বিপরীত আকাশে থাকে।) সেখানে বিষ্ণু শিপিবিষ্ট। ঋগ্‌বেদে (৭।১০০) সূক্তে বসিষ্ঠ ঋষি বলিতেছেন,

৫। "হে শিপিবিষ্ট! অদ্য আমরা স্তুতির স্বামী ও জ্ঞাতব্য অবগত হইয়া তোমার সেই প্রসিদ্ধ বিখ্যাত নাম কীর্তন করিব। তুমি প্রবৃদ্ধ, আমি অবৃদ্ধ হইলেও তোমার স্তুতি করিব, যেহেতু তুমি রজোলোকের পারে বাস কর।"

৬। "হে বিষ্ণু! আমি শিপিবিষ্ট এই যে নাম বলিতেছি ইহা প্রখ্যাপন করা কি তোমার উচিত? তুমি সংগ্রামে অন্যরূপ ধারণ করিয়াছ, আমাদের নিকট হইতে তোমার শরীর লুক্কায়িত করিও না।"

শিপিবিষ্ট নামটি কুৎসিতার্থ। প্রশংসনীয় স্তুতিযোগ্য বিষ্ণুর প্রতি সে অর্থ প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠিত হইয়া যাস্ক ও পরবর্তী ভাষ্যকারেরা শিপিবিষ্ট নামের অর্থান্তর করিয়াছেন। এখানে সে সব তর্ক না তুলিয়া বলা যাইতে পারে, বিষ্ণু অদৃশ্য বা লুক্কায়িত থাকেন, তিনি রজোলোকের পারে অর্থাৎ এই অন্তরীক্ষের সে-পারে থাকেন।*

অতএব বিষ্ণুর চারিটি পদ পাইতেছি। তিনি পদবিক্ষেপ দ্বারা বিশ্বভুবন

---

* মহামতি টিলক তাঁহার *Arctic Home in the Vedas* পুস্তকে শিপিবিষ্ট নামের আলোচনা করিয়াছেন। মেরু নিকটস্থ দেশে সূর্যের উদয় কয়েক মাস হয় না। তিনি মনে করিয়াছিলেন শিপিবিষ্ট সে সময়ের সূর্য। আমি উপরে যে অর্থ করিয়াছি, সে অর্থ তাঁহার মনে আসে নাই।

পালন করিতেছেন। যেখান হইতে আরম্ভ করি, তিন প্রকার পদক্ষেপ দ্বারা রবিপথ আক্রান্ত হয়। (চিত্র ৩৩ পশ্চ)। ঋগ্‌বেদ (১।২২।১৭) বলিতেছেন, "বিষ্ণু 'ত্রিধা' তিন প্রকারে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন।"

বিষ্ণুচক্রের চারি পদ বলিতেছি, সে সে পদ কোথায় ? ঋগ্‌বেদ বলিতেছেন (৫।৩।৩), "হে রুদ্র ! তোমার জন্য অতি বিচিত্র ও মনোহর বিষ্ণুর অগম্য পদ স্থাপিত হইয়াছে।" এখানে তোমার 'জন্য' না বলিয়া তোমার স্থানে কিম্বা তোমাতে বলিলে অর্থ আরও স্পষ্ট হয়। কালপুরুষ মৃগ নক্ষত্র ঋগ্‌বেদে এই নক্ষত্রকে ভীম মৃগ বলা হইয়াছে। মৃগ আরণ্য পশু। ভীম মৃগ ভয়ানক আরণ্য পশু, যেমন সিংহ, বন্যবরাহ, বন্যমহিষ। বিষ্ণুর এক পদ মৃগ নক্ষত্রে, তাহা ঋগ্‌বেদের (১।১৫৪।২) মন্ত্রে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে। যথা—

প্রতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ।
যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমণেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা॥

সেই বিষ্ণু স্তুত হয়েন, যিনি বীর্যদ্বারা ভীম মৃগ, যিনি কুচর ও যিনি গিরিষ্ঠ, যাঁহার বিস্তীর্ণ তিন পাদক্ষেপে ত্রিভুবন অবস্থিতি করে।

সায়ণ ভাষ্যে ভীম মৃগ, কুচর, গিরিষ্ঠ, এই তিন বিশেষণের নানাবিধ অর্থ লিখিত হইয়াছে। রমেশ দত্ত মহাশয় অনুবাদ করিয়াছেন, "যেহেতু বিষ্ণুর তিন পদক্ষেপে সমস্ত ভুবন অবস্থিতি করে, অতএব ভয়ংকর, হিংস্র, গিরিশায়ী আরণ্য জন্তুর ন্যায় বিষ্ণুর বিক্রম লোকে প্রশংসা করে।"

সায়ণ ভাষ্যদ্বারা কিংবা এই অনুবাদ দ্বারা বিষয়-জ্ঞান হইতেছে না। তিনি কভু ভীমমৃগ, কভু কুচর, কভু গিরিষ্ঠ। তিনটি বিশেষণ দ্বারা বিষ্ণুর তিনটি পদ বুঝাইতেছে। এক পদ ভীম মৃগে অর্থাৎ মৃগ নক্ষত্রে, এক পদ কুচরে অর্থাৎ নিম্নস্থানে (দক্ষিণ কাষ্ঠায়), আর এক পদ গিরিতুল্য উন্নত স্থানে (উত্তর কাষ্ঠায়)। তিন বিশেষণ পৃথক না বুঝিলে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম বুঝিতে পারা যায় না।

বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম সূর্যের বার্ষিক গতি। বর্ষচক্রে চারিটি বিশেষস্থান আছে। সে চারিটি বিষ্ণুপদ। দুই অয়নাদি, দুই বিষুবপাত। প্রথম পদ পশ্চিম দিকচক্রের সম্মুখস্থ উত্তরায়নাদি স্থান, দ্বিতীয় পদ আকাশের দক্ষিণোত্তর রেখায় বাসন্তবিষুব স্থান, তৃতীয় পদ পূর্ব দিক্‌চক্রের সম্মুখস্থ দক্ষিণায়নাদি স্থান, এবং চতুর্থপদ পৃথিবীর নিম্নের আকাশে শারদ বিষুব স্থান। অবশ্য চারিপদ একদা

দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। পঞ্জাবে রবিপথ মাথার দক্ষিণে থাকে। সেখানে বিষ্ণুকে বামাবর্তে পাদক্ষেপ করিতে দেখা যায়।

ঋগ্‌বেদে কোন্ কালের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা সহজে বলিতে পারা যায়। কারণ সেকালে মৃগ নক্ষত্রে বাসন্ত বিষুবপাত হইতে পারিত, অন্য দুই পদ থাকিতে পারিত না, ইহা গণিতদ্বারা জানিতেছি। আনুষঙ্গিক প্রমাণও পাইতেছি। তদবধি মৃগ নক্ষত্রের মস্তকস্থিত তারা হইতে বাসন্ত বিষুবপাত প্রায় ৮৩° অংশ (ডিগ্রি) পশ্চিম দিকে সরিয়া গিয়াছে। এক অংশ সরিতে ৭২।৭৩ বৎসর লাগে। পূর্বকালে ৭৩½ বৎসর লাগিত। অতএব ৮৩ × ৭৩½ = ৬১০০ বৎসর পূর্বের, অর্থাৎ ৬১০০ – ১৯৫০ = ৪১৫০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের ঘটনা। স্থূলতঃ বলিতে পারা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে বিষ্ণুর ত্রিবিক্রম লক্ষিত হইয়াছিল।

তৎকালে কোন্ নক্ষত্রে সূর্যের দক্ষিণায়ন, কোন্ নক্ষত্রেই বা উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত, তাহাও অক্লেশে বলিতে পারা যায়। কারণ বাসন্তবিষুবপাত হইতে ৯০° পূর্ব দিকে আসিলে দক্ষিণায়নাদি ও ৯০° পশ্চিম দিকে আসিলে উত্তরায়ণাদি অবস্থিত। এইরূপে জানা যায়, ফল্গুনী নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন এবং ভদ্রপদা নক্ষত্রে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। এই দুই নক্ষত্রের মধ্যস্থলে জ্যেষ্ঠা মূলা নক্ষত্রে শারদ বিষুব ঘটিত। পাঁজি দেখিলেও মৃগশিরা হইতে সপ্তম নক্ষত্রে পূর্বদিকে ফল্গুনী, পশ্চিম দিকে ভদ্রপদা এবং চতুর্দশ নক্ষত্রে মূলা জানা যায়। আশ্বিন মাসের মাঝামাঝি ভোর ৫টার সময় এবং ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি সন্ধ্যা ৭টার সময় আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মধ্য রেখায় মৃগনক্ষত্র দেখা যায়। পূর্বদিক্‌চক্রের নিকটে যমল-অর্জুন বৃক্ষের আকারে ফল্গুনী দেখা যায়। এইরূপ চৈত্র মাসের মাঝামাঝি ভোর ৫টার সময় এবং ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সন্ধ্যা ৭টায় মধ্যরেখায় বহু দক্ষিণে বৃশ্চিকের পুচ্ছ দেখা যায়। (বৃশ্চিক কাঁকড়া বিছা, বৃশ্চিকের পুচ্ছ মূলা নক্ষত্র।)

ঋগ্‌বেদের কালে চন্দ্রের সাতাইশ বা আঠাইশ নক্ষত্র নিরূপিত হয় নাই। তাহাদের নামও ছিল না। যে যে নক্ষত্রের প্রয়োজন হইত, যদ্দ্বারা চারি বিষ্ণুপদ জানিতে পারা যাইত, কেবল তাহাদের নাম পাওয়া যায়। কদাচিৎ তাহাদের নিকটস্থ নক্ষত্রেরও নাম পাওয়া যায়। আমরা যে যে নাম জানি, যে যে নক্ষত্র চিনি, ঋগ্‌বেদের কালে সে সে নাম ছিল না, নক্ষত্রের আকার-কল্পনাতেও

প্রভেদ ছিল। এইসব নক্ষত্র দীপ্তিমান। এই হেতু ইহাদিগকে দেবতা বলা হইত। (দিব্ ধাতু দীপ্তি।) আমরা যাহাকে মৃগ নক্ষত্র বলিতেছি তাঁহার নাম দক্ষ ছিল। ফল্গুনীর নাম অর্জুনী ছিল, কিন্তু ইহার আকার জানি না। গিরিষ্ঠ শব্দে যাহা গিরিতে জন্মে, এমন শ্বেত বৃক্ষ মনে হয়। অর্জুন বৃক্ষের বল্কল শাদা, ইহার শাখা তেমন হয় না। ফল্গুনীকে যমল অর্জুন বৃক্ষ মনে করা চলে। মূলার নাম নিঋর্তি ছিল। ইহা এক অসুর। ঋগ্‌বেদে এই অসুর নমুচি নামে নিহত হইয়াছিল। ইন্দ্র বধ করিয়াছিলেন। তাহাদের পুরী ছায়াপথে, সমুদ্রে। পুরাণে নিঋর্তি রাক্ষস, রাক্ষসেরা নদী কিংবা সমুদ্রের নিকটে বাস করিত। রাবণ বিখ্যাত রাক্ষস। ইহার পুরী সমুদ্রবেষ্টিত। বস্তুতঃ নিঋর্তিই দশ-মুণ্ড রাবণ। বলিদৈত্যও সেই। (পরে পশ্য)। নিঋর্তি শব্দ হইতে নৈঋর্ত কোণ নাম হইয়াছে।
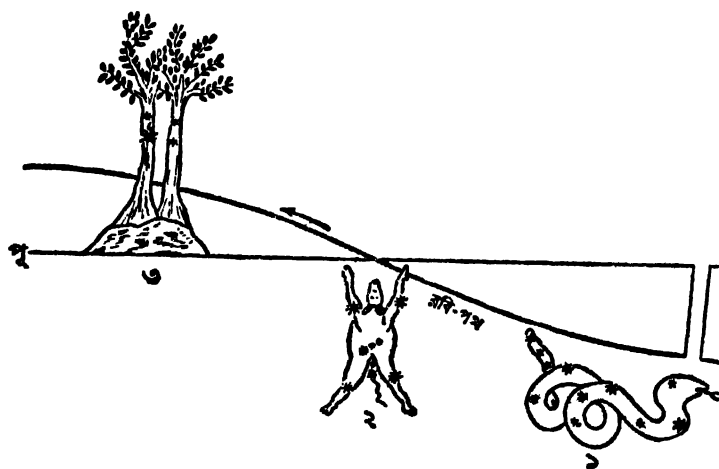
(চিত্র ১৩) ১—অহির্বুধ্ন্য (কুচর), ২—বন্যবরাহ (ভীমমৃগ), ৩—অর্জুনবৃক্ষ (গিরিষ্ঠ)

ভদ্রপদা নক্ষত্র, এই নামও ছিল না। বর্তমান জ্যোতিষে যে যে তারায় ভদ্রপদা কল্পিত হইয়াছে, সে সে তারাতেও ঋগ্‌বেদের কালের ভদ্রপদা গঠিত হয় নাই। ইহার নাম অহির্বুধ্ন্য ছিল। বুধ্ন্য গভীর গর্তের অহি সর্প (চিত্র ১৩)। দেখা যাইতেছে কুচর বিশেষণ সার্থক। নিম্নস্থানে গর্তে চরে যে। অহির্বুধ্ন্যের অহি, আর বৃত্র অহির কোন সম্বন্ধ নাই।

বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমের এই অর্থ স্মৃতি ও পুরাণে স্বীকৃত হইয়াছে। আমরা বিষ্ণুর দোল-যাত্রা জানি। ইহা ফল্গুনী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়। সে দিন সন্ধ্যার সময় বিষ্ণুমূর্তিকে দক্ষিণ মুখে রাখিয়া দোলায় স্থাপন করিয়া কয়েকবার দোলাইয়া দেওয়া হয়। অর্থাৎ সেদিন রবি দোলায় আরোহণ, দক্ষিণায়ন গতে উত্তরায়ণ আরম্ভ করিতেন। (এখন সেদিন করেন না, ৭ই পৌষ করেন। ইহাকে পৌষ শুক্ল সপ্তমী মনে করা যাইতে পারে।) সন্ধ্যাবেলা লোকে বহ্ন্যুৎসব (চাঁচর) করে। কোথাও মনুষ্যমূর্তি, কোথাও মেণ্ঢা (মেড়া) মূর্তি ভস্মীভূত হয়। লোকে বলে মেণ্ঢাসুর। প্রকৃত কথা মেণ্ঢা নয়, ছাগ। পূর্ণিমার দিন চন্দ্রের বিপরীত দিকে সূর্য থাকে। চন্দ্র ফল্গুনীতে, অতএব সূর্য ভদ্রপদায় থাকে। ইহারই ছাগ মূর্তি দগ্ধ হয়, রবি ভদ্রপদা অতিক্রম করিয়া উত্তরমুখী হয়।*

(চিত্র ১৪) ১—অহির্বুধ্ন্য ২—অজ একপাদ ৩—অপাংনপাৎ

* ভদ্রপদায় ছাগ কোথা হইতে আসিল? আমরা ইহার নিকটস্থ এক ছাগ জানি, সেটি গ্রীক জ্যোতিষীর শৃঙ্গবান্ ছাগ, ইংরেজী নাম Capricorn. ইহার আকার অদ্ভুত। শৃঙ্গবান্ ছাগ কিন্তু দ্বিপদ। পশ্চাতের দুইপদ মৎস্য-পুচ্ছ। ইহাই আমাদের জ্যোতিষে মকর নাম পাইয়াছে। বরাহ লিখিয়াছেন, মকর মৃগাস্য। বামনপুরাণ (অঃ ৫) লিখিয়াছেন, মকর মৃগাস্য বৃষস্কন্ধ গজ-নেত্র। কিন্তু মকরের চিত্রে ছাগের অবয়ব কিছুই নাই। যদি মকরকে ছাগই মনে করি, সে ছাগ অহির্বুধ্ন্য হইতে পশ্চিমে দূরে অবস্থিত। ৬০০০ বৎসর পূর্বে সেখানে উত্তরায়ণ হইতে পারিত না, অনেক পরবর্তীকালে (খ্রীঃ-পূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দে) হইত। ঋগ্‌বেদে 'অজ-একপাদ' নামে এক দেবতা আছেন (চিত্র ১৪)। অহির্বুধ্ন্যের সহিত একত্র স্তুত হইয়াছেন। পুরাণে একাদশ রুদ্রের দুই রুদ্র। অজ-একপাদ, এক-পদবিশিষ্ট ছাগ। এক এক নক্ষত্রের এক এক অধিপতি আছেন। পূর্ব ভদ্রপদার অধিপতি অজ-একপাদ, উত্তর ভদ্রপদার অধিপতি অহির্বুধ্ন্য। ইহা হইতে মনে হয়, অহির্বুধ্ন্যের নিকটে পশ্চিমে অজ-একপাদ আছে। ইংরেজী তারা-পটে অহির্বুধ্ন্য Cetus, অর্থ তিমি। ইহার পশ্চিমে শতভিষা নক্ষত্র। ইহারই কয়েকটি তারা লইয়া অজ-একপাদ কল্পিত হইয়া থাকিবে। শীতারম্ভে ভোর রাত্রে প্রথমে অজ-একপাদ পরে অহির্বুধ্ন্য এবং ৫।৬ মাস পরে বর্ষাকালে সন্ধ্যা রাত্রে উদিত

ঋগ্‌বেদের কালে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন শীত ঋতুর আরম্ভ হইত। এইরূপ, ভাদ্র পূর্ণিমায় রবি আবার দোলায় আরোহণ করিতেন, উত্তর হইতে দক্ষিণে গমন করিতেন, বর্ষাঋতুর আরম্ভ হইত। ভাদ্র পূর্ণিমার পরিবর্তে পাঁজিতে শ্রাবণ পূর্ণিমায় ঝুলন-যাত্রা লিখিত হইতেছে। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোলযাত্রা খ্রীষ্টপূর্ব ৪৫০০-২৫০০ অব্দের স্মৃতি এবং শ্রাবণ পূর্ণিমায় ঝুলন-যাত্রা পরবর্তী কালের স্মৃতি। ঋতু দুই সহস্র বৎসরে এক মাস পিছাইয়া গেল। পরবর্তী কালে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বসন্ত ঋতুর আরম্ভ হইত। এইরূপে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোলযাত্রা ও বসন্তোৎসব মিশিয়া গিয়াছে।

পাঁজিতে চারিটি বিষ্ণুপদ সংক্রান্তি লিখিত থাকে। জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাস-প্রবেশের সংক্রান্তি অর্থাৎ জ্যেষ্ঠা, ভদ্রপদা, মৃগশিরা ও ফল্গুনী, এই চারিটি নক্ষত্রে বিষ্ণুপদ থাকিত। জ্যেষ্ঠার পর মূলা নক্ষত্র, জ্যেষ্ঠা ও মূলা মিলিয়া জ্যৈষ্ঠ মাস। এতদ্দ্বারাও পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থিত হইতেছে। এই বিষ্ণু-পদচক্র বা বর্ষচক্র বিষ্ণু-মন্দিরের শিরোদেশে স্থাপিত হয়। তদ্দ্বারা আমরা বিষ্ণু স্মরণ করি। ইহা বিষ্ণুর বিখ্যাত সুদর্শন চক্র নহে। সুদর্শন চক্র সূর্যবিম্ব, যদ্দ্বারা বিষ্ণু বর্ষচক্র চালিত করিতেছেন
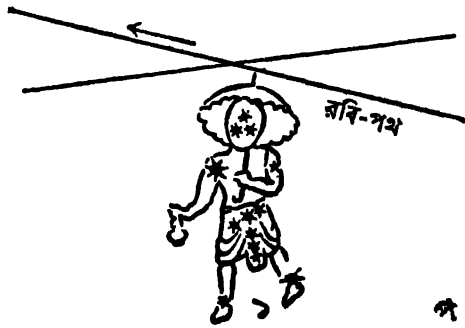
(চিত্র ১৩) ১—বামন ও ২—বলি

হইত। বর্ষাকালে ইহাদের সহিত অপাম্‌নপাৎ (জলের পুত্র) দেখা যাইত। ইংরেজী তারাপটে ইহা Fomalhaut. ভদ্রপদা নামের অর্থ, ভদ্র সুন্দর পদ যাহার, কিন্তু ভদ্রপদ একটি। পদহীন সর্প, অপরটি একপদ। এই অর্থ স্পষ্ট রাখিবার নিমিত্ত ভাদ্রপদা নাম না লিখিয়া ভদ্রপদা লিখিয়াছি।

বিষ্ণুর বামনাবতার সকলেই জানেন। একদা বলি নামক দৈত্য বিক্রান্ত হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্বর্গচ্যুত করিয়াছিল। বলি এক যজ্ঞ করিতেছিল। বিষ্ণু বামন মূর্তি ধরিয়া বলির নিকটে ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। বলি দানে স্বীকৃত হইলে বিষ্ণু একপদে স্বর্গ, দ্বিতীয়পদে মর্ত্য ও তৃতীয়পদে পাতাল ব্যাপিয়া বলিকে পদতলে বদ্ধ করিলেন। ইহার অর্থ পাইয়াছি। বিষ্ণু রুদ্র স্থানে অর্থাৎ মৃগ নক্ষত্রে বামন মূর্তি ধরিয়াছিলেন। ঋগবেদে রুদ্রকে শিশু বলা হইয়াছে। এই উপাখ্যানে বিষ্ণু রুদ্র স্থানীয় হইয়াছেন। তাঁহার পদের নিম্নে মূলা নক্ষত্র (চিত্র ১৫)। এই নক্ষত্রই বলি। রবিপথের সর্বদক্ষিণ অংশে মূলা নক্ষত্র অবস্থিত। রবিপথের বাহিরের দক্ষিণ ভাগের নাম পাতাল ছিল। পঞ্জাব হইতে দেখিলে মূলাকে বহু দক্ষিণে দেখা যায়।

বামনপুরাণ (৯২।৪০) লিখিয়াছেন, বলি যেদিন ভূমি দান করে, সেদিন চন্দ্র জ্যেষ্ঠা-মূলা নক্ষত্রে ছিলেন, অর্থাৎ সেদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা। অতএব সেদিন সূর্য মৃগ কিম্বা রোহিণীতে ছিলেন। ভাবে বোধ হয়, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় বাসন্ত বিষুব দিন হইত।
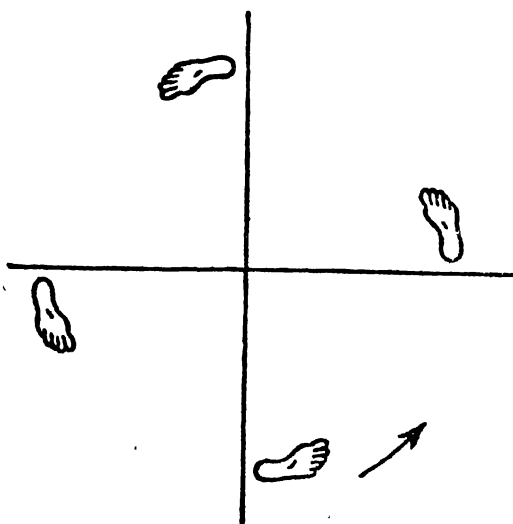
(চিত্র ১৬) বিষ্ণুপদচক্র

বামনপুরাণ (৯২।৫৬) আরও লিখিয়াছেন, ইন্দ্রোৎসবের দিনে বলির নামে এক মহোৎসব প্রবর্তিত আছে। এই উৎসব দীপ-দান নামে বিখ্যাত। বর্তমানে আমাদের পাঁজিতে ইন্দ্রোৎসবের দিনে বলির নামে দীপদানপূর্বক কোন উৎসব লিখিত নাই। ভাদ্র শুক্ল দ্বাদশী দিনে ইন্দ্রোৎসব হইয়া থাকে। (এখনও বাঁকুড়া জেলায় হয়। ইহার নাম ইন্দ্রধ্বজোত্তোলন।) সেদিন বামন দ্বাদশীও বটে। এক কালে এইদিনে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত। ইহার তিন মাস

তিন দিন পরে অগ্রহায়ণ পুর্ণিমায় শারদ বিষুব দিন আসিত। দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইয়াছে কিনা, ইহা জানিবার নিমিত্ত এক দীর্ঘ ধ্বজ (ইন্দ্রধ্বজ) উত্তোলিত হইত। ভদ্রপদা নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন হইত, ইহা পূর্বেও পাইয়াছি। এতদ্দ্বারাও বিষ্ণুর ত্রিবিক্রমের স্থান জানিতে পারা যাইতেছে। এই তিন স্থান, মৃগ, জ্যৈষ্ঠা, মূলা ও ভদ্রপদা নক্ষত্রে।

স্বস্তিক [অকারান্ত] চিহ্নের উৎপত্তি কি? জৈনেরা এই চিহ্ন ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের আরও অপর চিহ্ন ছিল। তন্ত্রশাস্ত্রে বহুবিধ রেখাচিত্রের প্রয়োগ আছে। সে সকল চিত্রের নাম যন্ত্র। যন্ত্রের গূঢ় অর্থ আছে। স্বস্তিক চিহ্ন তান্ত্রিক যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত কিনা, তাহা আগমবাগীশেরা বলিতে পারেন। আমার বোধ হয় বিষ্ণুপদচক্রই স্বস্তিক (চিত্র ১৬)। পঞ্জাবে রবিপথ দর্শকের মস্তকের দক্ষিণে থাকে, এ কারণে স্বস্তিক বামাবর্ত। দক্ষিণাপথ হইতে দেখিলে এই কালচক্র দক্ষিণাবর্ত হইত।

চতুর্থ প্রকরণ

বিষ্ণুর মৎস্য-অবতার

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, একদিন রবিনন্দন মনু পিতৃ-তর্পণ করিতে-ছিলেন। তাঁহার হস্তে জলের সহিত এক শফরী পড়িয়াছিল। মনু দয়াপরবশ হইয়া শফরীকে তাঁহার করক (করুআ, বড়মুখ ঘটি) মধ্যে রাখিলেন। এক অহোরাত্রের মধ্যে শফরী বৃহৎ হইয়া উঠিল। মনু মৎস্যকে অলিঞ্জরে (জালায়), পরে কূপে, সরোবরে, গঙ্গায়, শেষে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন। মৎস্য সমুদ্র ব্যাপিয়া উঠিল। মৎস্যের ক্রমবর্ধমান বৃহৎ কলেবর দেখিয়া মনু ভীত হইলেন। মৎস্য-রূপী ভগবান্ কহিলেন, অচিরকালে সশৈলকাননা মেদিনী জলমগ্ন হইবে। তোমাকে এক নৌকা দিতেছি। প্রলয় উপস্থিত হইলে তুমি যাবতীয় জীবকে নৌকায় রক্ষা করিবে। আমার শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিবে। পরে প্রলয়-অন্তে সর্ব-চরাচরের প্রজাপতি হইবে। তুমি কৃতযুগের আদ্যে মন্বন্তরাধিপ হইবে।

মৎস্য যেমন কহিয়াছিলেন, কিয়ৎকাল পরে প্রলয় উপস্থিত হইল। চরাচর দগ্ধ ও ভস্মীভূত হইল, প্রভূত বারিবর্ষণ দ্বারা একার্ণব হইল। মনু নৌকায় উঠিয়া সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। এক ভুজঙ্গম ভাসিতেছিল। মনু তাহাকে রজ্জু করিয়া সর্বভূতকে আকর্ষণপূর্বক সেই নৌকায় তুলিলেন এবং নৌকাকে মৎস্য-শৃঙ্গে বন্ধন করিলেন।

মৎস্যপুরাণে এই উপাখ্যানের শেষ পর্যন্ত নাই, আর যাহা আছে তাহাও স্থানে স্থানে অসম্বদ্ধ ও অসঙ্গত হইয়াছে। মনে হয়, আদি উপাখ্যানে কেহ নূতন যোগ করিয়াছিলেন।

মহাভারতের বনপর্বে (১৮৬ অঃ) আছে, মনু নৌকা-নির্মাণ ও সমস্ত বীজ গ্রহণপূর্বক নৌকায় আরোহণ করিয়া তরঙ্গ-সঙ্কুল মহাসাগর সলিলে ভাসিতে লাগিলেন। মনুকে চিন্তিত জানিয়া মৎস্য তথায় আবির্ভূত হইল। মনু মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকার রজ্জু বন্ধন করিলেন। মৎস্য নৌকা টানিয়া সমুদ্রে বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর হিমালয়ের এক উন্নত শৃঙ্গের নিকটে নৌকা আসিলে মনু সেই শৃঙ্গে নৌকা বন্ধন করিয়া রাখিলেন। এই নিমিত্ত অদ্যাপি হিমালয়ের ঐ শৃঙ্গ নৌ-বন্ধন শৃঙ্গ বলিয়া কথিত আছে। ইহার পরে বৈবস্বত মনু স্থাবর জঙ্গম

দেবাসুর মানুষ প্রভৃতি প্রজাবর্গ ও লোক সকল সৃষ্টি করিলেন। (মহাভারতের বর্ণনাতেও নূতন শ্লোক যোজিত হইয়াছিল। মৎস্যপুরাণ ও মহাভারত সমস্ত বীজ সংগ্রহ করিয়া নৌকায় তুলিয়াছেন। কিন্তু শেষে দেখিতেছি একমাত্র মনু জীবিত ছিলেন।)

'শতপথ ব্রাহ্মণ'-এ এই উপাখ্যানের মূল আছে। 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল' গ্রন্থে ধ্রুবতারা-প্রকরণে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, একদা পঞ্জাবে বহুব্যাপী ভীষণ জল-প্লাবন হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া অথবা স্মরণ করিয়া এই উপাখ্যানের উৎপত্তি হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, এই দেখ, হিমালয়ের নৌ-বন্ধন শৃঙ্গ, এই দেখ মনুর অবতরণ স্থান। যাহা প্রত্যক্ষ হইতেছে তাহা নিশ্চয় অতীতের সাক্ষী।

একথা সত্য, সিন্ধু দেশ বারম্বার জলপ্লাবিত হইয়াছিল। পুরাণে আছে, কৃষ্ণের রাজধানী দ্বারকা জলমগ্ন হইয়াছে। এই পৌরাণিক কিংবদন্তী সত্য বলিয়া মনে হয়। মোহন-জো-ডেরোর প্রাচীন অধিবাসীরা গৃহ ও নগর নির্মাণে দক্ষ ছিলেন। কিন্তু জলপ্লাবন হইতে নগর রক্ষা করিতে পারেন নাই। তথাকার আবিষ্কৃত পুরাকৃতি দেখিয়া প্রাজ্ঞেরা বলিয়াছেন, সে নগর লবণাক্ত জলে প্লাবিত হইয়াছিল। আমার মনে হয়, নগরটি সিন্ধু নদের খাড়িতে অবস্থিত ছিল। দুই কারণে সমুদ্রজল বৃদ্ধি পাইয়া সে দেশ ডুবাইয়া দিতে পারিত। (১) আরব সাগরে বাতাবর্ত সঞ্জাত হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গ খাড়ির দুই কূল ডুবাইয়া দিতে পারিত। (২) সিন্ধু দেশের দক্ষিণে সমুদ্রে বাড়বানল আছে। পুরাণে ইহার উল্লেখ আছে। ইহাও সত্য। অল্প দিন হইল দুইটি নূতন দ্বীপ উত্থিত হইয়াছে। কিন্তু কোথায় সিন্ধুনদের মুখ, আর কোথায় বা হিমালয়ের শৃঙ্গ! সমুদ্রতরঙ্গ কদাপি সিন্ধু দেশ অতিক্রম করিয়া পঞ্জাবে উঠিতে পারিত না। পঞ্জাবের উত্তরাংশ এখন যত উচ্চ, পূর্বকালে তদপেক্ষা বহু উচ্চ ছিল। অবিরল বারিবর্ষণ হইলেও জল দাঁড়াইতে পারিত না। এইরূপ ভূসংস্থান চিন্তা না করিয়া বিজ্ঞজনও উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন। কোনও উপাখ্যানের অংশ-মাত্র গ্রহণ করিয়া তাহার তত্ত্বানুসন্ধান সমীচীন নয়।

ঋগ্‌বেদে এই মৎস্যের নাম শিংশুমার, সংস্কৃতে শিশুমার। জ্যোতিষের ধ্রুবমৎস্যই শিশুমার। শিশুক গঙ্গায়, ব্রহ্মপুত্রে ও সিন্ধুনদে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঋগ্‌বেদের শিংশুমার এই সব নদীর শিশুমার নয়। ঋগ্‌বেদের

শিশুমার আকাশ-সমুদ্রের শিশুমার-রূপী নক্ষত্র, প্রতি রাত্রে উত্তরাকাশে দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুমারের পুচ্ছে যে তারা আছে, বর্তমানকালে তাহার
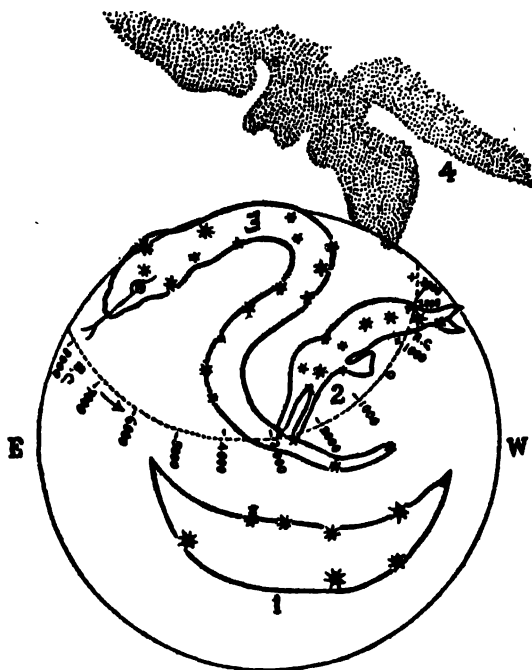
(চিত্র ১৭) ১—দিব্য নৌ, ২—শিশুমার, ৩—অজগর, ৪—সরস্বতী

দৈনিক আবর্তন নাই। সে তারা ধ্রুব (নিশ্চল), কিন্তু এই তারা চিরদিন ধ্রুব ছিল না। ভূ-গোল স্বীয় অক্ষে আবর্তিত হইতেছে। সেই হেতু দিবা-রাত্রি ঘটিতেছে। ভূ-পৃষ্ঠকে যেখানে ভূ-অক্ষ ভেদ করিয়াছে সে স্থানের নাম মেরু। উত্তর দিকের মেরুর নাম সুমেরু। অক্ষকে বর্ধিত করিলে আকাশের যে স্থান স্পর্শ করে, তাহার নামও মেরু। পৃথিবীর অক্ষের এই আকাশস্পর্শী মেরু চিরদিন একই তারার নিকট থাকে না। ইহা মৃদু গতিতে আকাশে পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে বৃত্তপথে ভ্রমণ করিতেছে (চিত্র ১৭)। একবার পরিভ্রমণ করিতে ২৬৷২৭ হাজার বৎসর লাগে। মেরু যখন যে তারার নিকট উপস্থিত হয়, তখন সে তারা ধ্রুব হয়। মেরুর বৃত্তপথে কিম্বা সন্নিকটে অতি অল্প তারাই

আছে। বর্তমান কালে একটি পাইতেছি। আর খ্রীঃ-পূ ৩০০০ অব্দে ঋগ্‌বেদের আর্যগণ একটি পাইয়াছিলেন। সে তারা শিশুমারের তুণ্ডাগ্রে অবস্থিত।

মৎস্যাবতার বুঝিতে হইলে উত্তরাকাশের কয়েকটি নক্ষত্র চিনিতে হইবে। সেখানে সাতটি তারায় সপ্তর্ষি নামে একটি নক্ষত্র আছে। সর্ব পূর্ব দিকের তারার নাম মরীচি, তাহার পরের তারা বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠের সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র তারা আছে, নাম অরুন্ধতী। সপ্তর্ষির সর্ব পশ্চিমের দুই তারার নাম ক্রতু ও পুলহ। উত্তর দিকের তারার নাম ক্রতু। দক্ষিণ দিকের পুলহ। ক্রতু ও পুলহ এক রেখা দ্বারা যোগ করিয়া উত্তর দিকে বাড়াইলে বর্তমান ধ্রুব-তারা (Polaris) স্পর্শ করে। পূর্ব দিক্‌স্থ মরীচি তারা হইতে উত্তর দিকে বর্তমান ধ্রুব পর্যন্ত রেখা করিলে সে রেখা প্রাচীন ধ্রুবতারার নিকট দিয়া যাইবে। এই প্রাচীন ধ্রুবতারা বশিষ্ঠ তারার নিকটবর্তী। উভয়ের অন্তর মাত্র ১১° অংশ। প্রাচীন ধ্রুবের নিকটেও একটি ক্ষুদ্র তারা আছে। বড় তারাটি বৈবস্বত মনুর অধিষ্ঠান। এই তারাকে মনু বলিতে পারি। ক্ষুদ্রটি ইলা, মনুর দুহিতা। ইংরেজী তারাপটে মনুতারার নাম Alpha Draconis। মনুতারা ও বর্তমান ধ্রুবতারার মধ্যে শিশুমার অবস্থিত। মনুতারার উত্তর দিকে প্রথমেই দুইটি তারা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই দুই তারার বড়টির ঋগ্‌বেদোক্ত নাম যম, ছোটটির নাম যমী। (যমের অপর পার্শ্বেও একটি ছোট তারা আছে। সেটি এখানে গ্রাহ্য নয়।) পুরাণে নানা নাম আছে। যেমন নারায়ণ ও নর, নারায়ণ ও লক্ষ্মী। একই তারা কিম্বা নক্ষত্র সকল উপাখ্যানে একই নাম পায় নাই। শিশুমারে দশটি তারা সহজে গণিতে পারা যায়। ইহারা শিশুমাররূপী ধর্মের পত্নী।

৮ই ফেব্রুয়ারি ভোর ৫টার সময় মনু তারা ও মরীচি তারা যাম্যোত্তর বৃত্তে (meridian) দেখা যাইবে। তদনন্তর প্রতি মাসে দুই ঘণ্টা পিছাইতে পিছাইতে ৮ই জুলাই রাত্রি ৭টায় দেখা যাইবে। সেদিন ৬ ঘণ্টা পরে রাত্রি ১টায় পশ্চিম দিকে দেখা যাইবে। এই সঙ্কেত ধরিয়া অন্যান্য মাসে কখন কোন্ দিকে দেখা যাইবে তাহা অক্লেশে নিরূপণ করিতে পারা যাইবে। বঙ্গদেশ হইতে সপ্তর্ষিকে বার মাস দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ২৫ অক্ষাংশের (Latitude) উনস্থান হইতে মনুতারাকেও দেখিতে পাওয়া যাইবে না।

জল-প্লাবনের উপাখ্যান বুঝিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে, ঋগ বেদের

ঋষিগণ সপ্তর্ষি নক্ষত্রে নৌকার সাদৃশ্য দেখিতেন। ইহা অশ্বিদ্বয়ের নৌ। অন্য এক স্থানে ইহা অশ্বিদ্বয়ের শকট। পুরাণে সপ্তর্ষি শকট, শিবিকা (দোলা, ডুলি), তাম্রচূড় (কুক্কুট), ও শিখণ্ডী (ময়ূর)। ঋগ্‌বেদের কাল হইতে প্রাচীনেরা মনে করিতেন, মেরু বা সুমেরু সর্বোচ্চ। ঋগ্‌বেদে সে স্থান তৃতীয় স্বর্গে। তৃতীয় স্বর্গের বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইতেছে।

এক্ষণে 'শতপথ ব্রাহ্মণ' অনুসারে জল-প্লাবন লিখিতেছি।—মৎস্য যে বৎসর নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, মনু সেই বৎসর নৌকা নির্মাণ করিয়াছিলেন, এবং প্রবাহ উত্থিত হইলে তাহা আশ্রয় করিয়াছিলেন। মৎস্য তাঁহার নিকটে ভাসিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার শৃঙ্গে নৌকার রজ্জু বন্ধন করিলেন এবং তাঁহার দ্বারা উত্তরগিরির উপরে গমন করিলেন। মৎস্য বলিলেন, আপনি বৃক্ষে নৌকা বন্ধন করুন। জল যত নীচে নামিয়া যাইবে, আপনিও তত নীচে নামিবেন। তিনি তত নামিয়াছিলেন, সেই জন্য উত্তরগিরির নাম মনুর অবতরণ। প্রবাহ সমস্ত প্রজাকেই বহিয়া লইয়া গিয়াছিল, কেবল এক মনু অবশিষ্ট ছিলেন।

এখানে সপ্তর্ষি নৌকা, উত্তরগিরি আকাশের সর্বোচ্চ স্থান। যে বৃক্ষে নৌকা-বন্ধন হইয়াছিল, শিশুমার সেই বৃক্ষ (পরে পশ্য)। শিশুমারের বুকের পাখনা তাহার শৃঙ্গ। মৎস্যপুরাণ লিখিয়াছেন, নৌকার নিকটে এক ভুজঙ্গম ভাসিতেছিল। মনু তাহাকে নৌ-বন্ধনের রজ্জু করিয়াছিলেন। ইহাও ঠিক। মনু তারা অজগর-রূপ নহুষের পুচ্ছে অবস্থিত। মহাভারতে (বন, ১৭৮ অঃ) রাজা যযাতির পিতা নহুষ। অগস্ত্য ঋষির শাপে অজগর হইয়া আকাশে দীপ্যমান আছেন।

শিশুমার বিষ্ণুর অবতার। ঋগ্‌বেদে আছে, (১০।৮২।২) বিশ্বকর্মা যিনি, তাঁহার মন বৃহৎ, তিনি নিজে বৃহৎ, তিনি নির্মাণ করেন, ধারণ করেন, সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং সকল অবলোকন করেন, সপ্ত-ঋষির পরবর্তী যে স্থান তথায় তিনি একাকী আছেন, বিদ্বান্‌গণ এইরূপ কহেন। যিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্ব-ভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র, অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন, অন্য তাবৎ ভুবনের লোকে তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসা-যুক্ত হয়। যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকে তোমরা বুঝিতে পার না, তোমাদিগের অন্তঃকরণ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই।

ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ স্বর্গের তিন ভাগ কল্পনা করিতেন। অধঃ, মধ্য, ঊর্ধ্ব (৪।২৬।৫)। ঊর্ধ্ব স্বর্গ তৃতীয় স্বর্গ, ইহার বিশেষণ 'উত্তম' 'পরম' (৩।৩০)।

সে স্থানই উৎ-তম, ঊর্ধ্বতম। সে স্থান ঊর্ধ্বতম, বিষ্ণুর 'পরম' পদ, পরম স্থান। এই কথাই পুরাণ লিখিয়াছেন। সেইখানেই বিষ্ণুর পরম পদ, সূরিগণ ধ্যান যোগে দেখিতে পান। সপ্তর্ষির অপর পারে কি আছে? আমরা দেখিতেছি, শিশুমার। সেখানে শিশুমার-রূপী ভগবান আছেন। শিশুমার বটপত্র সদৃশ। মহার্ণবের সলিলে নারায়ণ বটপত্রে শয়ন করিয়া থাকেন। পুরাণে আছে, নার—জল, নার অয়ন আশ্রয় যাহার, তিনি নারায়ণ। অন্য ব্যুৎপত্তি নরের অয়ন গতি যিনি। শিশুমার নাগের ফণা সদৃশও বটে, সে নাগ অনন্ত। নারায়ণ অনন্ত-শয়নে থাকেন।
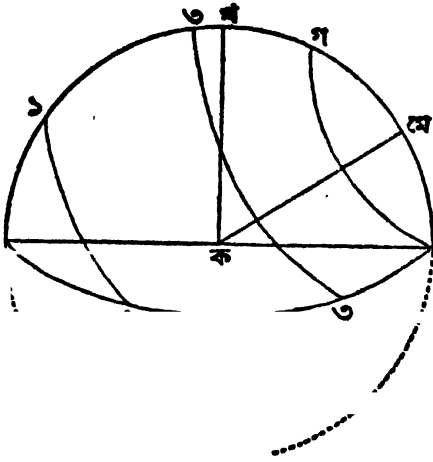
(চিত্র ১৮) স্বর্গের তিন ভাগ

'ক'—লাহোর, 'খ'—স্বস্তিক (শিরোবিন্দু) 'উ'—উত্তর, 'দ'—দক্ষিণ, 'মে'—মেরু, উ মে খ দ—যাম্যোত্তরবৃত্ত, উ মে গ—গো-লোক, ১,১—রবির দক্ষিণ পথ, ৩,৩—রবির উত্তর পথ, দ১,১—অধঃস্বর্গ, পুরাণে নাম 'পাতাল'।

বিষ্ণুপুরাণ লিখিয়াছেন, ঋষিদিগের ঊর্ধ্বে উত্তর দিকে যেখানে ধ্রুব অবস্থিত, তাহাই বিষ্ণুর ভাস্বর তৃতীয় পদ (১।৮।৯৩)। পুনশ্চ, দিব্যলোকে ভগবান হরির শিশুমারাকৃতি তারাময় রূপ আছে। উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব প্রজাপতি নারায়ণের আরাধনা করিয়া শিশুমারের পুচ্ছে অবস্থিত আছে (২।৯।১,৪) সেই শিশুমারের উত্তর হনু উত্তানপাদ, অধঃ হনু যজ্ঞ, মস্তক ধর্ম, হৃদয় নারায়ণ (২।২।১৩১)।*

* বিষ্ণুপুরাণ ধ্রুবকে শিশুমারের পুচ্ছে বসাইয়াছেন। একবার নয়, দুই স্থানে দুই বার। পুচ্ছস্থিত তারা বর্তমান কালের ধ্রুব বটে, পূর্বকালের নয়। খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে এই তারা মেরু হইতে ১১° অংশ, পঞ্চম শতাব্দে ৮° অংশ দূরে ছিল। অতএব ইহা ভ্রমণ করিত। পুরাণ-কারও লিখিয়াছেন, ধ্রুব নিজে ভ্রমণ করে। চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র বাতরজ্জুর দ্বারা ধ্রুবে আবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করে। গ্রহগণের আশ্রয় স্থানকে নারায়ণ স্বয়ং হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন। সূর্যই

ঋগ্‌বেদে শিশুমার এক বৃক্ষ রূপে কল্পিত হইয়াছে। সে বৃক্ষের উপরে বসিয়া যমদেব অন্য দেবতাদিগের সহিত পান করেন (১০।১৩৫।১) অথর্ববেদে সে বৃক্ষ অশ্বত্থ। সেখানে যমের সহোদরা যমীও আছেন। ঋগ্‌বেদের যম-যমী সংবাদে (১০।১০) যমী যমকে বলিতেছেন, "বিস্তীর্ণ সমুদ্র-মধ্যবর্তী এই দ্বীপে, নির্জন প্রদেশে তুমি আমার সহচর।" তৃতীয় স্বর্গে দেবগণের আলয়। সেখানে পুণ্যাত্মা পিতৃগণও বাস করেন। সেখানে সর্বদা আলোক আছে। বিস্তীর্ণ নদী [সরস্বতী] আছে। নাগ লোক [অজগর] আছে, বৈবস্বত রাজা (যম) আছেন। তথায় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করিতে পারা যায় এবং সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয় (৯।১১)।*

উর্ধ্বমূলম্ অধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তংবেদ স বেদবিৎ ॥ (১৫।১)

এই অশ্বত্থ বৃক্ষই কি ভগবদ্‌গীতার অশ্বত্থ ? ভগবদ্‌গীতায় ভগবান বলিতেছেন, যে অশ্বত্থের মূল উর্ধ্বদিকে, যাহার শাখা অধোদিকে, যাহার পত্র বেদস্তোত্র, সে অশ্বত্থ অব্যয়। ইহা যিনি জানেন, তিনিই বেদবিৎ। টীকাকারেরা এই

একমাত্র জগতের আধার। সেই সূর্যের আশ্রয় স্থান ধ্রুবে ভগবান আছেন। কিন্তু এই উক্তির সহিত অন্য উক্তির বিরোধ হইতেছে। (১) পুরাণ পূর্বে বলিয়াছেন, সপ্তর্ষির উত্তরে উর্ধ্বে ধ্রুব অবস্থিত। (২) ধ্রুব উপাখ্যানে উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব বিষ্ণুর আরাধনা করিবার পূর্বে সপ্তর্ষিকে দেখিয়াছিলেন। ধ্রুবের ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া বিষ্ণু তাহাকে সপ্তর্ষিদিগের উপরিভাগে ধ্রুব স্থান দিয়াছিলেন। আচার্য উশনা এই শ্লোক বলিয়াছেন, সপ্তর্ষি ধ্রুবকে অগ্রে করিয়া স্থিত রহিয়াছেন। ধ্রুবের মাতাও তারকা হইয়া নিকটে অবস্থান করিতেছেন (১।১২)।

পুরাণে আরও এক অসঙ্গতি দেখিতেছি। লিখিত আছে, শিশুমারের পুচ্ছস্থিত ধ্রুবসহ চারিটি তারার উদয়াস্ত নাই। বিষ্ণুপুরাণ উত্তর ভারতে, বোধ হয় মথুরা অঞ্চলে প্রণীত হইয়াছিল। সেখানে সমুদায় শিশুমারের উদয়াস্ত হইত না। খ্রীষ্টাব্দের আরম্ভে মেরু হইতে মনুতারা ১৬° অংশ ও পঞ্চম শতাব্দে ১৯° অংশ দূরে ছিল। অতএব মথুরা হইতে দেখিলে সমগ্র শিশুমার প্রত্যেক রাত্রে দৃষ্টিগোচর হইত।

* উপরে লিখিয়াছি, ঋগ্‌বেদের ঋষিগণ স্বর্গের তিন ভাগ করিতেন। অধঃ, মধ্য, উর্ধ্ব। কিন্তু সীমা বলেন নাই। দ্বিতীয় স্বর্গে, অর্থাৎ মধ্য স্বর্গে সবিতা বিচরণ করেন। উর্ধ্ব স্বর্গ তৃতীয় স্বর্গ। (চিত্র ১৮)। বোধ হয় অধঃ স্বর্গ রবির দক্ষিণ পথের দক্ষিণ ভাগে। লাহোরের অক্ষাংশ ৩২°। ইহাকে পঞ্জাবের মধ্যস্থল ধরিলে, উত্তর দিক্ চক্র হইতে উর্ধ্বদিকে ৩২° + ৩২° = ৬৪° পর্যন্ত তৃতীয় স্বর্গ মনে হয়। অধঃ স্বর্গ দক্ষিণ দিক্‌চক্র উর্ধ্বদিকে ৩৪° অংশ থাকে। তদনুসারে চিত্র ২ লিখিত হইয়াছে। এই রূপে মধ্য স্বর্গ ১৮০° – ৯৮° = ৮২° অংশ পাওয়া যায়।

শ্লোকের বহুবিধ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু অশ্বত্থটি যে বেদোক্ত অশ্বত্থ, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না। কারণ যিনি সেই অব্যয় অশ্বত্থকে জানেন, তিনিই বেদবিৎ।

অশ্বত্থের মূল মঘুতারার উর্ধ্বদিকে, শাখা অধোদিকে। শাখা প্রতিদিন মূলকে প্রদক্ষিণ করে। এই অদ্ভুত অশ্বত্থের কল্পনা মর্ত্যের অশ্বত্থ হইতে আসিতে পারে না।

পুরাণেও সুমেরু অতিশয় উচ্চ। সুমেরুর শিখরের চতুষ্পার্শ্বে দেবগণের আলয়। সেখানে সর্বদা আলোক। বেদোক্ত তৃতীয় স্বর্গই গো-লোক, সর্বদা আলোকময় স্থান। তৃতীয় স্বর্গে নক্ষত্রের উদয়াস্ত নাই।

(চিত্র ১৯) উর্ধ্বমূল অশ্বত্থ
১—মঘুতারা সর্বোচ্চ, ২—যম

পুরাণে এই শিশুমারের নাম শ্বেতদ্বীপ। একদা দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে নারায়ণের আদি মূর্তি সন্দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। মহাভারতের শান্তি পর্বে (অঃ ৩৩৬) এই পুরাতন ইতিহাস বর্ণিত আছে। যথা, পূর্বে সুমেরু পর্বতে সপ্ত মহর্ষি অবস্থান করিতেন। তাঁহারা লোকের হিতকর বিষয় সমুদয় পর্যালোচনা করিয়া, বেদ-সম্মত এক উৎকৃষ্ট ধর্মশাস্ত্র প্রস্তুত করেন। পূর্বকালে উপরিচর নামে হরিভক্তিপরায়ণ এক নরপতি ছিলেন। তিনি সূর্যমুখনিঃসৃত পঞ্চরাত্র শাস্ত্র অবলম্বনপূর্বক বিষ্ণুর অর্চনা ও রাজ্যপালন করিতেন। ব্রহ্মার পুত্র হরিভক্তিপরায়ণ নারদ, সেই শাস্ত্র জানিতেন। একদিন তিনি গন্ধমাদন পর্বতে ধর্মের পুত্র নরনারায়ণকে তপস্যা করিতে দেখিলেন। তিনি আশ্চর্যান্বিত হইলেন, নরনারায়ণ ঈশ্বরের দুই রূপ, তাঁহারা কাহার উপাসনা করিতেছেন? শুনিলেন তাঁহারা তাঁহাদের পিতার উপাসনা করিতেছেন। শ্বেতদ্বীপে তাঁহাদের উপাস্য আদিনারায়ণের আলয় আছে। নারদ সুমেরু পর্বতের শিখর হইতে বায়ুকোণে দেখিলেন, ক্ষীরসমুদ্রের উত্তর দিকে শ্বেতদ্বীপ রহিয়াছে। দ্বীপবাসীরা অদ্ভুত। তাঁহাদের প্রাকৃতিক স্থূল

দেহ নাই। শব্দাদি গ্রহণের ইন্দ্রিয় নাই। তাঁহারা নিচেষ্ট, সুগন্ধযুক্ত, চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান্। তাঁহাদের দেহ বজ্রাস্থির ন্যায় সুদৃঢ়। মস্তক ছত্রাকার। তাঁহাদিগের মুখ চারিটি, ক্ষুদ্র দন্ত ষাটটি, দীর্ঘ দন্ত আটটি। তাঁহারা সেখানে ভগবান নারায়ণের অর্চনা করিতেছেন। দেবর্ষি নারদ একাগ্রচিত্তে সেই নির্গুণ বিশ্বময় নারায়ণের স্তব পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন তাঁহার দিব্য চক্ষু হইল।

কোন কোন পণ্ডিত স্বর্গলোকের শ্বেতদ্বীপকে মর্ত্যে আনিয়াছেন। সত্য বটে, সুমেরু তুইটি, ক্ষীরোদ সাগরও তুইটি, একটি স্বর্গে, একটি মর্ত্যে। মর্ত্যের সুমেরু পশ্চিম হিমালয়ের উত্তরে, মর্ত্যের ক্ষীরোদ সাগর আরল হ্রদ, তাহাতে অক্‌সাস নদী পড়িয়াছে। এই নদীর অপর নাম 'ষীর দরিয়া,' অর্থাৎ ক্ষীর সাগর। হিমালয়ের পশ্চিমভাগ হইতে এই ক্ষীরোদ সাগর বায়ু কোণেই বটে। আকাশের ছায়া-পথ ক্ষীরোদ সাগর। এই ক্ষীরোদ সাগর কূর্ম অবতারে মথিত হইয়াছিল। জ্যোতিষে ব্রহ্মহৃদয় নামে এক উজ্জ্বল তারা
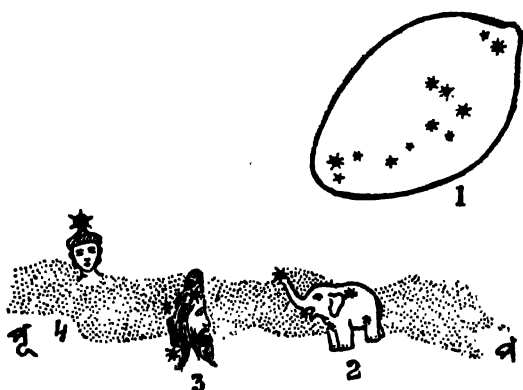
শ্বেতদ্বীপ, ঐরাবত, নারদ ও ব্রহ্মা (চিত্র ২০)

১—শ্বেতদ্বীপ, ২—স্বর্গঙ্গায় ঐরাবত (Cassispeia), ৩—নারদ (Perseus), ৪—ব্রহ্মা (Capella).

আছে। ইহার পূর্বতন নাম ব্রহ্মা। দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার মানস পুত্র। ব্রহ্মা তারা হইতে অদূরে নারদ নক্ষত্র থাকা সম্ভব। সেখান হইতে শিশুমার বায়ু কোণে অবস্থিত বটে (চিত্র ২০)। নরনারায়ণ, ধর্মের পুত্র। শিশুমারই ধর্ম। মর্ত্যের শিশুমারের দেহ দেখিয়া শ্বেতদ্বীপবাসীর দেহ কল্পিত হইয়াছে। শিশুমারের দেহ মসৃণ, রোমহীন উজ্জ্বল, স্পন্দহীন। আশ্চর্যের বিষয় শিশুকের মুখের নীচের পাটিতে ৬০টি ছোট ছোট দাঁত আছে।

ঋগ্‌বেদে জলপ্লাবন ও তদনন্তর সৃষ্টি অন্য আকারে উক্ত হইয়াছে। সেখানে শিশুমার উত্তানপদ্ নাম পাইয়াছে। যথা—(১০।৭২।৩) "দেবোৎপত্তির পূর্বতন কালে, অবিদ্যমান হইতে বিদ্যমান বস্তু উৎপন্ন হইল। পরে উত্তানপদ্ হইতে দিক সকল জন্মগ্রহণ করিল।

উত্তানপদ্ হইতে পৃথিবী জন্মিল, পৃথিবী হইতে দিক্‌সকল জন্মিল, অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, দক্ষ হইতে আবার অদিতি জন্মিলেন।

হে দক্ষ! অদিতি যে জন্মিলেন তিনি তোমার কন্যা। তাঁহার পশ্চাৎ দেবতারা জন্মিলেন। ইঁহারা কল্যাণ-মূর্তি ও অবিনাশী, দেবতারা এই বিশ্ব-ব্যাপী জলমধ্যে অবস্থিত থাকিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যেন নৃত্য করিতে লাগিলেন। সেই হেতু প্রচুর ধূলি উদয় হইল।"

আমি এই উক্তির অর্থ এইরূপ বুঝিয়াছি। দেবতারা উৎপন্ন হইবার পূর্বতন কালে এই বিশ্ব সলিলময় ছিল। প্রথমে উত্তানপদ্ জন্মগ্রহণ করিল। উত্তানপদ্ (বা উত্তানপাদ) যাহার পদদ্বয় উত্তান, বিস্তৃত (চিত্র ২১)। ইহার মস্তকে মনুতারা, পদে বর্তমান ধ্রুবতারা। ধ্রুব উপাখ্যানের ধ্রুব এই উত্তান-পাদের পুত্র। উত্তানপদ্ হইতে দিকসকল জন্মিল। শিশুমার উত্তর দিকে অবস্থিত। এই হেতু উত্তানপদ্ দেখিলে সকল দিক্ জানিতে পারা যায়। কতকাল পূর্বের কথা? যে কালে অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিয়াছিলেন। দক্ষ কাল-পুরুষ নক্ষত্র বা মৃগ নক্ষত্র। অদিতি মৃগ নক্ষত্রের পূর্ব দিকের ষট্‌তারা-সমন্বিত পুনর্বসু নক্ষত্র (চিত্র ২২)। প্রথমে পশ্চিমস্থ দক্ষের উদয় হয়। পরে পূর্বস্থিত অদিতির। এই পূর্বাপর জন্মহেতু দক্ষ পিতা, অদিতি কন্যা। কিন্তু দক্ষ সপ্ত আদিত্যের মধ্যে এক আদিত্য। অদিতি সকল আদিত্যের মাতা। এই হেতু অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন। এককালে অদিতি হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর ছয় ঋতু ও ঋতুর কর্তা আদিত্য কল্পিত হইয়াছিল। প্রথমে আদিত্যগণ, পরে অন্য দেবতা জন্মিয়াছিলেন। আদিত্যগণই প্রধান দেবতা। সূর্য আদিত্যের আধার। দেখা যাইতেছে, অতি প্রাচীন কালের

(চিত্র ২১) উত্তানপদ।
১—মনুতারা

কথা স্মৃত হইয়াছে। সেকাল ৮০০০ বৎসরের কম হইবে না। সে সময় কিন্তু মনুতারা ধ্রুব হয় নাই। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ হইতে ২৫০০ অব্দ পর্যন্ত মনুতারা ধ্রুব হইয়াছিল। বাস্তবিক খ্রীঃ-পূ ২৮০০ অব্দে মনুতারার নিকটে মেরু আসিয়াছিল। ইহার পূর্বে ও পরে পাঁচ ছয় শত বৎসর নিকটে ছিল, ভ্রমণ বুঝিতে পারা যাইত না। ইনি বৈবস্বত মনু। ইহার নামে বৈবস্বত মন্বন্তর নামে কাল গণনা প্রচলিত ছিল। এই কালের মধ্যে বৈবস্বত মনুর অধিকার আরম্ভ হইয়াছিল। এই মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপরে ভারত-যুদ্ধ হইয়াছিল। আমি যতদূর বুঝিয়াছি, খ্রীঃ-পূ ৩২৫৬ অব্দে মন্বন্তর আরম্ভ হইয়াছিল।
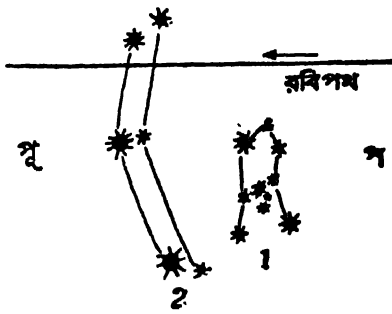
(চিত্র ২২) দক্ষ ও অদিতি
১—দক্ষ, ২—অদিতি

আর্য পিতামহগণ নক্ষত্র দেখিতেন কি? যদি দেখিতেন, কি দেখিতেন, কি ভাবিতেন? বরাহ মৎস্য কূর্ম বামন, বিষ্ণুর এই চারি দিব্য অবতার আলোচনায় তাহার কিঞ্চিৎ উত্তর পাইয়াছি। দেখা গিয়াছে, বৈদিক গ্রন্থে এই চারি অবতার কল্পনার মূল আছে। পুরাণে দেব ঋষি মনুষ্য, এই তিন অবলম্বন করিয়া উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। দেব সম্বন্ধে উপাখ্যান বেদ-সম্মত। পৌরাণিক নিজের কল্পনা-বলে লিখেন নাই। আরও দেখা গিয়াছে, পুরাণ দ্বারা বেদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখের অর্থ পাওয়া যায়।

উক্ত চারি অবতারের যে ব্যাখ্যা করা গিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। ইহা সহজ, সরল ও প্রাচীন কালের স্বল্প জ্যোতিষিক জ্ঞানের অনুযায়ী। আকাশে নক্ষত্র নিরীক্ষণ করিলে, পিতামহগণের চিত্ত-গতি সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে। নানাবিধ উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। পুরাণে কিছু আছে, নচেৎ তাহাও শুনিতে পাইতাম না।

অবতার-প্রসঙ্গে বৈদিক কৃষ্টির কাল নির্ণয় করা গিয়াছে। সূর্য চন্দ্র নক্ষত্র কাল-প্রবোধক যন্ত্র। যেখানে এই যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে কালও জানিতে পারা যায়। যন্ত্র দেখিয়া কাল পাইতে কিছু মাত্র কষ্ট নাই।

পঞ্চম প্রকরণ

ব্রজের কৃষ্ণ

১। ব্রজের কৃষ্ণ রূপক

বিপুল মহাভারতে কত চরিত কত উপাখ্যান আছে, কিন্তু কৃষ্ণের বাল্য-চরিত ও ব্রজলীলার নামগন্ধ নাই। খিল-হরিবংশে কৃষ্ণ-চরিত বিস্তারিত আছে। কিন্তু এটি মহাভারতের খিল, পরিশিষ্ট, মহাভারত রচনার সমকালিক নয়। আরও আশ্চর্যের কথা, নানা কালে নানা কবি মহাভারতে নানা বিষয় অনুপ্রবিষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু কেহ কৃষ্ণের বাল্যচরিত করেন নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, মহাভারতের বহুকাল পরে ইহার কল্পনা। কবে ইহার সৃষ্টি?

মহাভারতের যুদ্ধকুশল নীতিজ্ঞ কৃষ্ণ, গীতার জ্ঞানযোগী ভগবান্ কৃষ্ণ, আর পুরাণের ব্রজলীলার কৃষ্ণ আদিতে স্বতন্ত্র ছিলেন। পরে মহাভারতের আদি কৃষ্ণচরিতে ঐশী শক্তি আসিয়াছে, এবং আরও পরে পুরাণ বর্ণিত ব্রজলীলা আরোপিত হইয়া সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। ব্রজের কৃষ্ণ-চরিতের আরম্ভ বিষ্ণুপুরাণে, প্রসার হরিবংশে ও ভাগবতে, পূর্ণতা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। গো শব্দের নানা অর্থ আছে। এক অর্থ রশ্মি। অতএব গোপ সূর্য, গোপী তারকা। দ্ব্যর্থ শব্দ পাইলে ও বিচিত্র নিসর্গ দেখিলে লোকে মনোরঞ্জন উপাখ্যান রচনা করে, কবি তাহা পূর্ণ ও বাস্তবিক করিয়া তুলেন। কবি-প্রতিভাদ্বারা মিথ্যাও সত্যরূপে প্রতিভাত হয়। বিষ্ণুপুরাণের কালে কৃষ্ণের ব্রজলীলা রূপকের অবস্থা সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয় নাই। মন দিয়া শব্দার্থ স্মরণ করিয়া পড়িলে বুঝি, কৃষ্ণ সূর্যের প্রতিবিম্ব, গোপীরা তারকা। সে কালে লোকে মনে করিত, সূর্যরশ্মি হেতু তারকার দীপ্তি। ভাগবতে রূপকের চিহ্ন অস্পষ্ট। ব্রহ্ম-বৈবর্ত পুরাণে রাধা নাম আসিয়া মূল দেখাইয়া দিয়াছে। কৃষ্ণের ব্রজলীলা সূর্যের লীলা। কেহ ব্রজের রাখাল ছিলেন না, গোপীবল্লভও ছিলেন না। অথবা, যুগে যুগে ছিলেন, যুগে যুগে থাকিবেন।

ঋগ্‌বেদে সূর্যঘটিত রূপক অনেক আছে। শব্দের সামান্য অর্থদ্বারা রূপক বুঝিতে পারা যায় না। ঐতরেয়োপনিষদ্ লিখিয়াছেন, "পরোক্ষপ্রিয়া ইব

হি দেবাঃ," দেবতারা পরোক্ষ-প্রিয়। অর্থাৎ, দেবতার নাম ও কর্ম স্পষ্টার্থ ভাষায় ব্যক্ত করিবে না।

বিষ্ণুপুরাণ জানিতেন, কৃষ্ণের বাল্যক্রীড়া রূপক। তিনি কৃষ্ণের রাসলীলায় ধর্ম-বিরোধী কর্ম দেখিতে পান নাই। ভাগবত পুরাণ পরীক্ষিতের মুখ দিয়া সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু শুকদেবের উত্তরে রাজা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ রাধা-কৃষ্ণের লোকাচার ও ধর্ম-বিরুদ্ধ প্রণয় কল্পনা দ্বারা রূপকের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। অনুমান হয়, বিষ্ণুপুরাণ ৪র্থ খ্রীষ্ট শতাব্দে উত্তর ভারতে এবং ভাগবত ৯ম খ্রীষ্ট শতাব্দে দক্ষিণ ভারতে প্রণীত হইয়াছিল।

শ্রীকৃষ্ণ কে? বিষ্ণুপুরাণ বলেন, বিষ্ণুর অংশাংশ। বিষ্ণু কে? যে সূর্য প্রতিদিন গমন দ্বারা বর্ষচক্র নির্মাণ করেন, তিনিই বিষ্ণু। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, বিষ্ণু এক আদিত্য, অর্থাৎ অদিতির পুত্র। পুরাণে কৃষ্ণজননী দেবকী অদিতির অংশ।

বায়ুপুরাণ (অঃ ৯০) বলিতেছেন,—

দেবদেবো মহাতেজাঃ পূর্বং কৃষ্ণ প্রজাপতিঃ।
বিহারার্থং মনুষ্যেষু জজ্ঞে নারায়ণঃ প্রভুঃ॥

"দেবদেব মহাতেজা 'প্রজাপতি' প্রভু নারায়ণ কৃষ্ণ মনুষ্যলোকে বিহারার্থ 'পূর্বকালে' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

অদিতেরপি পুত্রত্বমেত্য যাদবনন্দনঃ।
দেবো বিষ্ণুরিতি খ্যাতঃ শক্রাদবরজোঽভবৎ॥

"যাদব-নন্দন, অদিতির পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া ইন্দ্রের অনুজ বিষ্ণু নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।" (বস্তুতঃ কৃষ্ণ উপেন্দ্র, ইন্দ্রস্থানীয়। ইন্দ্র রবির দক্ষিণায়নারম্ভের সূর্য; এ বিষয় "বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল" গ্রন্থে ইন্দ্র-প্রকরণে বিশদ হইয়াছে)।

২। গর্গ জানিতেন

এক গর্গমুনি দেবকীনন্দনের নাম কৃষ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি যাদবদিগের পুরোহিত ছিলেন। বসুদেব মুনিকে গোপনে গোকুলে পাঠাইয়াছিলেন। (বিষ্ণু ৫।৬)। ভাগবত পুরাণ বলিতেছেন, গর্গ যদুকুলের আচার্য, ইহা সকলেই জানিত, কংসও জানিত। বসুদেবের সহিত নন্দের সখ্যও ছিল। অতএব

কংস জানিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে গর্গ গোপনে ব্রজে গিয়া কৃষ্ণের নামকরণ ও অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নন্দ গর্গকে পাদ্যার্ঘ্যদ্বারা পূজা করিয়া বলিতেছেন, "জ্যোতির্গণের গতি-বোধক যে জ্যোতিষশাস্ত্রে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান জন্মে, আপনি সাক্ষাৎ সেই জ্যোতিষশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। আপনি বেদবেত্তাদিগেরও শ্রেষ্ঠ ; অতএব এই দুই বালকের (রাম ও কৃষ্ণের) সংস্কার করা আপনারই উচিত।" কৃষ্ণ যে কে, গর্গ এই সময়ে নন্দকে অস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন। বৈবর্তপুরাণে নন্দ-যশোদাকে গর্গ স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। আশ্চর্য এই, এত জানিয়া-শুনিয়াও নন্দ কৃষ্ণকে বনে ধেনু চরাইতে পাঠাইতেন! তিনি নির্ধনও ছিলেন না।

একদা নন্দ শিশু কৃষ্ণকে কোলে লইয়া বৃন্দাবনে গাই চরাইতে গিয়াছিলেন। কৃষ্ণের মায়ায় নভোমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইল, দারুণ ঝঞ্ঝাবাত, মেঘগর্জন, বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল, অতি স্থূল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। নন্দ ভীত হইলেন, গাই রাখিয়া কৃষ্ণকে গৃহে লইতে পারিলেন না। এমন সময় দেখিলেন, সেখানে রাধিকা! নন্দ কহিলেন, "আমি গর্গমুখে জানি, তুমি কে, কৃষ্ণই বা কে।" এই ঘটনাটি যে উদ্দেশ্যেই রচিত হউক, গর্গ জানিতেন কৃষ্ণ কে, রাধিকা কে। বিষ্ণুপুরাণও লিখিয়াছেন, গর্গ জানিতেন। আশ্চর্য এই, কোনও ঋষি জানিলেন না, ত্রিকালদর্শী বেদব্যাসও জানিলেন না, কৃষ্ণ কে। এক জ্যোতিষী জানিলেন, কৃষ্ণ কে! জ্যোতিষী গ্রহ-নক্ষত্র দেখেন, পাঁজি গণেন। অনুমান হয়, কৃষ্ণের বাল্যচরিত তাঁহারই সৃষ্টি।

৩। গর্গ কে ও কবে ছিলেন?

যাঁহারা কৃষ্ণের জন্ম-বিবরণ দিয়াছেন, তাঁহারা গর্গেরও নাম করিয়াছেন। গর্গ জানিতেন, কৃষ্ণ কে। গর্গের অসাধারণ সম্মানও হইয়াছিল। রঘুনন্দন প্রমাণ তুলিয়াছেন, জন্মাষ্টমীব্রতে দেবকী, বসুদেব, যশোদা, নন্দ, বলদেব, দক্ষ, ব্রহ্মা ও গর্গের প্রতিমা করিতে হইবে। কোন ঋষিও এত সম্মান পান নাই। ঋগ্‌বেদে (৬।৪৭) ভরদ্বাজ পুত্র এক গর্গঋষি ইন্দ্র-স্তুতি রচনা করিয়াছেন। কিন্তু পুরাণের গর্গ ঋষি ছিলেন না, জ্যোতিষী ছিলেন। কখন কখন তাঁহাকে মুনি বলা হইয়াছে, তাহাও ভ্রমে। তিনি ঋষি বংশীয় ছিলেন। গর্গ এক গোত্র-নাম, বহু প্রাচীন। গর্গ-বংশের কেহ কেহ জ্যোতিষ চর্চার জন্য বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

গার্গী-সংহিতা নামে এক খণ্ডিত ও অশুদ্ধ পুথী পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি তাহা সংশোধিত ও প্রকাশিত হয় নাই। পুরাণে যেমন ভবিষ্য-রাজবংশ-বর্ণন আছে, এই গার্গী-সংহিতায় তেমন এক অধ্যায় আছে। তাহাতে যবনদিগের দ্বারা অযোধ্যা ও পাটলীপুত্র অধিকারের কথা আছে। ইহা হইতে কোন কোন পাশ্চাত্ত্য বিদ্বান্ মনে করিয়াছেন, গার্গী-সংহিতা খ্রীঃ-পূ দ্বিতীয় শতাব্দে রচিত। কিন্তু এই অনুমান ঠিক নয়। সমগ্র সংহিতা-রচনার কাল না বলিয়া সে অধ্যায় প্রক্ষেপের কাল বলা উচিত। বোধ হয়, পুরাতন গার্গী-সংহিতায় কৃষ্ণের বাল্যলীলার বীজ ছিল।

পুরাকালের জ্যোতিষ সংহিতা-জ্যোতিষ নামে খ্যাত। ইহা সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষের পূর্ববর্তী। এক গর্গ ভরণী নক্ষত্রের আরম্ভকালে ছিলেন। বরাহ-মিহির তাঁহার বৃহৎ সংহিতায় শুক্রচারাধ্যায়ে বীথী ও মার্গ গণনায় ভরণী হইতে ধরিয়াছেন। কৃত্তিকা, ভরণী, স্বাতী, প্রথম বীথী। অর্থাৎ কৃত্তিকার অন্ত ও ভরণীর আদ্য। মার্গ গণনায় ভরণী প্রথম নক্ষত্র। খ্রীঃ-পূ ষষ্ঠ শতাব্দে ভরণী নক্ষত্রচক্রের প্রথম হইয়াছিল। অতএব গর্গ খ্রীঃ-পূ ষষ্ঠ শতাব্দের পরে তৃতীয় শতাব্দের মধ্যে ছিলেন। পরে তিনি বৃদ্ধগর্গ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। মহাভারতে (শল্য। ৩৮) বৃদ্ধগর্গের নামে গর্গস্রোতঃ তীর্থ বর্ণিত আছে। লিখিত আছে, গর্গ তপস্যা-প্রভাবে কালজ্ঞান ও জ্যোতিষ্কগণের গতি, শুভা-শুভজ্ঞান ও উৎপাত লক্ষণ অবগত হইয়াছিলেন।

বিষ্ণুপুরাণ লিখিয়াছেন (২।৫), পুরাণ ঋষি গর্গ পাতাল-বাসী অনন্তের সেবা করিয়া জ্যোতির্গণ ও নিমিত্ত সকলের শুভাশুভ ফল জানিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমান হয়, এই গর্গ অসুর দেশে গিয়া সে দেশের জ্যোতিষ শিখিয়া আসিয়াছিলেন।

৪। কৃষ্ণের কবে জন্ম ?

১। মৎস্যপুরাণ বলেন (অঃ ৪৭),—

> প্রথমা যা অমাবস্যা বার্ষিকী তু ভবিষ্যতি।
> তস্যাং জজ্ঞে মহাবাহুঃ পূর্বং কৃষ্ণঃ প্রজাপতিঃ।

"প্রথম বার্ষিকী অমাবস্যা তিথিতে মহাবাহু 'প্রজাপতি' কৃষ্ণ পূর্বকালে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন।" 'বার্ষিকী' শব্দে বৎসরের কিম্বা বর্ষাকালের, দুইই বুঝাইতে

পারে। বর্ষাকালের প্রথম অমাবস্যা নির্দিষ্ট ছিল না। এই অর্থ হইতে পারে না। যে অমাবস্যায় বৎসর আরম্ভ হইত, সেই অমাবস্যায় জন্ম হইয়াছিল। তিনি 'প্রজাপতি' ছিলেন। প্রজাপতি বর্ষপতি, যুগপতি ও যজ্ঞপতি। উত্তরায়ণ দিন হইতে বৎসর আরম্ভ হইত; উত্তরায়ণের পূর্বদিন এক অমাবস্যায় প্রজাপতি কৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল। * বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের (খ্রীঃ-পূ ১৩৭২) আরম্ভে এই যুগাধ্যক্ষ প্রজাপতিকে প্রণাম করা হইয়াছে। এই জ্যোতিষে পাঁচ বৎসরে যুগ। যে-কোন যুগের আরম্ভে প্রজাপতি যুগপতি। তদনুসারে খ্রীঃ-পূ ১৪৪২ অব্দেও এক যুগ আরম্ভ হইয়াছিল।

২। বিষ্ণুপুরাণে (৫।১) শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে বলিতেছেন,—

প্রাবৃট্‌কালে চ নভসি কৃষ্ণাষ্টম্যামহং নিশি।
উৎপৎস্যামি নবম্যাঞ্চ প্রসূতিং ত্বমবাপ্স্যসি॥

"আমি প্রাবৃট্‌কালে শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করিব, আর তুমি নবমীতে করিবে।" (অবশ্য সেই রাত্রে। 'নভসি' সৌর শ্রাবণে।) ইহার পর কি হইয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন।

রবির দক্ষিণায়ন দিন হইতে প্রাবৃট্ আরম্ভ। এইদিন অম্বুবাচী। শ্রীকৃষ্ণের জন্মরাত্রে ঘোর বৃষ্টি হইয়াছিল। প্রতি বৎসর দক্ষিণায়ন হয়, অম্বুবাচী হয়, পূর্বকালেও হইত। কিন্তু প্রতি বৎসর শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে হইত না। যে বৎসর হইত, সে বৎসর কার্ত্তিকী-পূর্ণিমাতে শারদ-বিষুব হইত। তদবধি ৮ মাস গতে অষ্টম তিথিতে, অর্থাৎ শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে দক্ষিণায়ন হইত। ইহা স্থূল গণনা। খ্রীঃ-পূ ১৪৪২ অব্দে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় শারদ-বিষুব হইয়াছিল। অতএব পর বৎসর খ্রীঃ-পূ ১৪৪১ অব্দে শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে দক্ষিণায়ন হইয়াছিল। পুরাণকার এই বৎসর লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

৩। বিষ্ণুপুরাণে মুচুকুন্দ উপাখ্যানে আছে,—

পুরা গর্গেণ কথিতমষ্টাবিংশতিমে যুগে।
দ্বাপরান্তে হরের্জন্ম যদোর্বংশে ভবিষ্যতি॥

---

* যিশুখ্রীষ্টের জন্মদিন, এমন কি জন্মবৎসর জানা নাই। খ্রীষ্টান পণ্ডিতেরা বলেন, তিনি খ্রীঃ-পূ ৮ হইতে ৪ অব্দের মধ্যে জন্মিয়াছিলেন। খ্রীঃ-পূ চতুর্থ শতাব্দ হইতে ২৫ ডিসেম্বর জন্মদিন ধরা হইতেছে। তৎপূর্বে ৬ জানুআরি ধরা হইত। সেদিন মিত্র নামক আদিত্যের পূজা হইত। এইদিনে পাশ্চাত্ত্য পাঁজি অনুসারে সূর্যের উত্তরায়ণ হইত। অদ্যাপি স্কটল্যাণ্ডে ১ জানুআরি যিশুখ্রীষ্টের জন্মদিন পালন করা হইতেছে।

"পুরাকালে গর্গ বলিয়াছিলেন, অষ্টাবিংশ যুগে দ্বাপরের অন্তকালে যদুবংশে হরির জন্ম হইবে।" এখানে মন্বন্তর লিখিত নাই; বৈবস্বত মন্বন্তর হইবে। সে মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ যুগের দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। সে বৎসর খ্রীঃ-পূ ১৪৪২ অব্দ। এই পুরাণ মতে দ্বাপরান্তে অর্থাৎ কলি-বৎসরে কৃষ্ণের জন্ম। দেখা যাইতেছে, এই তিন প্রমাণ অনুসারে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বৎসরে কিম্বা তাহার পর বৎসরে কৃষ্ণের জন্ম হইয়াছিল। সে বৎসরে ঐতিহাসিক কৃষ্ণের জন্ম অসম্ভব। অতএব পাইতেছি, ব্রজের কৃষ্ণের জন্ম কোন্ বৎসরে, তাহা কেহই জানিতেন না।

৫। কৃষ্ণের অমানুষিক কর্ম

শ্রীকৃষ্ণের কেবল বাল্য-চরিতেই তাঁহার অমানুষিক কর্ম পাওয়া যায়। এখানে বিষ্ণুপুরাণ অনুসরণ করি।

১। পূতনা বধ। নন্দগোপ মথুরা হইতে গোকুলে আসিয়াছেন। একরাত্রে দানবী পূতনা কৃষ্ণকে মারিতে বসিয়াছিল। বাল-ঘাতিনী পূতনা আয়ুর্বেদে উক্ত আছে। ইহার বাংলা নাম পেঁচো। কোথায় বাস করে, ইহার কেমন রূপ, আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা হোলিকা নাম্নী পিশাচীও ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু বহুকালের বিশ্বাস উত্তর ভারতের নারী স্মরণ করিয়া হোলি উৎসবে তাহাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেয়। সেদিন সন্ধ্যাকালে ফল্গুনী নক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়। আর, মধ্য-আকাশে কালপুরুষ নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এই নক্ষত্রই পিশাচীর আকারে পূতনা (চিত্র ২৩)। কালপুরুষ নক্ষত্র যে কত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বুঝি ভারত কত বড় দেশ, ও কতকালের পুরাতন। অগ্রহায়ণ মাসে সূর্যাস্তের পর পূতনার উদয় হয়। শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণের জন্ম। অগ্রহায়ণ মাসে পূতনা-বধ হইয়া থাকিবে। ঘটনাটি খ্রীঃ-পূ ৪৫০০ অব্দের। তখন এই নক্ষত্রে বাসন্ত-বিষুব হইত; "বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল" গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। কৃষ্ণের কালে বহুদূরে সরিয়া আসিয়াছিল, পূতনা হত হইয়াছিল।

(চিত্র ২৩) পূতনা

২। শকট-ভঞ্জন। একদিন যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে ঘৃতভাণ্ড বহন করিবার শকটের নিম্নে শোয়াইয়া রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ পা ছুড়িয়া শকট উল্‌টাইয়া দিয়াছিলেন। কে করিল, কে করিল, জিজ্ঞাসা চলিতে লাগিল। বালকেরা বলিল, কৃষ্ণ পা ছুড়িতেছিল, শকট উল্‌টাইয়া পড়িয়াছে। নন্দাদি গোপেরা অত্যন্ত বিস্মিত হইল। এই উপাখ্যানের অর্থ আবিষ্কার সোজা। রোহিণী নক্ষত্রে পাঁচটি তারা ত্রিকোণ শকটের আকারে অবস্থিত; এই হেতু ইহার নাম রোহিণী-শকট (চিত্র ২৪)। সংক্ষেপে শকটও বলা হইত। খ্রীঃ-পূ ৩২৫০ অব্দে রোহিণীতে বাসন্ত-বিষুব হইত, অর্থাৎ সে নক্ষত্রে সূর্য আসিলে দিবারাত্রি সমান হইত। কিন্তু সে কাল চলিয়া গেল, কৃষ্ণ শকট উল্‌টাইয়া দিলেন।

(চিত্র ২৪) রোহিণী-শকট

৩। যমলার্জুন ভঙ্গ। যশোদা চঞ্চল কৃষ্ণকে উদূখলে বাঁধিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্তমনে গৃহকর্মে ব্যাপৃতা হইলেন। কৃষ্ণ উদূখল টানিয়া দুই অর্জুন বৃক্ষের মধ্য দিয়া চলিয়া গেলেন, বৃক্ষদ্বয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। নন্দাদি গোপ দেখিল, কৃষ্ণ ভগ্ন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে থাকিয়া হাস্য করিতেছেন। বৃক্ষভঞ্জন যে কৃষ্ণের কর্ম, তাহারা বুঝিতে পারিল না, ভাবিল মহোৎপাত। তাহাদের উদ্‌বেগের কারণও ছিল। তাহারা জানিত না, যে অর্জুন সে-ই ফাল্গুন। ফল্গুনী নক্ষত্র দুইটি, পূর্ব-ফল্গুনী ও উত্তর-ফল্গুনী। প্রত্যেকে দুইটি তারা, উত্তর-দক্ষিণে অবস্থিত, যেন দুই অর্জুন বৃক্ষ (চিত্র ২৫)। একদা এই দুই নক্ষত্রে সূর্য আসিলে দক্ষিণায়ন হইত। সে প্রায় খ্রীঃ-পূ ৩৫০০ অব্দের কথা। "বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল" গ্রন্থে বিস্তৃত আছে। কিন্তু সেদিন চলিয়া গেল, অয়ন পিছাইয়া পড়িল। কৃষ্ণ যমলার্জুন ভঙ্গ করিলেন।

৪। কালিয় দমন। কৃষ্ণের বয়স সাত-আট বৎসর হইল। তিনি যমুনার নিকটে বৃন্দাবনে অপর বালকের সহিত ধেনু রাখিতে যাইতেন। যমুনার এক হ্রদে কালিয় নাগ বাস করিত। কেহ সে জল স্পর্শ করিতে পারিত না। কৃষ্ণ এক কদম্ব বৃক্ষের উচ্চ শাখা হইতে কালিয়-হ্রদে ঝাঁপ দিলেন। সর্পরাজ তাঁহাকে কুণ্ডল-বেষ্টিত করিল। বালকেরা ব্রজে গিয়া সকলকে বলিল। এই বজ্রপাতোপম বাক্য শুনিয়া "কোথায় কোথায়" বলিতে বলিতে নন্দ যশোদা

রাম প্রভৃতি আসিয়া কাতরভাবে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন। রাম সঙ্কেতে বলিলেন, "কিমিদং দেব-দেবেশ ভাবোহয়ং মানুষঃ?" হে দেব-দেবেশ, একি, এ মানুষভাব কেন? তখন কৃষ্ণ সর্পের মধ্য-ফণা নোয়াইয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। সর্পরাজ কাতর হইয়া সমুদ্রে গিয়া বাস করিল। তদবধি আর কেহ তাহাকে দেখে নাই।
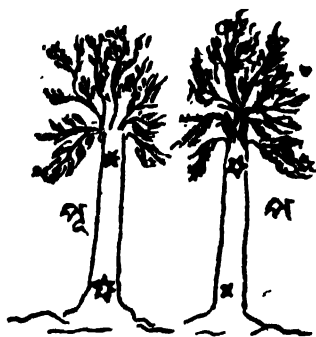
(চিত্র ২৫) যমলার্জুন

ঋগ্‌বেদে কালিয় বৃত্র নামে প্রসিদ্ধ। বৃত্র এক অহি। চিত্রা তারার দক্ষিণে হস্তায় ইহার পুচ্ছ। তদনন্তর পশ্চিমাভিমুখে হস্তা, ফল্গুনীদ্বয় ও মঘার দক্ষিণে প্রসারিত হইয়া অশ্লেষায় চক্রধারণ করিয়াছে (চিত্র ২৬)। গ্রীক তারাপটে ইহার নাম Hydra. চৈত্র-বৈশাখ মাসে সন্ধ্যার পর আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে অক্লেশে চিনিতে পারা যায়। পুচ্ছ হইতে মস্তক পর্যন্ত ইহার দেহের এক এক স্থানে দক্ষিণায়ন হইয়া গিয়াছে। বেদের ইন্দ্র মঘা পর্যন্ত বৃত্র বধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৃত্র বর্ষে বর্ষে গ্রীষ্মকালে জীবিত হইত, ইন্দ্র তাহাকে
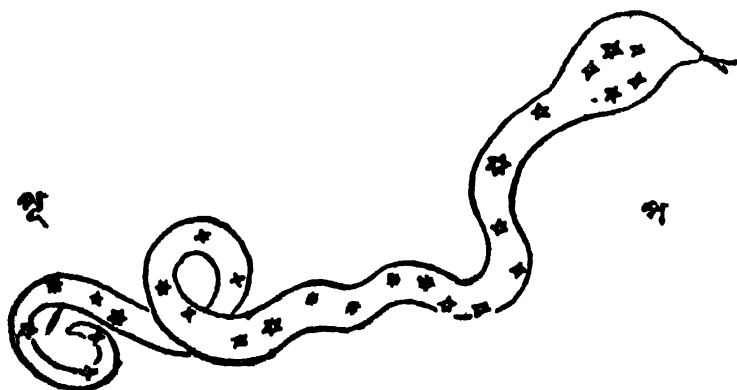
(চিত্র ২৬) কালিয় নাগ

বধ করিতেন। জ্যোতিষগ্রন্থে অশ্লেষার নাম সর্প। শ্রীকৃষ্ণ এই সর্পের মস্তকে আরোহণ করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন। তখন মস্তকে দক্ষিণায়ণ হইত। ইহা খ্রীঃ-পূ একাদশ শতাব্দের কথা। পুরাণেই আছে, কালিয়-দমনের সময়ে বর্ষাকাল

পড়িয়াছিল। রবির দক্ষিণায়ন দিন হইতে বর্ষাকাল আরম্ভ। নক্ষত্র চক্রের মেরুর নাম কদম্ব, জ্যোতিষশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। অয়নকালে কদম্ব ও ধ্রুব এক রেখায় আসে। এইরূপ একদিন কৃষ্ণের জন্মও হইয়াছিল। তিনি সর্পের মস্তকে নৃত্য করিয়াছিলেন। অধোগত ও উর্ধ্বগত হইয়াছিলেন। অয়ন পরিবর্তনের সময়ে সূর্য এইরূপ নিম্ন হইতে উর্ধ্বে অথবা উর্ধ্ব হইতে নিম্নে গমন করেন। আকাশের এক নাম সমুদ্র, ঋগ বেদে উক্ত আছে। সর্পরাজ নিস্তেজ হইয়া আকাশ-সমুদ্রে বাস করিতেছে।

কবি পর পর বলিয়া আসিতেছিলেন। ফল্গুনীর পর মঘা, তারপর অশ্লেষা। বিষ্ণুপুরাণে কালিয়-দমনে অশ্লেষা পাইলাম, কিন্তু মঘা পাইতেছি না। মঘা অশুভ নক্ষত্র। বিষ্ণুপুরাণে ইহাই অরিষ্টাসুর। অরিষ্টাসুর বৃষভাকৃতি (চিত্র ২৭)। ঋগ্ বেদে ইহা গর্দভাকৃতি। সমুদ্র-মন্থনে ইহাই উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব। খ্রীঃ-পূ ২৩০০ অব্দে মঘা নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন হইত। এই সময়ে অরিষ্টাসুর নিহত হইয়াছিল।

৫। গোবর্ধন-গিরি ধারণ। কর্মটি অন্তরীক্ষের। যাস্ক-সঙ্কলিত বৈদিক কোষে গো ও গিরি অর্থে মেঘ আছে। গো-বর্ধন, জলদমেঘ উৎপাদন। শরৎ-কালে এইরূপ মেঘ উৎপন্ন হয় না। কবি মনে করিলেন, যেন কৃষ্ণ উহা ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। নন্দাদি গোপ প্রাচীন প্রথানুসারে শরৎকালে ইন্দ্রযজ্ঞ করিতেন। তৎকালে আশ্বিন-

(চিত্র ২৭) অঘাসুর

কার্ত্তিক শরৎ। বহু পূর্বকালে, আট সহস্র বৎসর পূর্বে, আশ্বিন মাসে রবির দক্ষিণায়ণ হইত এবং সে দিন ইন্দ্রযজ্ঞ হইত। নন্দাদি গোপ সেই স্মৃতি অনুসারে আশ্বিন মাসে ইন্দ্রযজ্ঞ করিতে গিয়াছিলেন। কৃষ্ণ দেখিলেন, অকালে করা হইতেছে। তাঁহার কালে শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমীতে ইন্দ্রযজ্ঞ করা উচিত ছিল। তিনি দিন পরিবর্তনের ব্যবস্থা পাইলেন না, নন্দকে বুঝাইয়া সে যজ্ঞ রহিত করাইলেন এবং গো-পূজা, গো-বর্ধনের নিমিত্ত পূজা প্রবর্তিত করিলেন।

ইন্দ্রযজ্ঞ রহিত হইলে ইন্দ্র অবশ্য ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু 'গো-কুলের' অনিষ্ট করিতে পারিলেন না। তখন ইন্দ্র কৃষ্ণকে কহিলেন, "আমি গো-গণের বাক্যে

আপনাকে উপেন্দ্র করিতেছি, আপনার নাম গো-বিন্দ হইবে।” গো অবশ্য গোরু নয়, তারকা। পূর্বকালে যে যে নক্ষত্রে রবির দক্ষিণায়ন হইয়া গিয়াছে, ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব রক্ষা পাইয়াছে, এখন সেদিন চলিয়া গিয়াছে, কালিয় নাগ-বধের চিহ্ন পর্যন্ত গিয়াছে। নূতন উপেন্দ্র পদ করিতে হইল। কৃষ্ণ ইন্দ্ররূপ সূর্যের স্থানীয় হইলেন।

কৃষ্ণের নানাবিধ অমানুষিক কর্ম দেখিয়া গোপেরা শঙ্কিত ও বিস্মিত হইয়াছিল।

বালক্রীড়েয়মতুলা গোপালত্বং জুগুপ্সিতম্।
দিব্যঞ্চ কর্ম ভবতঃ কিমেতৎ তাত কথ্যতাম্॥

“আপনার এই অতুলনীয় বাল্যক্রীড়া, এই ‘দিব্য’ কর্ম দেখিতেছি। অথচ নিন্দিত গোপকুলে আপনার জন্ম। এ সকল কি? হে তাত, আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।”

এখানে কবি আর ঢাকিতে পারিলেন না। ব্যাপারটা কি, আভাস দিলেন। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন (৫।১), “গবাং সূর্যঃ পরো গুরু”, সূর্য গো-গণের গুরু। এই গো অবশ্য গোরু নয়। গো-কুল, যমুনা, কদম্ব প্রভৃতি কোথায়, তাহা চিন্তা করিলে, কবির অদ্ভুত রূপক-সৃষ্টি স্মরণ করিলে, বিস্মিত হইতে হয়। পুরাণকার এই রূপক দ্বারা বৈদিক কৃষ্টির স্মৃতি রক্ষা করিয়াছেন।

ষষ্ঠ প্রকরণ

পুরাণে চন্দ্র

পুরাণ শ্রবণ করিলে পুণ্য হয়। একথা শুনিলে নব্যেরা হাসে। কেহ বলে, গুলিকা-সেবীর জৃম্ভণ হইতে পুরাণের উৎপত্তি। কেহ বলে, এখন কি ঠাকুরমায়ের কোলে শুইয়া গল্প শুনিবার সময়? কেহ ধীর; সে বলে, এখন বৈজ্ঞানিক যুগ চলিতেছে, এখন কল্পনার কাল নয়।

বৈজ্ঞানিক যুগ, বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু আমরা আদিম মানবের ভাষা ভুলিতে পারিয়াছি কি? কে না বলে, সূর্য প্রত্যহ পূর্বদিকে উঠেন, পশ্চিমে ডুবেন? প্রাচীনকালে বড় বড় পণ্ডিতরাও বলিতেন, ভূ স্থিরা; সূর্য প্রত্যহ পূর্ব-সমুদ্র হইতে উত্থিত হন, পশ্চিম-সমুদ্রে নিমগ্ন হন।

"সমুদ্র কোথায়?"

"ঐ যে নীল আকাশ-সমুদ্র দেখা যাইতেছে। পৃথিবী গোলাকার জড়-পিণ্ড, মহার্ণবে বেষ্টিত আছে। কেহ সে অর্ণবের উর্ধ্ব-সীমা জানে না। রাত্রি-কালে তারাগণ সে সমুদ্র উত্তরণ করিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে চলিয়া যায়।"

সূর্য দিবাকর, চন্দ্র নিশাকর। যেন দুই ভ্রাতা দিবারাত্রির অধিকার ভাগ করিয়া লইয়াছেন। চন্দ্র নিশাপতি, তারাপতি। এখানে তারাপতি চন্দ্রের চরিত লিখিতেছি।

১। চন্দ্রের রোহিণী-প্রীতি

চন্দ্র নিশাপতি। তিনি প্রত্যহ পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে তারাগণের পাশ দিয়া গমন করেন। প্রথম দিনে যে নক্ষত্রের নিকটে থাকেন, দ্বিতীয় দিনে তাহার পূর্বদিকের দ্বিতীয় নক্ষত্রে থাকেন। তৃতীয় দিনে তৃতীয় নক্ষত্রে, ইত্যাদি ক্রমে ২৭ দিনে ২৭ নক্ষত্র ভোগ করেন। ঋগ্বেদের ঋষি বলিলেন, চন্দ্রকে নক্ষত্রগণের ক্রোড়ে রাখা হইয়াছে। পুরাণকার বলিলেন, ২৭টি নক্ষত্র চন্দ্রের পত্নী; ২৭ রাত্রে তিনি ২৭ পত্নীর গৃহে বাস করেন।

অতি প্রাচীন কালে দক্ষ নামে এক প্রজাপতি ছিলেন। প্রজাপতি, যিনি যাবতীয় প্রজার অধ্যক্ষ। যাহার জন্ম হয়, সে-ই প্রজা। দক্ষের অনেক

পুত্র-কন্যা ছিল। তিনি ২৭টি কন্যাকে চন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করেন। এখন যেমন কোন কোন কন্যার রোহিণী, ফাল্গুনী, চিত্রা, বিশাখা বা রাধা নাম আছে, তেমন দক্ষেরও ২৭ কন্যার এইরূপ নক্ষত্র-নাম ছিল। প্রজাপতি যখন চন্দ্রকে ২৭টি কন্যা দান করেন, তখন জামাতাকে বলিয়া দেন, "বাপু ২৭টির প্রতি সমান প্রীতি করিবে।"

কিন্তু চন্দ্র শ্বশুরাজ্ঞা পালন করিলেন না, রোহিণীর প্রতি আসক্ত হইলেন। তাঁহার গৃহেই চন্দ্র পুনঃ পুনঃ যাইতে লাগিলেন। রোহিণীর ভগ্নীগণ স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা পিতার নিকটে তাঁহাদের দুঃখের কথা জানাইলেন। দক্ষ জামাতাকে ডাকিয়া পুনর্বার বলিলেন, "বাপু, অধর্ম করিও না। ২৭ কন্যাই তোমার পত্নী।"

কিন্তু চন্দ্রের রোহিণীর প্রতি আসক্তির হ্রাস হইল না। তখন প্রজাপতি চন্দ্রকে শাপ দিলেন, "তোর যক্ষ্মা হউক।" চন্দ্রের যক্ষ্মা, এই হেতু নাম রাজযক্ষ্মা।

দিনে দিনে চন্দ্র ক্ষয় পাইতে লাগিলেন। চন্দ্রের পত্নীগণ চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, দক্ষের নিকট গিয়া শাপের অপনোদন প্রার্থনা করিলেন। তখন দক্ষ বলিলেন, "আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। ১৫ দিন চন্দ্রের ক্ষয়, আর ১৫ দিন বৃদ্ধি হইবে। সূর্য ক্ষয় আপূরণ করিবেন।" (মহাভারত, শল্য পর্ব, ৩৬ অধ্যায়)।

এখানে পুরাণকার রোহিণীর প্রতি চন্দ্রের অত্যধিক প্রীতি, চন্দ্রের ক্ষয় ও রবি কর্তৃক পূরণ বর্ণনা করিয়াছেন। পুরাণ রচনার বহুকাল পূর্ব হইতে এই উপাখ্যান প্রচলিত ছিল। সাড়ে চারি হাজার বৎসর পূর্বে কৃষ্ণ যজুর্বেদ প্রণীত হইয়াছিল। তাহাতে আছে (২৩৫), প্রজাপতির ৩৩টি কন্যা ছিল। এই সকল কন্যা তিনি রাজা সোমকে দেন। এই ৩৩ কন্যা কৃত্তিকার ছয় তারা এবং অভিজিৎ লইয়া নক্ষত্র-চক্রের ২৭ নক্ষত্র। এই সকল নক্ষত্র নাম্নী কন্যা ভোগ করেন বলিয়া চন্দ্রের এক নাম তারাপতি হইয়াছে। কিন্তু কোন ভার্যারই সন্তান না হওয়া আশ্চর্যের বিষয় বটে। উক্ত বেদ বলেন, চন্দ্র ৩৩ কন্যা বিবাহ করিলেও রোহিণীতেই পুনঃ পুনঃ উপগত হইতেন। ইহা শুনিয়া প্রজাপতি সোমের যক্ষ্মা রোগ দিলেন। সোমের পত্নীগণ আদিত্যের নিকট হইতে চরু আনিয়া সোমকে ভোজন করাইলেন। সোম পাপমুক্ত হইলেন।

রোহিণী চন্দ্রের প্রেয়সী ছিলেন, কালিদাস তাহা স্বীকার করিয়াছেন। 'বিক্রমোর্বশী'তে চন্দ্র-রোহিণী যোগের কথা আছে। অভিপ্রায় এই, রোহিণী যেমন

চন্দ্রের প্রেয়সী, কাশীরাজ-দুহিতাও যেন পুরূরবার তেমনই প্রেয়সী হইতে পারেন। 'শকুন্তলা'তেও কবি লিখিয়াছেন, 'উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণীযোগম্।"

কথাটা মিথ্যা নয়। সত্য সত্যই চন্দ্রকে রোহিণীতে পুনঃ পুনঃ উপগত হইতে দেখা যায়। রবিভ্রমণ-পথ ও চন্দ্রভ্রমণ-পথ এক নহে। রবিপথকে চন্দ্রপথ দুই স্থানে ছেদ করিয়াছে। চন্দ্রপথের এক অর্ধাংশ রবিপথের উত্তরে, অপরার্ধ দক্ষিণে। জ্যোতির্গণিতে দুই ছেদ বিন্দুর একটির নাম রাহু, অপরটির নাম কেতু। দুই পথের মধ্যে ৫।০ অংশ কোণ হইয়াছে। রবিপথের ৫।০ অংশ উত্তরে ও দক্ষিণে যে সকল তারা আছে, সে সকল তারা চন্দ্র কর্তৃক কখন-না-কখন গ্রস্ত বা আচ্ছাদিত হইতে পারে। অপর তারাগুলি কদাপি হইতে পারে না। রোহিণী নক্ষত্র শকটাকারে অবস্থিত, রবিপথ হইতে প্রায় ৩° অংশ ও ৬° অংশের মধ্যে। 'রাহু-কেতু' স্থির নহে। উহারা পশ্চিম দিকে সরিয়া যাইতেছে, প্রায় ১৮॥০ বৎসরে রবিপথের পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে। সেই সময়ের মধ্যে চন্দ্র রোহিণী-শকট ভেদ করিয়া থাকেন। রাহু-কেতু মাসে ১° অংশেরও অধিক পশ্চিম দিকে সরিতেছে। এই হেতু চন্দ্রপথ স্থির নয়। কিন্তু কোণ স্থির আছে। চন্দ্র রোহিণী-শকট একবার ভেদ করিলে পরে পরে দুই তিন মাস করেন। এই কারণেই সহজে রোহিণী-চন্দ্র-সমাগম দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চন্দ্রপথের নিকটবর্তী অন্য নক্ষত্র ১৮॥০ বৎসরে মাত্র একবার আচ্ছাদিত হয়। রোহিণী উজ্জ্বল তারা, চন্দ্র-সন্নিধানে অদৃশ্য হয় না। মঘা ব্যতীত অপর নক্ষত্র অদৃশ্য হয়। এই হেতু রোহিণী-চন্দ্র-সমাগম আরও সহজে প্রত্যক্ষ হয় (চিত্র ২৮)।

(চিত্র ২৮) রোহিণী-চন্দ্র সমাগম
১—রবিপথ, ২—চন্দ্রপথ, ৪—রোহিণী-শকট

সূর্যের রশ্মিতেই চন্দ্রের দীপ্তি, ইহা বহু বহু পূর্বকালে আর্যগণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদে তাহার উল্লেখ আছে। অতএব রবি-রশ্মি দ্বারা ক্ষীণচন্দ্র পূর্ণ হয়, ইহা পুরাণকার নূতন লেখেন নাই। ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য।

২। চন্দ্রের তারাহরণ

পুরাণে দেবাসুর-সংগ্রাম প্রসিদ্ধ। দেবাসুরের চিরদিনের বৈরিতা কখনও নিবৃত্ত হয় নাই। বিনা কারণে সংগ্রাম হয় না। চন্দ্র এক সংগ্রামের হেতু

হইয়াছিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতির তারা নাম্নী ভার্যা ছিলেন। চন্দ্র তারা হরণ করিয়াছিলেন। বৃহস্পতির প্রার্থনায় ভগবান ব্রহ্মা ও দেবর্ষিগণ অনুরোধ করিলেও চন্দ্র তারা পরিত্যাগ করিলেন না। তখন সংগ্রাম অনিবার্য হইয়া উঠিল। শুক্র অসুরগণের আচার্য। তিনি অসুরগণসহ চন্দ্রের পক্ষে হইলেন। রুদ্র ও দেবগণসহ ইন্দ্র বৃহস্পতির সহায় হইলেন। উভয় পক্ষে ভয়ানক সংগ্রাম হইল। এই সংগ্রাম তারার নিমিত্ত হইল বলিয়া ইহার নাম তারকাময় রণ। এই সংগ্রামে সমস্ত জগৎ বিক্ষুব্ধ হইয়া ব্রহ্মার শরণ লইল। ব্রহ্মা যুদ্ধ নিবারণ করিয়া বৃহস্পতিকে তারা অর্পণ করিলেন। ইতোমধ্যে তারা গর্ভবতী হইয়াছিলেন। বৃহস্পতির আজ্ঞায় তিনি ঈষিকাস্তম্বে (মুঞ্জ-তৃণে) গর্ভ নিক্ষেপ করিলেন। জন্মমাত্র কুমার স্বকীয় কান্তি দ্বারা দেবগণ অপেক্ষাও তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। পুত্রটি কাহার? চন্দ্রের না বৃহস্পতির? প্রথমতঃ তারা লজ্জায় কিছু বলিতে পারিলেন না। পরে সদ্যোজাত কুমারের ভৎর্সনায় ও পিতামহের অনুজ্ঞায় তারা স্বীকার করিলেন, পুত্রটি চন্দ্রের। তখন চন্দ্র প্রীত হইয়া পুত্রের নাম বুধ (প্রাজ্ঞ) রাখিলেন (বিষ্ণুপুরাণ, ৪।৬)।

এই উপাখ্যানে সত্য ঘটনা এমন রূপকাবৃত হইয়াছে যে সহজে বুঝিতে পারা যায় না। রূপক হইলেও স্থানে স্থানে অর্থও সূচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ, সংগ্রামের নাম তারকাময়, অর্থাৎ তারা লইয়া সংগ্রাম। দ্বিতীয়তঃ, চন্দ্র, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ—যাঁহারা সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা গ্রহ। তৃতীয়তঃ, জ্যোতির্বিদ্যায় গ্রহগণের পরস্পর নৈকট্য কিম্বা গ্রহ ও তারার নৈকট্যের নাম সংগ্রাম বা যুদ্ধ। অতএব উপাখ্যানের ভাবার্থ এই যে, এক সময়ে চন্দ্র, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ ও একটা নক্ষত্র পরস্পর নিকটবর্তী হইয়াছিল। চন্দ্র সে নক্ষত্র আচ্ছাদন করিয়াছিল। চন্দ্রের এক পার্শ্বে বৃহস্পতি, বুধ ও রুদ্র এবং অন্য পার্শ্বে শুক্র ও অসুরগণ ছিলেন। রুদ্র আর্দ্রা নক্ষত্রের অধিপতি। আর্দ্রা তারা লোহিতবর্ণ, কালপুরুষের দক্ষিণ বাহু। বৃহস্পতি ও শুক্র, উভয়েই অতিশয় উজ্জ্বল। পরস্পর নিকটবর্তী হইলে সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যদি উহাদের মধ্যে চন্দ্র থাকে, এইরূপ স্থিতি দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বুধগ্রহ একটা ছোট তারার মত দেখায়। এক এক সময়ে আমাদের নিকটস্থ হয়, তখন উজ্জ্বল দেখায়। কিন্তু সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, কখনও সূর্য হইতে ২৮° অংশের অধিক দূরে যায় না। শুক্রও সূর্য ছাড়িয়া যায় না; সূর্যাস্তের পরে কিম্বা

সূর্যোদয়ের পূর্বে দপ্ দপ্ দীপ্তি পাইতে থাকে। অতএব রবি সংগ্রামস্থলের অধিক দূরে ছিলেন না।

কিন্তু কোন্ তারা লইয়া সংগ্রাম? বৃহস্পতি পুষ্যা নক্ষত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সে প্রায় ছয় সহস্র বৎসর পূর্বের কথা। তদবধি গুরু-পুষ্যা-যোগ প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। শুক্র ইহারও পূর্বে বৈদিক আর্যগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। শুক্র মায়া জানেন। এই কয়েক মাস সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বদিকে দেখিয়াছি, এখন কেমন করিয়া সূর্যাস্তের পরে পশ্চিম দিকে আসিলেন? শুকতারা চিনে না, এমন লোক অল্প। শুকতারা কখনও কখনও এত উজ্জ্বল হয় যে, দিবাভাগেও দেখিতে পাওয়া যায়। পুষ্যা তারা তেমন উজ্জ্বল নয়। চন্দ্র দ্বারা পুষ্যার আচ্ছাদন অতি সামান্য ব্যাপার। ঈষিকাস্তম্ব বা শরবন ছায়াপথ। ইহার কিয়দংশ পুনর্বসু নক্ষত্রে অবস্থিত। এখানে বুধ দৃষ্ট হইয়াছিল। এই গ্রহ-সন্নিবেশ হইতে পাইতেছি, রবি মৃগশিরা নক্ষত্রে ছিলেন। অতএব দাঁড়াইল এই, পূর্বদিকে অশ্লেষায় শুক্র, তারপর পুষ্যা, চন্দ্র, বুধ, উজ্জ্বল আর্দ্রা এবং সকলের পশ্চিমে মৃগশিরায় রবি। রবি অস্তগত হইয়াছে, শুক্লা তৃতীয়ার চন্দ্র পুষ্যা নক্ষত্র আচ্ছাদন করিয়া পূর্বদিকে সরিয়া যাইতেছে। তাহার দুই পার্শ্বে উজ্জ্বল শুক্র ও বৃহস্পতি এবং বুধ ছিল (চিত্র ২৯)। এই পঞ্চগ্রহের সমাগম সর্বদা ঘটে না। অশ্লেষায় শুক্র, তিনি অসুরগুরু। অতএব অশ্লেষা হইতে অসুর-রাজ্যের আরম্ভ। রবির দক্ষিণায়নাদি বিন্দু হইতে দক্ষিণ দিকে অসুর-রাজ্য। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দে অশ্লেষায় দক্ষিণায়ন হইত। অতএব মনে হয়, এই পঞ্চগ্রহের সমাগম উক্ত কালে কিম্বা কিছু পরে দৃষ্ট হইয়াছিল।
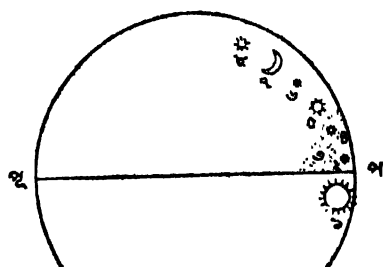
(চিত্র ২৯) তারা-হরণ
১—সূর্য, ২—আর্দ্রা, ৩—ছায়াপথ, ৪—বুধ, ৫—বৃহস্পতি, ৬—পুষ্যা ৭—চন্দ্র, ৮—শুক্র

৩। চন্দ্র অত্রি-নেত্রোদ্ভব

চন্দ্রের এক নাম অত্রি-নেত্রোদ্ভব; অত্রির নেত্র হইতে জাত। পদ্মপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ ইত্যাদি পুরাণে এবং হেমচন্দ্রকোষে আছে। ইহা এক পরমাশ্চর্য কথা।

ইহার মূল ঋগ্‌বেদে আছে। এক অতীতকালে সূর্যের পূর্ণগ্রহণ হইয়াছিল। সূর্য অন্ধকার দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিল। লোকে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। মনে করিয়াছিল, সূর্যের আর প্রকাশ হইবে না। সে সময়ে অত্রি ঋষি চারিটি ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা সূর্যের আবরণ মুক্ত করিয়া অন্ধকার দূর করিয়াছিলেন।

সূর্যগ্রহণ অসাধারণ নয়। কিন্তু অধিকাংশ খণ্ডগ্রহণ, কতক বলয়-গ্রহণ। সূর্যবিম্ব সম্পূর্ণরূপে তমঃ দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে সে গ্রহণ পূর্ণগ্রহণ। এই পূর্ণগ্রহণ তত সাধারণ নয়। বিশেষতঃ, কোন এক স্থান হইতে পূর্ণগ্রহণ ৩৬০ বৎসরে মাত্র একবার দেখা যাইতে পারে। সূর্যবিম্ব পূর্ণ আচ্ছাদিত হইবার দশ-বার মিনিট পূর্ব হইতে দীপ্তির হ্রাস হয়। কিন্তু সূর্য এত উজ্জ্বল যে, আধ মিনিট পূর্বেও তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারা যায় না। তারপর হঠাৎ সূর্য নিবিয়া যায়; গাঢ় অন্ধকারে লোকে দিশাহারা হইয়া পড়ে; পাখী বাসায় ফিরিয়া যায়; গোরু-বাছুর উর্ধ্বমুখে বিহ্বল হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে পাঁচ-সাত মিনিট থাকে। পরে সূর্যের চন্দ্রকলার মত এক কলা দৃষ্ট হয়।

এখন আমরা গ্রহণের কারণ বুঝি। আমরা জানি, সূর্য নিবিয়া যায় না, পাঁচ-সাত মিনিট পরে আবার দেখা যাইবে। তথাপি সাধারণ লোকে ভীত হইয়া পড়ে; কাঁসর-ঘণ্টা বাজাইয়া রাহুকে তাড়াইতে বসে; কেহ-বা ইষ্টমন্ত্র জপ করে। মোক্ষ হইলে শুভ মুহূর্ত আসে, তখন স্নানদানাদি কর্মের পুণ্যকাল। শহরে দেখি গ্রহণের সময়, সূর্যগ্রহণই কি আর চন্দ্রগ্রহণই কি, গৃহিণীরা শাঁখ বাজাইয়া সকলকে সাবধান করিয়া দেন। প্রাচীনকালে যাইতে হইবে না, কিছুকাল পূর্বেও সভ্যদেশে রাহু-ভীতি প্রবল ছিল। এখন বিদ্যালয়ের বালকেরাও জানে, চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে; চন্দ্র পৃথিবী ও সূর্যের মাঝে আসিলে সূর্যগ্রহণ হয়। তখন চন্দ্র সূর্যকে আচ্ছাদন করে, পৃথিবীতে চন্দ্রের ছায়া পড়ে। সে ছায়া দ্রুতবেগে সরিয়া যায়, তখন সূর্যবিম্বের এক পার্শ্ব চন্দ্রকলার মত দেখা যায়। একখণ্ড মেঘে সূর্য আচ্ছাদিত হইলেও ঠিক এইরূপ ছায়া পড়ে। এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্রাচীনকালে সূর্যগ্রহণের কারণ অনুমান অসম্ভব ছিল না। চন্দ্রগ্রহণের কারণ অনুমান কঠিন, কিন্তু সূর্যগ্রহণের নয়। সব সময় চন্দ্রের ছায়া পৃথিবী স্পর্শ করে না। পৃথিবী স্পর্শ করিলেও দ্রষ্টাকে আবৃত করে না, সে গ্রহণ দেখিতে পায় না।

ঋগ্‌বেদের পঞ্চম মণ্ডলে (সূক্ত ৪০) ৫, ৬ ও ৯ ঋকের বঙ্গানুবাদ রমেশচন্দ্র দত্ত এইরূপ করিয়াছেন,—

"হে সূর্য! যখন আসুর স্বর্ভানু তোমাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল, নিজ স্থান নিরূপণে হতবুদ্ধি ব্যক্তি যেরূপ দৃষ্ট হয়, তৎকালে ত্রিভুবনও সেইরূপ লক্ষিত হইয়াছিল ॥ ৫ ॥

হে ইন্দ্র! যখন তুমি সূর্যের অধঃস্থিত স্বর্ভানুর সেই সকল মায়া দূরে অপসারিত করিয়াছিলে, তখন অত্রি চারিটি ঋকের দ্বারা অন্ধকারসমাচ্ছন্ন সূর্যকে প্রকাশিত করিয়াছিল ॥ ৬ ॥

আসুর স্বর্ভানু অন্ধকার দ্বারা সূর্যকে আবৃত করিলে অত্রিপুত্রগণ অবশেষে তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন, অন্য কেহই সমর্থ হন নাই ॥ ৯ ॥"

যে অন্ধকার সূর্যকে আবৃত করিয়াছিল, তাহার নাম স্বর্ভানু। স্বর্ভানু এক অসুর। পুরাণে রাহুর এক নাম স্বর্ভানু।

ঋগ্‌বেদ হইতে পাইতেছি,—(১) সূর্যের পূর্ণগ্রহণ হইয়াছিল; গ্রহণের কারণ এক অসুর, স্বর্ভানু। (২) ইন্দ্র সে অসুরের মায়া অপসারিত করিয়াছিলেন; (৩) অত্রি ঋষি চারিটি ঋকের দ্বারা সূর্যকে প্রকাশ করিয়াছিলেন অতএব হঠাৎ মনে হইতে পারে, সূর্যই অত্রিনেত্রোদ্ভব। কারণ সূর্যই অত্রির মন্ত্রে প্রকাশিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রই তমঃ অপসারিত করিয়াছিলেন। সেই তমঃ স্বর্ভানু, সে অসুর। ইন্দ্র ব্যতীত অসুর কিম্বা অসুর-মায়া বিনাশ অপর কাহারও সাধ্য ছিল না। এখানে বুঝিতে হইতেছে, অত্রি জানিয়াছিলেন, চন্দ্র সে অন্ধকার ছায়ার-কারণ। পুরাণে বহু স্থানে আছে, অমাবস্যায় চন্দ্র সূর্যে প্রবেশ করেন। পুরাণের সহিত ঐক্য করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে, অতি প্রাচীনকালে কেহ কেহ সূর্যগ্রহণের প্রকৃত কারণ ধরিতে পারিয়াছিলেন।

অত্রি চারিটি ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা সূর্যকে প্রকাশ করিলেন। ইহার অর্থ কি? মূলে আছে, 'তূরীয়েণ ব্রহ্মণা।' তূরীয় চতুর্থ। ব্রহ্মণ্ শব্দের অর্থ কি? সায়ন বুঝিয়াছেন ঋক্‌মন্ত্র। কেহ কেহ 'তূরীয়েণ ব্রহ্মণা' অর্থে 'তূরীয় যন্ত্র (চক্রপাদ) দ্বারা' বুঝিয়াছেন। কিন্তু এই অর্থ অসম্ভব। কারণ (১) সূর্যগ্রহণ দেখিতে কোন যন্ত্রের আবশ্যক হয় না, আর (২) দূরবীক্ষণ ব্যতীত অপর কোন যন্ত্র দ্বারা মোক্ষের সূক্ষ্মকাল জানিতে পারা যায় না; (৩) প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিদ্যার কোন যন্ত্রই জানা ছিল না। এক সময়ে আমি এই গ্রহণটি বুঝিতে ভুল

করিয়াছিলাম। এখন মনে হইতেছে, তুরীয়েণ ব্রহ্মণা—চারিটি ঋকমন্ত্র দ্বারা, এই অর্থই ঠিক। সূর্য পূর্ণ আচ্ছাদিত হইলে অত্রি ঋষি কোন দেবের উদ্দেশে ঋকমন্ত্র আবৃত্তি করিতেছিলেন। আর, দেখিলেন, চতুর্থ ঋক্ সমাপ্তিকালে সূর্যের এক প্রান্তের প্রকাশ হইল। অর্থাৎ চারিটি ঋক্ আবৃত্তি করিতে যত মিনিট সময় লাগিয়াছিল, সূর্যের পূর্ণ আচ্ছাদন তত মিনিট ছিল। একটি ঋকমন্ত্র উচ্চারণ করিতে কত সময় লাগে? বোধ হয়, দেড় মিনিটের অধিক নয়। অতএব পূর্ণ গ্রহণ ছয় মিনিটের অধিক স্থায়ী হয় নাই। দিবালোকের মধ্যে হঠাৎ ছয় মিনিট রাত্রির অন্ধকার আসিয়া পড়িলে সহজেই লোকে বিহ্বল হয়।

ঋগ্বেদের কালে এক এক ঋষিবংশ এক এক গ্রহ-নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণে দক্ষ হইয়াছিলেন। অঙ্গিরা বংশ বৃহস্পতি, ভৃগু বংশ উশনা (শুক্র), অত্রি বংশ চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ এবং অনেক ঋষিবংশ নক্ষত্র পর্যবেক্ষণ করিতেন। যাঁহারা নক্ষত্র দর্শন করিতেন, তাঁহাদিগকে 'নক্ষত্রদর্শ' বলা হইত।

কোন্ বৎসরে এই গ্রহণ হইয়াছিল, কেহ কেহ সে বৎসর গণিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু গণনার উপজীব্যের অভাব। আর উপজীব্যের অভাব হইলে গণিতবিদ্যা নিস্ফল। তথাপি কেহ কেহ উপজীব্য কল্পনা করিয়া মূলের অর্থান্তর করিয়া একটা কাল আনিতে প্রয়াসী হন। এইরূপ বৃথা প্রয়াসের আরও দৃষ্টান্ত আছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়দ্রথ-বধ-দিবসে অপরাহ্নে পূর্ণ সূর্যগ্রহণ হইয়াছিল। সে গ্রহণ কোন্ বৎসরে হইয়াছিল, যদি সেটা জানিতে পারি, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ-বৎসরও জানিতে পারিব। এই আশায় কত লোকে সে গ্রহণ গণিতে অকারণ পরিশ্রম করিয়াছেন। গণিবার উপজীব্য নাই। কিন্তু প্রথমে তাঁহারা বাঞ্ছিত উত্তর পাইবার আশায় উপজীব্য কল্পনা করিয়াছেন।

ঋগ্বেদোক্ত গ্রহণ বৎসরের কোন্ দিনে হইয়াছিল? যখন ইন্দ্র আছেন, তখন বলিতে পারি, এক দক্ষিণায়ন-প্রবৃত্তি-দিনে হইয়াছিল। ঋষিগণ যে সে দিন নিরূপণ করিতে পারিতেন, দুই-তিন দিনের ভুল করিতেন না, তাহাও বলিতে পারা যায় না। অমাবস্যায় ইন্দ্রযজ্ঞ হইত; অমাবস্যা পাইবার ব্যগ্রতাও ছিল। কিন্তু দিবসের কোন্ ভাগে? কোন্ প্রহরে? জানা নাই। তবে বোধ হয়, প্রথম প্রহরে। সেদিন ঋষিগণ সূর্যোদয়ের পরে ইন্দ্রযজ্ঞ করিতে বসিয়াছিলেন; হঠাৎ এই উৎপাত আরম্ভ হয়। এই কারণেই এই গ্রহণ এত

প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু গণিতের নিমিত্ত অত্রির নিবাস জানা আবশ্যক। কোথা হইতে তিনি গ্রহণ দেখিয়াছিলেন? এ সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। মনে রাখিতে হইবে, পঞ্জাব অল্প স্থান নয়, পূর্ব-পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ভূখণ্ড। কলিকাতায় পূর্ণগ্রহণ হইলে আমরা বাঁকুড়ায় পূর্ণগ্রহণ না দেখিতেও পারি। অতএব কৌতূহল নিবৃত্তির উপায় নাই।

৪। চন্দ্র ক্ষীরোদার্ণব-সম্ভব।

ক্ষীরোদ সাগরে চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল। কথাটা শুনিলেই হাসি আসে। ক্ষীরোদ সাগর দুগ্ধ-সমুদ্র। সে সমুদ্র কোথায়? চন্দ্র স্বর্গে থাকেন, দুগ্ধ-সমুদ্রও স্বর্গে থাকিবার কথা। চন্দ্র আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু দুগ্ধ-সমুদ্র কোথায়? দুগ্ধ-সমুদ্র, ইহার অর্থ দুগ্ধের সমুদ্র নয়, দুগ্ধের তুল্য শুভ্র সমুদ্র। বিস্তীর্ণ জলরাশির নাম সমুদ্র। তথাপি দুগ্ধ-সমুদ্র না বলিয়া দুগ্ধ-নদী বলিলে ঠিক নাম হইত। এই দুগ্ধ-নদী আমাদের অজ্ঞাত নয়। ইচ্ছা করিলেই আমরা প্রতি অন্ধকার রাত্রে এই নদী দেখিতে পাই। কালিদাস নাম রাখিয়াছিলেন ছায়াপথ। ছায়া, দীপ্তি; পথ, দক্ষিণ হইতে উত্তরে দেবলোকে যাইবার পথ। কিন্তু ইহার বৈদিক নাম সরস্বতী। সরস্বতী দুইটি। একটি মর্ত্যে, সেটি ত্রি-সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে লুপ্ত হইয়াছে। অপরটি স্বর্গে, সেটি দিব্য-সরস্বতী। ইহারই নাম স্বর্নদী, স্বর্গঙ্গা, সুরগঙ্গা, মন্দাকিনী ইত্যাদি।

একদা এই ক্ষীরনদী মথিত হইয়াছিল, তাহাতেই চন্দ্রের উৎপত্তি। কথাটা শুনিতে অদ্ভুত। কিন্তু বুঝিলে পৌরাণিকের বিচিত্র রূপক-কল্পনার পরিচয়ে চমৎকৃত হইতে হইবে।

স্বর্গরাজ্যের সীমা লইয়া দেবাসুরের দ্বন্দ্ব চিরকাল চলিয়া আসিতেছিল। অসুরেরা সীমা লঙ্ঘন করে, কাজেই দেবগণকে যুদ্ধ করিতে হয়। একবার বহুকাল ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিতেছিল, দেবগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ লিখিতেছেন (১।৯), পিতামহ ব্রহ্মার উপদেশে দেবগণ ক্লান্তি অপনোদনের নিমিত্ত অমৃতপানে অভিলাষী হইলেন। ক্ষীরোদসাগর মন্থন করিলে অমৃত উত্থিত হইবে। কিন্তু সে সাগর মন্থন করা কেবল দেবগণের সাধ্য ছিল না। তাঁহারা অসুরগণের সহিত সন্ধি করিলেন, "তোমরাও অমৃতের ফলভাগী হইবে; উত্থিত অমৃত দ্বারা তোমরা ও আমরা উভয়ই বলবান্ হইব।" তখন উভয়

পক্ষ সেই শুভ্রসাগরে নানাবিধ ওষধি নিক্ষেপ করিলেন। মন্দর পর্বত মন্থন-যষ্টি, কূর্মরূপী ভগবান্ হরি যষ্টির আধার এবং বাসুকি মন্থন-রজ্জু হইলেন। (চিত্র ৩০)। দেবগণ বাসুকির পুচ্ছ এবং অসুরগণ মুখ-প্রদেশ ধারণপূর্বক মন্থন করিতে লাগিলেন। মন্থনের ফলে সুরভি, পারিজাত তরু, অপ্সরাগণ, চন্দ্র, অমৃত-
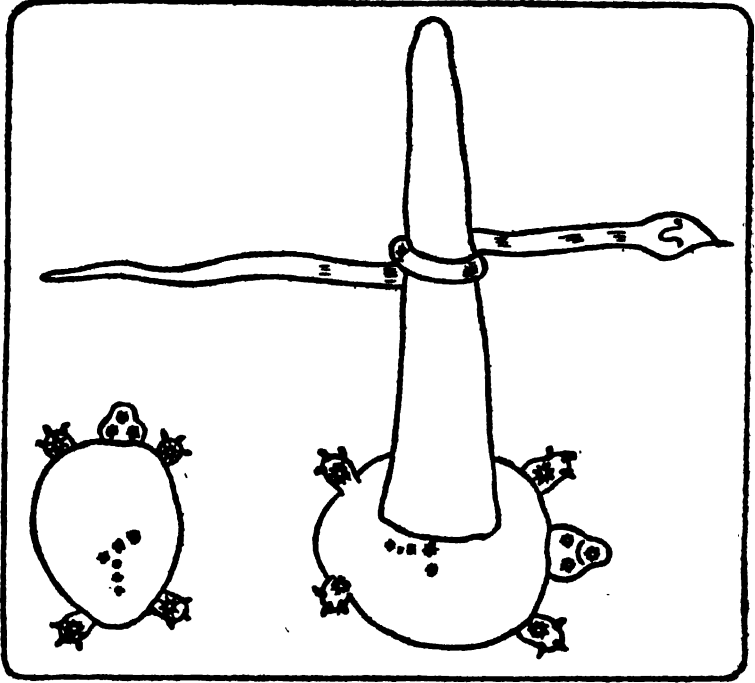
(চিত্র ৩০) সমুদ্রমন্থন

কমণ্ডলু হাতে ধন্বন্তরি এবং শেষে শ্রী (লক্ষ্মী দেবী) উত্থিত হইলেন। পদ্ম ও ভাগবত পুরাণে আরও দুইটি অধিক আছে। যেমন, শ্বেতহস্তী ঐরাবত ও অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা। পুরাণকারের এই বিশাল ভাবনা অনুধ্যান করিলে মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া যায়।

মহাদেব চন্দ্রকে শিরোভূষণ করিলেন। লক্ষ্মী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিলেন। ধন্বন্তরির হস্তে কমণ্ডলুতে অমৃত ছিল। কিন্তু বিষ্ণুমায়ায় অসুরেরা অমৃত পাইল না। ইন্দ্রাদি দেবগণ অমৃতপানে বলবীর্যবান হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা অসুরগণকে পরাজিত করিলেন।

এখন এই উপাখ্যান বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে রাত্রি ৮টার সময় পশ্চিম দিকচক্রে একটা স্থূল দুগ্ধ-শুভ্র বলয়ার্ধ দেখা যায়। তখন চিত্রা তারা খ-মধ্য হইতে ৩৪° অংশ দক্ষিণে থাকে। (চিত্র ৩১)। আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে রাত্রি ৮টার সময় পূর্বদিকচক্রে দুগ্ধবলয়ের অপরার্ধ দৃষ্ট হয়। তখনও চিত্রা তারা রাত্রি ৮টার সময় প্রায় মধ্য-রেখায় আসে। (চিত্র ৩২)। এই বলয়ই ক্ষীরসাগর, দুগ্ধ-সমুদ্র। এই দুই মাসে দুগ্ধবলয়
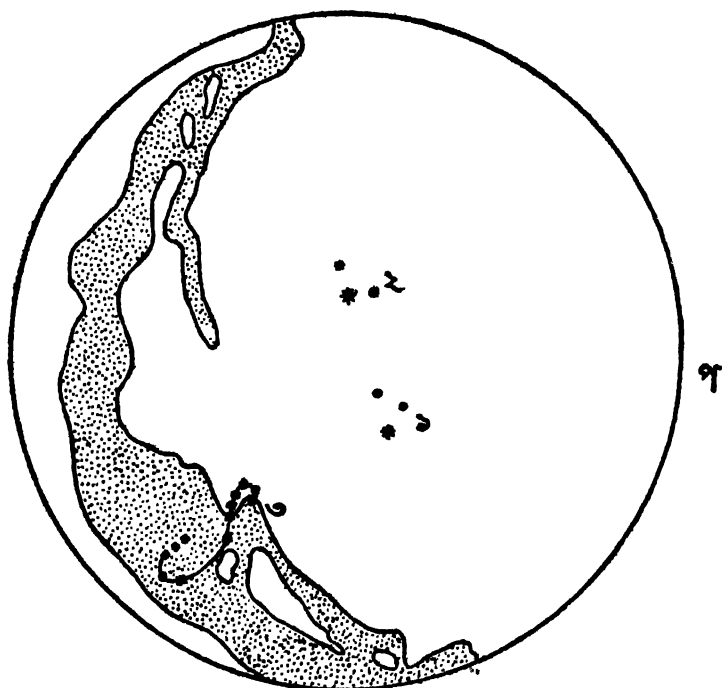
(চিত্র ৩১) জ্যৈষ্ঠ মাসের দুগ্ধ সমুদ্র

একবার পশ্চিম দিকে, পর বার পূর্বদিকে দেখিতে পাই। মনে হয়, যেটা পশ্চিমে ছিল, সেটাই পূর্বে আসিয়াছে; কিম্বা যেটা পূর্বে ছিল, সেটাই পশ্চিমে গিয়াছে। ইহাই মন্থনগতি, ইহা চক্রগতি নয়। এদিক হইতে সেদিক, সেদিক হইতে এদিক ভ্রমণের নাম মন্থনগতি। ক্লক-ঘড়ির দোলক যেমন এদিক হইতে সেদিকে যায় এবং সেদিক হইতে এদিকে আসে, মন্থনগতিও সেইরূপ।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুগ্ধ-সমুদ্র দিকচক্রের সমান্তরালে অবস্থিত নহে। ইহা

ব্রাহ্মণের উপবীতের ন্যায় তির্যগ্‌ভাবে অবস্থিত। ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহে রাত্রি ৮টার সময় মধ্যগগনে কালপুরুষ এবং তাহার পূর্বদিকে তির্যগ্‌ভাবে অগ্নিকোণ হইতে বায়ুকোণ পর্যন্ত বিস্তৃত ক্ষীরসমুদ্র দেখা যাইবে। (চিত্র ৭ পশ্য)। পৃথিবীর দৈনিক আবর্তন ও বার্ষিক গতি হেতু আকাশে ইহার অবস্থান পরিবর্তিত হয়। বৎসরে দুইবার দিকচক্রের সমান্তরালে বলয়ার্ধ দেখা যায়।
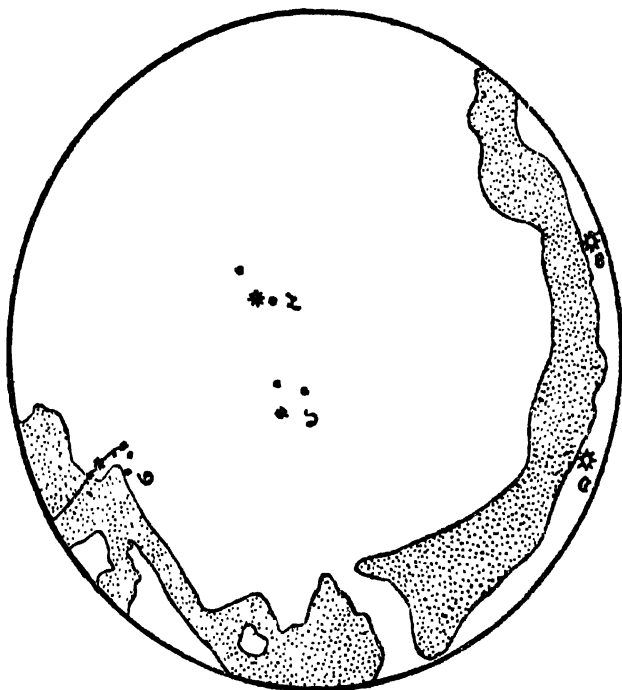
(চিত্র ৩২) আষাঢ় মাসের দুগ্ধ সমুদ্র

রবির বর্ষচক্রের নাম ক্রান্তিবৃত্ত। নভোমণ্ডল প্রত্যহ পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে এক অক্ষরেখায় আবর্তিত হইতেছে। সে অক্ষরেখাকে উত্তর-দক্ষিণে সমান দুই ভাগ করিয়া বিষুব-বৃত্ত রহিয়াছে। ক্রান্তি-বৃত্ত ও বিষুব-বৃত্তের অক্ষদ্বয়ের মধ্যে প্রায় ২৪° অংশ কোণ আছে; সুতরাং দুই বৃত্ত পরস্পর দুই স্থানে ছেদ করিয়াছে। সে দুই ছেদ-বিন্দুর নাম বিষুব। (চিত্র ৩৩)। বিষুব-বিন্দুদ্বয় স্থির নহে; অল্পে অল্পে পশ্চিম দিকে সরিয়া যাইতেছে। চিত্রে ব—বাসন্ত-বিষুব-বিন্দু, বঁ—শারদ বিষুব-বিন্দু। ব পশ্চিম দিকে সরিয়া গেলে মনে

হইবে, ত (তারা) পূর্বদিকে সরিয়া যাইতেছে। তখন য-ত'এর অন্তর বাড়িতে থাকিবে। এইরূপ য ক্রা পর্যন্ত গেলে য-ত'এর অন্তর ১৮০° অংশ হইয়া যাইবে। তারপর য যখন ক্রান্তি-বৃত্তের অপরদিকে যাইতে থাকিবে, তখন মনে হইবে, উহা পূর্বদিকে আসিতেছে, ত পশ্চিমে যাইতেছে। এইরূপে ত (তারা)-কে একবার পূর্বে, পরবার পশ্চিমে আসিতে দেখা যাইবে। যেন ক্লক ঘড়ির দোলক।
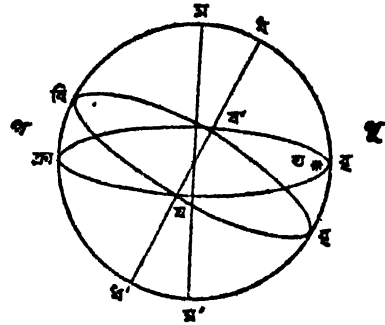
(চিত্র ৩৩) বিষুব ও ক্রান্তি-বৃত্ত

কবি ক্রান্তি-বৃত্তের অক্ষরেখাকে মেরু-পর্বত, বিষুব-বৃত্তের অক্ষ-রেখাকে মন্দর-পর্বত এবং বিষুব-বৃত্তকে বাসুকিরূপ রজ্জু কল্পনা করিয়াছেন। কালপুরুষ নক্ষত্র কূর্মরূপ বিষ্ণু, মন্থন-যষ্টির আধার। মন্দর পর্বতকে বেষ্টন করিয়া রজ্জু আছে। সে রজ্জুর প্রান্ত ধরিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে টানিলে বিষুব-বৃত্ত পশ্চিমে সরিয়া যাইবে। আর মনে হইবে, তারাগণ সঙ্গে সঙ্গে পূর্বে সরিয়া যাইতেছে। অন্যদিকে টানিলে মনে হইবে, তারাগণ পশ্চিমে সরিয়া যাইতেছে। ইহাই মন্থন-গতি।

কেহ কেহ মনে করিয়াছেন,—বেদের কালে আর্যেরা সোমপান করিতেন, আর উহা মন্থন করিয়া পান করিতেন; ক্ষীরোদ সাগর-মন্থন সোমমন্থনের প্রতিরূপ। এই অনুমান সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ সোমরস মথিত হইত না, মন্থনের প্রয়োজনও ছিল না। দুই কলসীতে ঢালাঢালি করিলেই পানের যোগ্য হইত।

ক্ষীরসমুদ্র মন্থনে যাহা উত্থিত হইয়াছিল সে সব অলীক কল্পনা নয়। অবশ্য সমুদ্র মন্থন না করিলেও সে সব থাকিত; সমুদ্র মন্থন একটা উপলক্ষ্য। মন্থনোত্থিত বস্তুসমূহের মধ্যে তিন চারিটি ক্ষীর সাগরে এবং অপরে তাহার বাহিরে অবস্থিত। অপ্সরাগণ নক্ষত্র নয়, অপরে চন্দ্র ও নক্ষত্র।

অন্ধকার রাত্রে নভোমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে একদিকে তাহার শোভায়, গাম্ভীর্যে ও ঔদার্যে যেমন বিস্ময় জন্মে, অপর দিকে তেমন নিকটস্থ

তারাসন্নিবেশে এক এক মূর্তি মনে আসে। মনে হয় যেন কোথাও মানুষ দাঁড়াইয়া আছে, কোথাও অশ্ব, কোথাও গজ, কোথাও কুক্কুর, কোথাও পক্ষী, কোথাও সর্প, কোথাও নদী, কোথাও বৃক্ষ ইত্যাদি। সকল দেশের প্রাচীন সভ্য জাতি এইরূপ মূর্তি কল্পনা করিতেন। পাঁজিতে যে মেষ, বৃষ ইত্যাদি দ্বাদশ রাশির চিত্র প্রকাশিত হইতেছে, সে সব আকৃতির উৎপত্তি এই। নিকটস্থ তারা দ্বারা কোন আকৃতির সম্পূর্ণ মূর্তি পাওয়া যায় না। কল্পনা বলে আকৃতি পূর্ণাঙ্গ করিতে হয়। এই কারণে সকলে এই আকৃতি দেখিতে পায় না, চিনিতেও পারে না। যে-যে আকৃতির স্থান ও প্রসঙ্গ পাওয়া যায়, কেবল সে সে আকৃতি চিনিতে পারা যায়।

বিষ্ণুপুরাণ—লিখিত চন্দ্র ও অমৃতকলস হস্তে ধন্বন্তরি সহজে চিনিতে পারা যায়। মহাদেবের শিরোভূষণ কলাচন্দ্র। কলাচন্দ্রে বৈদিক কালের রুদ্রের ইতিহাস পাওয়া যায়। কালপুরুষ নক্ষত্রে রুদ্রের অধিষ্ঠান। প্রায় ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে একদা বসন্ত ঋতুতে উষাকালে কালপুরুষের কিছু উত্তরে কলাচন্দ্র দৃষ্ট হইত। সে সময়ে শরৎকালে রুদ্রের সহিত পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইত। তিনিই ধন্বন্তরি, পূর্ণচন্দ্রই অমৃতকলস। চন্দ্র সুধাময়। (বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল গ্রন্থে 'রুদ্র' পশ্য)। চিত্রা নক্ষত্র লইয়া রাশিচক্রে কন্যার কল্পনা হইয়াছিল; সে কন্যাই লক্ষ্মী দেবী। পাঁজিতে কন্যার যে রূপ, লক্ষ্মীদেবীর সে রূপ নহে। লক্ষ্মীদেবী উত্থিত হইলে চারি দিক্ হস্তী শুণ্ডে চারি কলস ধরিয়া তাঁহার অভিষেক করিয়াছিল। ইহা কোজাগরী লক্ষ্মীর অবিকল বর্ণনা। এক অতীব অতীতকালে, আট সহস্র বৎসর পূর্বে চিত্রা নক্ষত্রে রবি আসিলে দক্ষিণায়ন আরম্ভ হইত। সে ঘটনা আশ্রয় করিয়া কোজাগরী লক্ষ্মীর কল্পনা হইয়াছে। বিষ্ণু সূর্যের চলন্তমূর্তি। ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর, তৃতীয় পাদক্ষেপ দক্ষিণায়নাদি বিন্দুতে ঘটে। তখন লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিলেন; বর্ষাকাল উপস্থিত হইল, ধনধান্য-স্বরূপা লক্ষ্মীর আবির্ভাব হইল।

৫। চাঁদামামা ও সুজ্জিমামা

আমরা শৈশব হইতে চাঁদা মামার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। লক্ষ্মীদেবী আমাদের মাতা; ক্ষীরোদসাগরসম্ভূত চন্দ্র তাঁহার সহোদর। সুতরাং চন্দ্র আমাদের মাতুল, কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা শৈশব হইতে সুজ্জিমামার নামও

শুনিয়াছি। কোন্ সূত্রে তিনি আমাদের আর এক মাতুল হইলেন, তাহা জানিতে হইলে বেদের কালে যাইতে হইবে।

প্রলয় হইয়াছে। এক ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই নাই।

"নাহো ন রাত্রির্ন নভো ন ভূমির্নাসীৎ তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।"

(বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।৪৩)

অর্থাৎ, প্রলয়কালে দিবা, রাত্রি, আকাশ, ভূমি, অন্ধকার, আলোক বা অন্য কোন বস্তু ছিল না।

তখন অপ্‌দ্বারা বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত ছিল। তাহাতে ক্ষোভ জন্মিল এবং আদিত্য ও দেবগণ উৎপন্ন হইলেন। আদিত্য সূর্য। সেই মহার্ণবে সূর্যের জন্ম। ক্ষীরোদসাগর সে মহার্ণবের অতি অতি ক্ষুদ্র অংশ। অতএব চন্দ্রও সে অর্ণবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্র ও সূর্য দুই সহোদর। সূর্যকে সুজ্জিমামা বলি, মিথ্যা বলি না।

এক বাঙ্গালী কবি, কতকাল পূর্বে কে জানে, কমলার দেশে সুজ্জিমামার বিবাহ দিয়াছিলেন। বালিকারা এক খেলার ছড়ায় অদ্যাপি আবৃত্তি করে। এই ছড়াটি বঙ্গের পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত প্রচলিত আছে। ছড়াটি এই,—

আগডোম, বাগডোম, ঘোড়াডোম সাজে।
লাল মেঘে ঘুঙ্গুর বাজে॥
বাজাতে বাজাতে চলল ঢুলী।
ঢুলী গেল কমলাপুলী॥
কমলাপুলীর টিয়েটা।
সুজ্জিমামার বিয়েটা॥

বর্ষা শেষ হইতে চলিয়াছে। একদিন দিবাকর অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইতেছেন, রক্তিমচ্ছটায় পশ্চিম গগন উদ্ভাসিত হইয়াছে। কবি মেঘে এক রক্তবর্ণ রথ দেখিলেন। তাহার কিঙ্কিনীজাল হইতে ঠুং ঠুং শব্দ হইতেছে। এক অশ্ব সে রথ বহন করিতেছে। সে অশ্ব অতিশয় তেজস্বী। তাহার সম্মুখে এক অগ্রগামী ডোম পথের জনতা সরাইতেছে। দ্বিতীয় ডোম অশ্বের বল্গা ধরিয়া আছে এবং তৃতীয় ডোম অশ্বপাল, পশ্চাতে চলিয়াছে। ঢোল বাজাইতে বাজাইতে ঢুলী চলিয়াছে; তাহারা কমলাপুরীতে প্রবেশ করিল। সেখানে একটি ঝী আছে। সুজ্জিমামার বিবাহ হইবে।

[টীকা :—ছাড়ার দুই লক্ষণ,—(১) বাক্য ছোট ছোট, (২) পর পর বাক্যের অর্থের যোগ থাকে না। এই ছড়ার এক বিশেষ ভাব আছে। বাক্যের প্রচ্ছন্ন অর্থ আছে, ছড়াটির কবিত্বও চমৎকার। পূর্বকালে ডোমেরা অশ্বপাল (সহিস) ও সৈন্য হইত। ঘুঙুর, পাঠান্তর ঘাঘর, রথচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি। বোধ হয়, মেঘধ্বনি হইতেছিল। কিম্বা, অদূরে দেবমন্দিরে ঘণ্টা ও ঘাঘর শব্দ শুনা যাইতেছিল। কমলাপুলী—কমলাপুরী, কমলালয়, আকাশ-সমুদ্র। পুলী—পুরী। তুল° পুরপিঠা—পুলিপিঠা। স° দুহিতা, প্রা° ধীতা—ধীআ—ঠীআ (অনুরূপ ঝীআ)—টীয়া। তুল° ধাম—ঠাম, ধিক্কার—টিটকার। টীয়েটা, অবজ্ঞায় 'টা'। বিয়েটা, অবজ্ঞায় 'টা'। কবি কন্যার নাম করেন নাই। করিবার কথাও নয়। পুরাণে নাম ছায়া (মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৭৭ অধ্যায়)। ঋগ্‌বেদে নাম সবর্ণা (ঋগ্‌বেদ ১০।১৭)। এক সন্ধ্যাকালে এই কন্যার সহিত সূর্যের বিবাহ হইয়াছিল।]

পরিশেষে মহর্ষি ব্যাসের শিষ্য সম্প্রদায়কে যুক্ত-করে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি, যাঁহাদের প্রসাদে ভারতের আপামর জনসাধারণের কৃষ্টি প্রচারিত হইয়াছে, যাহার ফলে ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম এক পরিবারভুক্ত মনে করিতেছে। ধন্য আমরা !

সপ্তম প্রকরণ

অগস্ত্যোপাখ্যান

অগস্ত্যোপাখ্যান অলৌকিক উপাখ্যানের এক দৃষ্টান্ত। ইহার মূল সত্য। কিন্তু অধিকাংশ পাঠক ধরিতে পারেন না, গল্প মনে করেন। এখানে অগস্ত্যোপাখ্যান ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

অগস্ত্যের জন্ম

বসিষ্ঠ ও অগস্ত্যের একই প্রকারে জন্ম হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদ সপ্তম মণ্ডলের ৩৩ সূক্তে বসিষ্ঠ ও অগস্ত্যের জন্মকথা এইরূপ আছে—

উর্বশীকে দেখিয়া মিত্রাবরুণের রেতঃ স্খলিত হইয়া পুষ্করে ও কুম্ভে পতিত হইয়াছিল। পুষ্করে বসিষ্ঠের এবং কুম্ভে অগস্ত্যের জন্ম হইয়াছিল। "লোকে বলে।"

বসিষ্ঠ ঋগ্‌বেদের এক বিখ্যাত মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্র-পৌত্রাদি বাসিষ্ঠ নামে খ্যাত ছিলেন। ইহারা বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া নানাস্থানে বাস করিতেন। অগস্ত্যও ঋগ্‌বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁহার বংশ তাদৃশ বিস্তৃত হয় নাই। বহুকাল পরে বাসিষ্ঠগণ বংশের আদিপুরুষের জন্ম সম্বন্ধে এক অদ্ভুত উপাখ্যান শুনিয়াছিলেন। তাঁহারা অগস্ত্যবংশের আদিপুরুষ সম্বন্ধেও সেইরূপ উপাখ্যান শুনিয়াছিলেন। সেই উপাখ্যানে বসিষ্ঠের জন্ম পুষ্করে (পুকুরে, জলাশয়ে) এবং অগস্তের জন্ম কুম্ভে হইয়াছিল। কবে হইয়াছিল? যেদিন মিত্রাবরুণের উদ্দেশে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বালিত হইয়াছিল। সে দিন উর্বশীও দৃষ্ট হইয়াছিল।

এখানে অনেক কথা আসিতেছে। লোকে উর্বশী চিনে না, জানে না; মনে করে একটা অপরূপ সুন্দরীর কল্পনা। উর্বশী অপ্সরাগণের মুখ্যা। উর্বশী দূরে থাক, কেহ অপ্সরাও দেখে নাই। নগরে অপ্সরা দেখা দেয় না। নগরবাসী দেখিতে যত্ন করিলেও দেখিতে পাইবে না। অপ্সরা উষা নয়, উষার কোন রূপই নাই। নিম্নস্থ সূর্যের কিরণ উর্ধ্বে আবহের দ্বারা পৃথিবীর দিকে প্রতিফলিত হয়; এই প্রতিফলিত আলোই উষা। সূর্যের কিরণ চন্দ্রপৃষ্ঠে পতিত

হইয়া পৃথিবীর দিকে প্রতিফলিত হয়; এই প্রতিফলিত আলোই জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার কোন রূপ নাই, সেইরূপ উষারও নাই। অরুণরাগ উষা নয় অপ্সরাও নয়। এইরূপ সন্ধ্যা বা সন্ধ্যারাগও অপ্সরা নয়। বর্ষার আরম্ভ হইতে শরৎকাল পর্যন্ত সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পরেই অপ্সরা দেখা যাইতে পারে। সূর্যাস্তকালেই অপ্সরা অধিক দেখা যায়। বর্ষা ও শরৎ ভিন্ন অন্য ঋতুতে দেখা যায় না।

মিত্রাবরুণ কে? মিত্র ও বরুণ দুই আদিত্য। সূর্য প্রত্যহ উদিত ও অস্ত-গত হইতেছেন। কিন্তু কখনও গ্রীষ্ম কখনও বর্ষা, কখনও শীত ইত্যাদি ঋতু কেমন করিয়া হয়? নিশ্চয় সূর্যই ঋতুভেদের কর্তা। সূর্যের যে শক্তি ঋতুভেদের কারণ, সে শক্তির নাম আদিত্য। গ্রীষ্মঋতুর আদিত্যের নাম মিত্র, বর্ষাঋতুর বরুণ। এই দুই আদিত্য যেখানে মিলিত হন সেখানে তাঁহারা মিত্রাবরুণ। সেদিন রবির দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হয়, বর্ষাকাল পড়ে। সে দিনকে আমরা অম্বুবাচী বলি। ঋগ্‌বেদের কালে সেদিন ইন্দ্রযজ্ঞ হইত, সে যজ্ঞে মিত্রাবরুণও আহূত হইতেন। ঋগ্‌বেদে বসিষ্ঠ ও অগস্ত্য ঋষি বহু সূক্তে ইন্দ্রের স্তুতি করিয়াছেন। সেই যজ্ঞদিনে ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়াছেন। কারণ, ইন্দ্রের কৃপা ব্যতীত বৃষ্টি হয় না। অতএব পাইলাম—রবির দক্ষিণায়ন দিনে অর্থাৎ অম্বুবাচীর দিনে বসিষ্ঠের ও অগস্ত্যের জন্ম হইয়াছিল। এমন দেশে বসিষ্ঠের জন্ম হইয়াছিল, যে দেশে অম্বুবাচীর দিন প্রচুর বৃষ্টি হইয়া পুকুর ভরিয়া গিয়া-ছিল। আর, এমন দেশে অগস্ত্যের জন্ম হইয়াছিল, যে দেশে বারিপাত অল্প; এত অল্প যে কুম্ভে মাপিতে পারা যাইত। কুম্ভ মানপাত্র। এই হেতু অগস্ত্যের নাম কুম্ভযোনি, আর এক নাম মান। তাঁহার বংশধরগণ মান্য নামে খ্যাত ছিলেন। এক্ষণে পাঞ্জাবের উত্তরে যত মরুভূমি তুল্য শুষ্ক দেশ দেখিতে পাওয়া যায়, বহুকাল পূর্বে উত্তরে তত মরুর লক্ষণ ছিল না, বহু দক্ষিণে ছিল। অতএব পাঞ্জাবের দক্ষিণভাগের কোনস্থানে অগস্ত্যের জন্ম হইয়াছিল।

বসিষ্ঠ ও অগস্ত্য, উভয়ই মিত্রাবরুণের পুত্র, উভয়েই মৈত্রাবরুণ। এইরূপ জন্ম মনুষ্যলোকে হইতে পারেনা, নিশ্চয় দেবলোকে হইয়াছিল। দেবলোকে সূর্য, সেখানেই মিত্রাবরুণ। অতএব, বসিষ্ঠ ও অগস্ত্য দুই তারা। পূর্বকালে প্রাচী-নেরা মনে করিতেন, পুণ্যাত্মারা স্বর্গে গিয়া তারারূপে বিদ্যমান আছেন। ইহার প্রমাণ, সগর রাজার ষষ্টি সহস্র সন্তান ভাগীরথীর জলস্পর্শে মুক্তিলাভ করিয়া

স্বর্গে ষষ্টিসহস্র তারকা হইয়াছেন; তাঁহাদের সমবায়ে ক্ষীর-সমুদ্র বা ছায়াপথের (Milky Way) উৎপত্তি হইয়াছে। সপ্তর্ষির সাতটি তারার পূর্ব হইতে দ্বিতীয় তারা বসিষ্ঠ। অতি নিকটে একটি ক্ষুদ্র তারা আছে; সেটি বসিষ্ঠের পত্নী অরুন্ধতী। অগস্ত্য দক্ষিণ আকাশের মুক্তাফলবৎ স্নিগ্ধজ্যোতি উজ্জ্বল তারা। ইহার ইংরেজী নাম Canopus. একটু দূরে একটি তারা আছে, সেটি অগস্ত্যের পত্নী লোপামুদ্রা। লোপামুদ্রা নাম ঋগ্‌বেদে আছে।
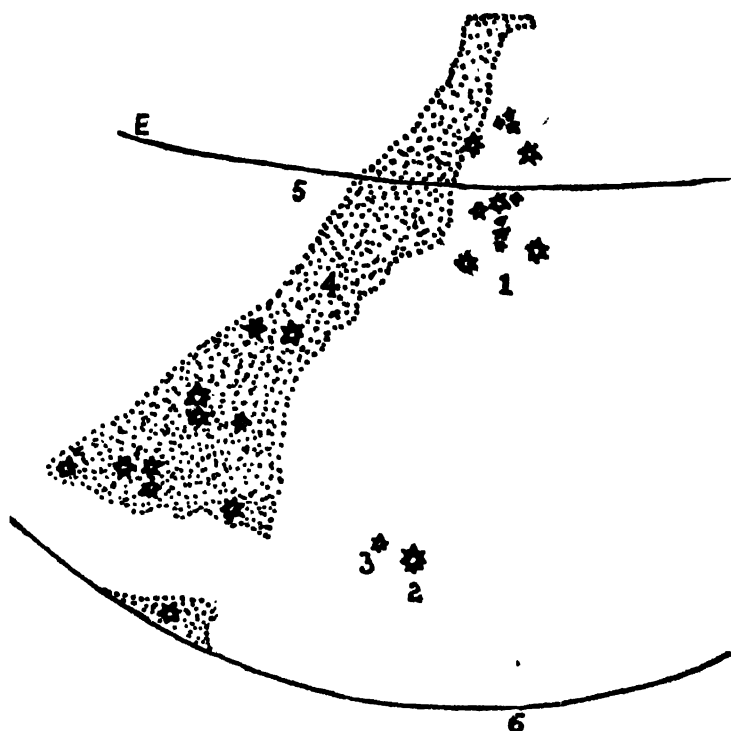
(চিত্র ৩৪) কালপুরুষ ও ছায়াপথ। যাবতীয় চিত্র দক্ষিণ মুখ হইয়া দেখিতে হইবে।
1 কালপুরুষ ; 2 অগস্ত্য ; 3 লোপামুদ্রা ; 4 ছায়াপথ ;
5 বিষুববৃত্ত ; 6 ক্ষিতিজ।

অনেকে কালপুরুষ নক্ষত্র চিনেন। কালপুরুষের মধ্যরেখায় বহু দক্ষিণে অগস্ত্য তারা। অগস্ত্য যখন মধ্যরেখায় আসে, তখন আমাদের দেশের (অক্ষাংশ ২৩°, যেমন বাঁকুড়া-বর্ধমান) ক্ষিতিজ (horizon) হইতে ১৪° অংশ উচ্চে দেখিতে পাওয়া যায় (চিত্র ৩৫)। অগস্ত্য অতি মন্দগতি। মধ্যরেখায়

আসিবার ২ ঘণ্টা ১৭ মিনিট পূর্বে উদয় হয়, ২ ঘণ্টা ১৭ মিনিট পরে অস্ত যায়। শ্রীনগরের (অক্ষাংশ ৩৪°) ক্ষিতিজ হইতে মাত্র ৩° অংশ উচ্চে দেখা যায় এবং মনে হয় যেন তারাটি নড়িতেছে না। এখান হইতে (অক্ষাংশ ২৩°) দেখিলে ১১ই আশ্বিন রাত্রি ৪টার সময় অগস্ত্য মধ্যরেখায় আসে, ১১ই কার্তিক রাত্রি ২টায়। এইক্রমে ১১ই ফাল্গুন রাত্রি ৮টায় মধ্যরেখায় আসে। বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাস পর্যন্ত দেখা যায় না। ২৪শে ভাদ্র সূর্যোদয়ের ৫২ মিনিট পূর্বে দৃষ্ট হইয়া রবিকরে অদৃশ্য হয়। এইদিন অগস্ত্যের অর্ঘ্যদান বিহিত।

অগস্ত্যের কীর্তি

১। বাতাপি বধ

মহাভারত বনপর্বে (৯৬ অধ্যায়) মহর্ষি অগস্ত্যের অমানুষিক কর্ম বর্ণিত আছে। মণিমতীপুরীতে ইল্বল নামে এক দৈত্য বাস করিত। সে একদিন এক তপঃপ্রভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণের নিকটে দেবরাজতুল্য পুত্র প্রার্থনা করিল। ব্রাহ্মণ অসম্মত হইলে ইল্বল জাতক্রোধ হইয়া ব্রাহ্মণ-সংহারে প্রবৃত্ত হইল। ইল্বলের এক ক্ষমতা ছিল, সে নিহত ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করিতে পারিত। বাতাপি নামে তাহার এক অনুজ ছিল। সে ছাগরূপ ধারণ করিতে পারিত। ইল্বল আগন্তুক ব্রাহ্মণকে ছাগরূপী বাতাপির মাংস ভোজন করাইত। পরে বাতাপিকে আহ্বান করিত; বাতাপি ব্রাহ্মণের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করিয়া সহাস্যে বহির্গত হইত। ব্রাহ্মণও প্রাণত্যাগ করিতেন।

এই সময়ে একদিন ভগবান অগস্ত্য এক গর্ত মধ্যে তাঁহার পিতৃগণকে একত্র লম্বিত দেখিতে পাইলেন।

"আপনারা কেন এইভাবে অবস্থান করিতেছেন ?"

"বৎস ! তোমার সন্তান অভাবে আমরা এই দুঃখ ভোগ করিতেছি; তুমি পুত্র উৎপাদন করিলে আমাদের এই নরকযন্ত্রণা আর ভোগ করিতে হইবে না।"

মহর্ষি অগস্ত্য বিবাহ করিয়া পুত্রোৎপাদন করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু নিজের যোগ্যা কন্যা কোথাও দেখিতে পাইলেন না। স্বয়ং মনে মনে উত্তম উত্তম অঙ্গ বাছিয়া এক কন্যা নির্মাণ করিলেন। এই কারণে সে কন্যার নাম হইল লোপামুদ্রা। লোপামুদ্রা বিদর্ভরাজের দুহিতারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং বিবাহযোগ্যা হইলে মহর্ষি রাজার নিকটে কন্যা প্রার্থনা করিলেন। রাজা ও

রাণী, উভয়েই শোকাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু লোপামুদ্রা বিবাহে সম্মত হইলেন এবং বিবাহের পর অমূল্য বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া চীরবল্কল ধারণপূর্বক মহর্ষির সহিত তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষি তাঁহার আচরণে প্রীত হইলেন।

কিয়ৎকাল পরে একদিন অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে কহিলেন, "আমি তোমার সহিত বিহার করিব।" লোপামুদ্রা কহিলেন, "আমার পিতৃভবনে যেরূপ গৃহ, বসন-ভূষণ, সজ্জা ইত্যাদি ছিল, তাহা না পাইলে বল্কল পরিধানপূর্বক আপনার সমীপস্থ হইতে পারিব না।"

তখন মহর্ষি ধন অন্বেষণে বহির্গত হইলেন। পরে পরে দুই রাজার নিকটে ধনার্থী হইলেন। তাঁহারা রাজ্যের আয়ব্যয় দেখাইয়া কহিলেন, "রাজ্যে স্থিতি কিছুই নাই। ইল্বল অতিশয় ধনবান্, আপনি তাহার নিকট ধন প্রার্থনা করুন।" তখন মহর্ষি ইল্বলের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইল্বল পরম সমাদরে মহর্ষির পূজা করিয়া ছাগরূপী বাতাপির সুসংস্কৃত মাংস ভোজন করাইল। আহারান্তে অগস্ত্য বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে ইল্বল বাতাপিকে আহ্বান করিল। অগস্ত্য সহাস্যে কহিলেন, "আমি ছাগমাংস জীর্ণ করিয়াছি, তুমি বাতাপিকে আর কোথায় পাইবে?"

তখন ইল্বল ভয়-কম্পিত কলেবরে অগস্ত্যকে অভিলষিত ধন দান করিল। মহর্ষি ধন লইয়া লোপামুদ্রার ইচ্ছানুরূপ আয়োজন সম্পূর্ণ করিলেন। পরে তাঁহার এক পুত্র জন্মিয়াছিল।

ব্যাখ্যা

কালপুরুষ নক্ষত্রের কটিদেশে তিনটি বড় ও দুইটি ছোট তারা আছে। এই পাঁচটি তারার নাম ইল্বকা। সেই ইল্বকা উপাখ্যানের ইল্বল হইয়াছে। বাতাপি ছাগরূপ ধারণ করিতে পারিত, কালপুরুষ নক্ষত্রই ছাগ (চিত্র ৩৫)। কালপুরুষের প্রকৃত নাম মৃগ। এই মৃগ হরিণ নহে, ছাগবিশেষ। এখানে মনে করিতে হইবে, ইল্বকা ও কালপুরুষ নক্ষত্র পৃথক। এখন কালপুরুষ

(চিত্র ৩৫) ইল্বল ও বাতাপি

নক্ষত্র ভাদ্র মাসে ভোরবেলায় উঠিতে দেখা যায়। পূর্বকালে জ্যৈষ্ঠ মাসে উঠিত। সে সময় মাঝে মাঝে ঘূর্ণিবায়ু উত্থিত হয় এবং ভীষণ বেগে অগ্রসর হইয়া মিলাইয়া যায়। ঋগবেদে এই ঝড়ের নাম বাত। অগস্ত্য তারাও সেই সময়ে উঠিত। কবি অগস্ত্য দ্বারা ঘূর্ণিঝড় বিনাশ করিলেন। অবশ্য বহুকাল পূর্বের ঘটনা।

২। সমুদ্র শোষণ

মহাভারত বনপর্বে (১০৪ অধ্যায়) অগস্ত্যের সমুদ্র-শোষণ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। বৃত্রাসুর নিহত হইলে কালেয় নামক দানবেরা জাতক্রোধ হইয়া ত্রৈলোক্য বিনাশ করিতে সঙ্কল্প করিল। তাহারা দিবাভাগে সমুদ্রে লুক্কায়িত থাকিত এবং রাত্রিকালে বহির্গত হইয়া তপস্বিগণের তপস্যায় বিঘ্নোৎপাদন করিত। দেবগণ ঋষি-মনুষ্য-যক্ষ-গন্ধর্ব-কিন্নর সমভিব্যাহারে অগস্ত্যের শরণাপন্ন হইলেন। অগস্ত্য নিঃশেষে সমুদ্র পান করিয়া ফেলিলেন। তখন কালেয়দিগের সহিত দেবগণের প্রচণ্ড সংগ্রাম হইল। কালেয়গণ পরাজিত হইয়া পাতালে পলায়ন করিল।

ব্যাখ্যা

স্থানে স্থানে ভূপৃষ্ঠ উত্থিত, স্থানে স্থানে অধোগত হইতেছে। সমুদ্রতীরবর্তী স্থানেই এই উত্থান-পতন লক্ষ্য করিতে পারা যায়। এককালে সুন্দরবনের ভূমি জলমগ্ন ছিল, এখন সেখানে অরণ্যানী। এককালে বোম্বাই কয়েকটি দ্বীপ ছিল, এখন সে-সব যুক্ত হইয়া সমুদ্রের উপকূল হইয়াছে। হঠাৎ মনে হইতে পারে, পূর্বকালে সমুদ্রের নিকটবর্তী যে স্থান জলমগ্ন ছিল, পরে সে ভূমি শুষ্ক হইয়াছে—এই তথ্য লইয়া সমুদ্র-শোষণ উপাখ্যান রচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার নিমিত্ত অগস্ত্যের শরণাপন্ন হইবার কোন কারণ ছিল না। তিনি যে সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, তাহা স্বর্গের ক্ষীরসমুদ্র বা ছায়াপথ। যেখানে অগস্ত্য তারা আছে, সেখান হইতে ছায়াপথ দূরে অবস্থিত। তাহার চতুঃপার্শ্বে বহুদূর পর্যন্ত নির্মল। (প্রথম চিত্র পশ্য) কবির মনে হইল অগস্ত্য সে সমুদ্র পান করিয়াছেন। বৃত্রাসুর নিহত হইলে অপর অসুরেরা সমুদ্রে লুক্কায়িত হইয়াছিল; সে সমুদ্র এই ক্ষীরসাগর। ইহাতেই অনেক অসুর বাস করে। অসুরেরা নক্ষত্র। আকাশের দক্ষিণে ক্ষিতিজের কিছু উত্তরে পাতাল। সেখানে ক্ষীর-

সাগরে অনেক বড় বড় নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নক্ষত্ররূপী অসুর সহ ছায়াপথ দক্ষিণদিকে অবস্থিত। ইহাই অসুরদিগের পাতালে প্রবেশ।

৩। বিন্ধ্যগিরির দর্পচূর্ণ

মহাভারত বনপর্বে (১০৩ অধ্যায়) অগস্ত্য কর্তৃক বিন্ধ্যের দর্পচূর্ণ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। সূর্য প্রত্যহ মেরুগিরি প্রদক্ষিণ করেন। বিন্ধ্যগিরি সূর্যকে বলিলেন, "তুমি আমাকেও প্রদক্ষিণ কর।" সূর্য কহিলেন, "আমি বিধাতা দ্বারা আদিষ্ট হইয়া মেরু প্রদক্ষিণ করি। তোমাকে প্রদক্ষিণ করিতে পারিব না।"

তখন বিন্ধ্যগিরি ক্রুদ্ধ হইয়া বর্ধিত হইতে লাগিলেন। সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রগণের গতি রুদ্ধ হইল। হাহাকার উপস্থিত। দেবগণ মহর্ষি অগস্ত্যের সন্নিধানে গমন করিয়া, যাহাতে বিন্ধ্যগিরি অবনত হন সে বিষয়ে বর প্রার্থনা করিলেন। অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্বতের নিকটে গিয়া তাহাকে কহিলেন, "আমি কোন বিশেষ কার্যাতিপাত বশতঃ দক্ষিণদিকে গমন করিতেছি; তুমি আমাকে পথ দাও। আর আমি যাবৎ না প্রত্যাগত হই, তাবৎকাল তুমি নত হইয়া থাক।" মহর্ষির আদেশে বিন্ধ্য নত হইলেন। বিন্ধ্য অতিক্রম করিয়া মহর্ষি দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন, আর ফিরিলেন না। বিন্ধ্য নত হইয়াই রহিলেন।

ব্যাখ্যা

বিন্ধ্যপর্বত পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ, ২২° অক্ষাংশে অবস্থিত। পৃথিবীর আবর্তন-অক্ষরেখা উত্তর-দক্ষিণে বর্ধিত করিলে আকাশে যে দুই স্থান স্পর্শ করে, তাহাদের নাম মেরু। চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্র অক্ষরেখাকে প্রত্যহ প্রদক্ষিণ করিতেছে। কিন্তু বিন্ধ্যপর্বত অক্ষরেখায় নাই, জ্যোতিষ্কগণ ইহাকে প্রদক্ষিণ করিতে পারে না। বর্ষে বর্ষে চন্দ্র-সূর্য বিন্ধ্যপর্বতের অক্ষাংশ অতিক্রম করিয়া আরও দুই অংশ উত্তর দিকে গমন করে। অতএব বিন্ধ্য নত হইয়াই ছিল। সে চন্দ্রসূর্যের উত্তরাভিমুখী গতিতে বাধা দিত না।

হঠাৎ মনে হইতে পারে, বিন্ধ্যপর্বতের অবস্থান লক্ষ্য করিয়া কবি মনে করিয়াছেন মহর্ষি অগস্ত্যের আদেশে সে নত হইয়া আছে; কবি সে অবস্থা উপাখ্যান আকারে বর্ণনা করিয়াছেন। কথাটা কিন্তু এত সোজা নয়। মহর্ষি

অগস্ত্য বিন্ধ্যপর্বত পার হইয়া দক্ষিণে গিয়াছিলেন; ইহার অর্থ, এককালে বিন্ধ্যপর্বতের অক্ষাংশ হইতে অগস্ত্য তারা দেখিতে পাওয়া যাইত না। অগস্ত্য তারা আকাশের এমন স্থানে অবস্থিত যে, রবির বিষুবচলন (Precesion of the Equinoxes) হেতু কখনও বিষুব-বৃত্তের (Celestial Equator) নিকটস্থ হয়, কখনও দূরে চলিয়া যায়। ১৩০০০ বৎসরে একবার নিকটে আসে, ১৩০০০ বৎসরে দূরে সরিয়া যায়। এখন অগস্ত্যতারা বিষুববৃত্তের নিকটে আসিতেছে। কয়েক শত বৎসর পরে আরও উচ্চে দেখা যাইবে। বহু বহু পূর্বকালে খ্রীষ্টজন্মের ৭৫০০ বৎসর পূর্বে) ২২° অক্ষাংশ হইতে অগস্ত্য প্রথম দৃষ্ট হইত, সেই স্মৃতি পুরাণে রক্ষিত হইয়াছে। কাশ্মীরের উত্তরাংশের লোকেরা অগস্ত্য দেখিতে পায় না। কয়েক সহস্র বৎসর পরে অগস্ত্য যখন বিষুব-বৃত্ত হইতে দূরে সরিয়া যাইবে তখন আমরাও দেখিতে পাইব না। এককালে বিন্ধ্যপর্বতের অক্ষাংশ হইতে অগস্ত্য দেখা যাইত না, পরে দেখা গিয়াছিল, সেই ঘটনাই কবিকল্পনায় অলৌকিক উপাখ্যানের বিষয় হইয়াছে। কবি মনে করিলেন, বিন্ধ্যপর্বত অবনত হইয়াছে, সেই কারণে অগস্ত্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

৪। নহুষের অজগরত্ব প্রাপ্তি

মহাভারতে আছে, মহারাজ আয়ুর পুত্র নহুষ জ্ঞানী, ধার্মিক ও প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। একদা ইন্দ্র বৃত্র বধ করিয়া জলে লুক্কায়িত ছিলেন। তখন দেবগণ নহুষকে ইন্দ্রত্ব পদে বরণ করেন। নহুষের দর্প হইল। তিনি ইন্দ্রাণী-লাভের নিমিত্ত শিবিকারোহণে তাঁহার নিকট যাইতেছিলেন। সপ্তর্ষির সাত ঋষি ও অগস্ত্যকে শিবিকাবাহক করিয়াছিলেন। অগস্ত্য দ্রুত চলিতে পারেন না। রাজা অধীর হইয়া তাঁহাকে "সর্প, সর্প" (চল, চল) বলিতে লাগিলেন। অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে শাপ দিলেন, "তুমি সর্প হইয়া থাক।" তখন রাজা মন্থরগামী অজগর হইয়া হিমালয়ের অত্যুচ্চস্থানে বাস করিতে লাগিলেন। পরে যুধিষ্ঠির অজগরের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাকে শাপমুক্ত করিলেন। মহাভারত বনপর্বে (১৭৮ অধ্যায়) অজগর পর্বাধ্যায়ে নহুষের শাপমোচন বর্ণিত আছে।

ব্যাখ্যা

এই উপাখ্যানে মহর্ষি অগস্ত্য অন্যের উপকার করেন নাই, নিজের তপঃপ্রভাব দেখাইয়াছেন। উত্তরাকাশে মেরুর পূর্বদিকে এক স্থূল সর্পাকার নক্ষত্র দেখিতে

পাওয়া যায়। ইহার ইংরেজী নাক Draco। মেরুর নিকটে অবস্থিতি হেতু ইহার গতি মৃদু। এইরূপ দক্ষিণ আকাশে অগস্ত্য তারারও গতি মৃদু। কবি এই অজগরের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন। উত্তর আকাশে সপ্তর্ষি নামক সাতটি তারা দেখিতে পাওয়া যায়। বৈশাখ মাসে সন্ধ্যার পর সপ্তর্ষি দৃষ্ট হয়। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্বোত্তরে অজগর। কবি সপ্তর্ষিকে শিবিকা কল্পনা করিয়াছেন (চিত্র ৩৬)। রাজা নহুষ এক বিখ্যাত ধার্মিক প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে ইন্দ্রত্ব পদের যোগ্য মনে করিতেন। কবি তাঁহাকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়াছেন।
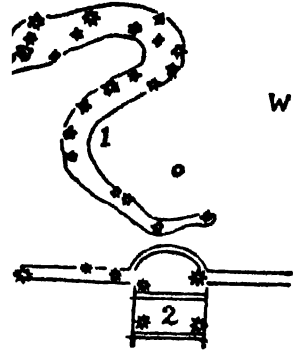
(চিত্র ৩৬) নহুষের শিবিকা ও অজগর। 1 অজগর, 2 নহুষের শিবিকা, 0 খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের মেরু।

কিন্তু সেখানে অজগর চিরকাল ছিল। বৈবস্বত মনুও সেখানে অজগর দেখিয়াছিলেন, মৎস্য পুরাণে বর্ণিত আছে। একদা বিশ্বভুবন জলপ্লাবিত হইবে বুঝিয়া ভগবান মৎস্যরূপ ধারণ-পূর্বক বৈবস্বত মনুকে বলিয়া-ছিলেন, "তুমি এক নৌকা নির্মাণ কর। জল বৃদ্ধি হইলে তুমি সে নৌকায় আরোহণ করিবে, আমি তোমাকে উচ্চস্থানে লইয়া যাইব।" যথাকথিত কালে জলপ্রবাহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মনু নৌকায় আরোহণ করিলে মৎস্য স্বীয় শৃঙ্গ দ্বারা নৌকা টানিয়া হিমালয়ের উচ্চস্থানে লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, "তুমি এই স্থানে নৌকা বন্ধন কর। জলপ্রবাহ যেমন নামিতে থাকিবে, তুমিও তেমন নামিবে।" মনু রজ্জু খুঁজিতে লাগিলেন। দেখিলেন,

(চিত্র ৩৭) সর্প, মৎস্য ও মনুর নৌকা 1 সর্প, 2 মনুর নৌকা, 3 মৎস্য, 0 খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের মেরু।

এক সর্প জলে ভাসিতেছে। তিনি সেই সর্পের পুচ্ছ দ্বারা নৌকা বন্ধন করিলেন। সে জলপ্লাবনে একমাত্র মনু রক্ষা পাইয়াছিলেন; পরে তাহা হইতে পুনঃ প্রজাসৃষ্টি হইয়াছিল। এই উপাখ্যানের নৌকা এবং নহুষের শিবিকা একই, সপ্তর্ষি নক্ষত্র। আর, সর্প সেই অজগর (চিত্র ৩৭)।

উপসংহার

এই চারি উপাখ্যান হইতে অলৌকিক উপাখ্যানের উৎপত্তি ও প্রকৃতি বুঝিতে পারা যাইবে। চারি উপাখ্যানেরই মূল নৈসর্গিক। আজকাল আমরা ছাপার বই পড়ি, প্রকৃতির সহিত পরিচয় করি না। কলিকাতার তুল্য ঘন-বসতি নগরে বাড়ী ও গাড়ী দেখি; পুষ্করিণী ও নদী হইতে পানীয় জল সংগ্রহ করি না; কখন কোন্ দিক হইতে বাতাস বহিতেছে বুঝিতে পারি না; পাখীর ডাক শুনি না। রাত্রিকালে নির্মল আকাশও দেখিতে পাই না। সেখানে লোকে কৃত্রিম আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করে, প্রকৃতির পরিচয় কিছুই পায় না। কিন্তু গ্রামবাসীরা স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করে, তাহারা ঘড়ীর কাঁটা দেখিয়া চলে না। অথচ যথাসময়ে যাবতীয় কাজ করে। আকাশ নির্মল, অন্ধকার রাত্রে অগণ্য নক্ষত্র হীরকখণ্ডবৎ দীপ্তি পাইতে থাকে। পূর্বকালে আমাদের দেশের লোকে এই গ্রামবাসীদের তুল্য জীবনযাপন করিতেন। কখন বর্ষা আসে, কোন্ মেঘে বৃষ্টি হয়, কোন্ দিক হইতে বায়ু বহিলে বৃষ্টি হয়, কোন ঋতুতে আকাশ কেমন দেখায়, এ সকল তাঁহারা লক্ষ্য করিতেন। আর ঐ যে আকাশে কত বিচিত্র আকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়, কোনটা যেন সর্প, কোনটা মৎস্য, কোথাও যেন নৌকা, কোথাও রাক্ষস, সে সব কি? রাত্রি নিস্তব্ধ, চিত্ত শান্ত; তাঁহারা আকাশের প্রতি কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতেন। ঐ যে উত্তরদিকে মেরু-সন্নিহিত প্রদেশে একটা সর্প দেখিতেছি, কোথা হইতে সে সর্প আসিল? নিশ্চয় কারণ আছে। দেখিতেছি, সর্প মেরুকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, কিন্তু অতি মন্দবেগে। অগস্ত্য মুনিও এইরূপ মন্দগতি। তিনিই কি এই উত্তর দেশে অজগর উৎপত্তির কারণ? তিনি দক্ষিণ আকাশ হইতে উত্তর আকাশে কেন আসিবেন? অবশ্য কারণ আছে। এই যে সপ্তর্ষি নক্ষত্র শিবিকাতুল্য দেখাইতেছে, সে শিবিকার একজন বাহক অগস্ত্য মুনি হইলেন। সে শিবিকায় কে আরোহণ করিবে? ইন্দ্র করিতে পারেন না, তাঁহার ঐরাবত

আছে। অতএব, কাহাকেও ইন্দ্রত্ব দিতে হইবে, আর, তাহাকে নরলোক হইতে না লইলে তাহার দর্প হইবে না, সাত ঋষি ও অগস্ত্যকে বাহক আর কেহ করিতে পারিবে না। কোন্ রাজা নহুষের তুল্য ইন্দ্রত্ব পদের যোগ্য ? যযাতির পিতা নহুষ। তিনি কোন্ প্রয়োজনে শিবিকায় আরোহণ করিবেন ? নিশ্চয় কোনও আকাঙ্ক্ষা ছিল, তখন ইন্দ্রাণীকে আনিতে হইল। অগস্ত্য রাজা নহুষকে শাপ দিলেন, রাজা মন্দবেগ অজগর সর্প হইলেন। প্রাচীনেরা মনে করিতেন মেরুপ্রদেশ সর্বোচ্চস্থান। কিন্তু ভূমণ্ডলে হিমালয় সর্বোচ্চ। সেখানে অজগর বাস করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবদের বনবাসকালে একদিন দৈবাৎ ভীমসেন সর্পের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। সর্প ভীমের দুই হাত বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলিলেন। অযুত হস্তীতুল্য বলশালী ভীম আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই সর্প কখনও সামান্য অজগর হইতে পারে না।

"আপনি কে ?"

"আমি তোমার পূর্বপুরুষ আয়ুর পুত্র নহুষ। ঋষির অবমাননা করিয়া আমার এই সর্পত্ব প্রাপ্তি হইয়াছে। যদি যুধিষ্ঠির আমার তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, আমি শাপমুক্ত হইব।"

যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন এবং নহুষও শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন।

অর্থাৎ বিনা কারণে কিছুই হয় না এবং বিনা প্রয়োজনে কেহ কোন কর্ম করে না। অপর তিনটি উপাখ্যানেও সেই কার্যকারণ ও প্রয়োজন চিন্তা হেতু সামান্য মূল শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হইয়াছে। শ্রোতা বিস্ময়ে যেমন অভিভূত হন, তেমন মনোরঞ্জন কবিত্বে হর্ষও অনুভব করেন। বিন্ধ্যগিরি কখনও বর্ধিত হয় নাই, নতও হয় নাই। সেটা উপলক্ষ্য। দক্ষিণ ভারত হইতে অগস্ত্য তারা দেখিতে পাওয়া যাইত, উত্তর ভারত হইতে দেখিতে পাওয়া যাইত না, অতএব বিন্ধ্যগিরি দৃষ্টি অবরোধ করিয়াছিল। কতকাল পরে উত্তর ভারত হইতেও অগস্ত্যের উদয় দেখা যাইতে লাগিল। অতএব অগস্ত্যের আদেশেই বিন্ধ্যগিরি নত হইয়াছে। অগস্ত্য সমুদ্র শোষণ করিলেন, নিশ্চয় হেতু ছিল। সে কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে কত কথা আসিয়া পড়িয়াছে। দক্ষিণ আকাশের বড় বড় তারা ক্ষীরসাগরে অবস্থিত। কিন্তু কি আশ্চর্য অগস্ত্য নয়! তিনি সমুদ্র পান করিয়াছিলেন। কেন পান করিয়াছিলেন ? যেহেতু অসুরেরা সমুদ্রে লুকাইয়া থাকিত। বড় বড় তারাই অসুর। ঘূর্ণিঝড় ধূলা

উড়াইয়া প্রবলবেগে ধাবিত হয়, আর অল্পকাল পরেই নিবৃত্ত হয়, কারণ কি? নিশ্চয় কেহ ঝড় উৎপাদন করে এবং অপর কেহ তাহা নিবারণ করে। গ্রীষ্ম-কালে এইরূপ ঘূর্ণিঝড় হইত, এখনও হয়। তখন ইল্বকা দেখিতে পাওয়া যাইত, অগস্ত্য তারাও দৃষ্ট হইত। অগস্ত্য কেন বাতাপি বধ করিবেন? নিশ্চয় প্রয়োজন ছিল। সে প্রয়োজন ধন। মহাতপা ঋষির ধনের প্রয়োজন কি? তাঁহাকে বিবাহ করিয়া পুত্রোৎপাদন করিতে হইবে, নচেৎ পিতৃপুরুষগণ নরকে পতিত হইবেন। লোপামুদ্রাকে রাজকন্যা করিতে হইল। তিনি বিদর্ভরাজদুহিতা।

বিদর্ভরাজ্যের নাম হইতে মনে হয়, মধ্যপ্রদেশে এই উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল। সে দেশ হইতে অগস্ত্য দেখা যাইত। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের উত্তর হইতে দেখিতে পাওয়া যাইত না। অতিশয় গ্রীষ্মদেশ না হইলে ঘূর্ণিঝড়ও প্রায় হয় না।

পিতৃগৃহে লোপমুদ্রা যেমন বসন-ভূষণ পরিধান করিতেন, তাহা না পাইলে মহর্ষির সমীপস্থ হইতে পারেন না। ইল্বল প্রচুর ধনের অধিকারী ছিল; তাহার নিকটে মুনিকে যাইতে হইল। ইল্বল তাঁহার প্রাণবধের অভিপ্রায় করিয়াছিল, সে অভিপ্রায় ব্যর্থ হইল, বাতাপি হত হইল। প্রত্যেক কর্মই স্বাভাবিকভাবে আসিয়াছে, নচেৎ উপাখ্যান শুনিয়া শ্রোতার মনে সন্দেহ থাকিত, পরিতৃপ্তি হইত না।

ধন্য কবি! সহস্র সহস্র শ্রোতা তোমার অভাবনীয় কল্পনা দ্বারা বিমুগ্ধ হইয়া শত শত বর্ষ বিস্ময় ও শান্তরসে আপ্লুত হইয়াছে যতকাল ভারতী স্বধর্মভ্রষ্ট না হইবে, ততকাল তুমি অমর হইয়া থাকিবে। তোমাকে নমস্কার!

অষ্টম প্রকরণ

রামোপাখ্যান

রামায়ণে বাল্মীকি রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত প্রভৃতির যে মহনীয় চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। আর কত স্থানে যে কত ধর্মোপদেশ ও নীতি-উপদেশ আছে তাহার সংখ্যা হয় না। ইহার উপর কবিত্বের মোহিনী শক্তি পাঠক ও শ্রোতাকে মুগ্ধ করে। এই কারণেই পূর্বকালে রামায়ণপাঠ ও শ্রবণ পুণ্যকর্ম বিবেচিত হইত।

বাল্যকালে ও যৌবনে কি দেখিয়াছি, তাহার দুই একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। আশী বৎসর পূর্বে মাতাঠাকুরাণী রামায়ণ পাঠ করাইয়াছিলেন। তখন ইস্কুলে পড়ি। সমুদয় ঘটনা এখনও প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি গৃহদেবতা রঘুনাথজীউর সম্মুখে সঙ্কল্প করিলেন, তিনি সমস্ত বৈশাখ মাস রামায়ণ-পাঠ করাইবেন। আট চালায় বেদি নির্মিত হইল, গ্রামস্থ সকলকে রামায়ণ-পাঠ শ্রবণ করিতে আহ্বান করা হইল। মা পাঠক ঠাকুরকে ধুতি, উড়ানী ও আর কি কি দিয়া বরণ করিলেন। অপরাহ্নে পাঠক বেদিতে বসিয়া রামায়ণের পুঁথি খুলিলেন। গ্রাম ছোট, ইতোমধ্যে পঞ্চাশ ষাটজন পুরুষ এবং ত্রিশ-চল্লিশজন নারী যথাস্থানে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। পাঠক রামায়ণ হইতে দুইটি, তিনটি, চারটি শ্লোক পাঠ করিলেন, তারপর ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। কতপ্রকারে তাৎপর্য বুঝাইতে লাগিলেন, কখন তিনি অভিনয় করেন, কখন পুরুষোচিত ভাষা ব্যবহার করেন, কখনও নারীসুলভ কোমলকণ্ঠে খেদ করেন, ইত্যাদি প্রায় দেড় ঘণ্টা এইরূপ চলিতে থাকে। শ্রোতৃবর্গ নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতে থাকে। প্রত্যহ এরূপ চলিতে লাগিল। প্রতিদিন যে একই'লোক আসিত তাহাও নয়। রাঢ়ের গ্রামে বর্ষীয়সী বিশেষতঃ গ্রামের ঝিয়ড়ী, এ-পাড়ায় সে-পাড়ায় স্বচ্ছন্দে যায়, আসে। শ্রোতাদিগের মধ্যে অনেকেই অত্যল্প লেখাপড়া জানিতেন, তাহাও পাঠশালায় সমাপ্ত। কিন্তু পাঠকের ভাষা সংস্কৃত শব্দবহুল হইলেও ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারিতেন। এইরূপে বৈশাখ মাস অতিবাহিত হইল। সমাপ্তি দিবসে ব্রত উদ্‌যাপিত হইল, পাঠক দক্ষিণান্ত হইলেন। মনে পড়িতেছে, তিনি তিন শত টাকা দক্ষিণা পাইয়াছিলেন। পরদিন ব্রাহ্মণ ভোজন। মায়ের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল। শ্রোতারা দুই কারণে আসিত রামায়ণ-পাঠ শ্রবণ করিলে পুণ্য হয়,

তাহারা পুণ্য অর্জন করিতে আসিত। আর দ্বিতীয় কারণ, তাহারা না আসিলে মায়ের সঙ্কল্প ভঙ্গ হইত। তাঁহার পাপ হইত। তাহারা তাঁহাকে পাপের ভাগী করিতে পারিত না। এই কারণেও তাহারা না আসিয়া পারিত না। তাহাদের আসাতে মা কৃতার্থ বোধ করিতেন।

রামায়ণ শ্রবণ করিলে পুণ্য হয়, ইহা কি অন্ধবিশ্বাস ?

যিনি একথা বলেন, তিনি রামায়ণ পড়েন নাই, শ্রদ্ধা সহকারে পড়েন নাই। রামাদির চরিত ধ্যান করেন নাই। আর, তিনি পুণ্য শব্দের অর্থও জানেন না। এখানে সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করিব না।

পূর্বকালে লোকে পুত্রের নামে রাম সংযোগ করিত। এখানে রাম মানুষ নয়, মানুষের পরম গতি। মহাত্মা গান্ধী রাম নাম জপের সময় তাঁহাকেই আত্মারাম জ্ঞান করিতেন। তিন শত, সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্ব হইতে রামযুক্ত নাম চলিয়া আসিতেছিল। মুকুন্দরাম, শিবরাম, কাশীরাম, সীতারাম ধনরাম, মাণিকরাম, আদিত্যরাম, হীরারাম, রঘুরাম, বেচারাম, কেনারাম, জয়রাম, রাজারাম, সুধারাম, ফেলারাম, খেলারাম, মুচিরাম, ইত্যাদি। উত্তর প্রদেশে "রাম রাম" বলিয়া নমস্কার করিবার রীতি আছে। বঙ্গদেশেও কোথাও কোথাও, নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এই রীতি আছে। ধান, চাল মাপিবার সময় কয়াল একরাম দুইরাম, ইত্যাদি বলিতে থাকে। মন পবিত্র করিতে 'রাম', বিস্ময় প্রকাশে 'রাম' ইত্যাদিতে রাম নামের অপূর্ব মহিমা ব্যক্ত হইতেছে।

কবি বুঝিয়াছিলেন, কেবল ধর্মোপদেশ লিখিয়া গেলে অতি অল্প লোকই পড়িবে। তাহারা পড়িলেও চিত্তে অঙ্কিত থাকিবে না। প্রয়োজন সময়ে মনেও আসিবে না। এই কারণে তিনি উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন।

কবি উপাখ্যান রচনার দ্বারা পাঠকের চিত্ত অধিকার করিয়াছেন। মহাভারত বনপর্বে রামোপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। রামের আখ্যান নয়। দশরথ-পুত্র রামকে আশ্রয় করিয়া উপাখ্যান। লৌকিক উপাখ্যান নয়, অলৌকিক উপাখ্যানও নয়। লৌকিক-অলৌকিক মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। কবির নিকটে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল যেন তিনটি নিকটবর্তী পাড়া। ঋগ্‌বেদে ইন্দ্র শম্বরাসুর বধ করিয়াছেন। অসুরবধ ইন্দ্রের কর্ম। মরুদ্‌গণ ও বিষ্ণু তাঁহার সখা। অসুরবধ ইন্দ্র ব্যতীত অপর কোন দেবতার সাধ্য নয়। কিন্তু রামায়ণের কবি রাজা দশরথকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছেন। দশরথ শম্বরাসুর বধের সময় ইন্দ্রের

সহায় হইলেন। দশরথ স্বর্গলোকে একা যান নাই। তাঁহার মহিষী কৈকেয়ী সঙ্গে ছিলেন। এইরূপ দেবতারা ভূলোকে নামিতেছেন, মনুষ্য, বানর ও রাক্ষসের সহিত কথা কহিতেছেন! এইরূপ যে কত উদ্দাম কল্পনা কবির চিত্তে লীলা করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। অতিশয়োক্তি করিয়া তিনি পাঠককে বিস্ময়াভিভূত করিয়াছেন। যাহাকেই বড় করিতে হইবে, তিনিই কবির নিকট অতিশয় বৃহৎ।

রামচরিতে রামের বনবাস, সীতাহরণ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, এই তিনটিই প্রধান ঘটনা। কিন্তু সে রাবণ কে? এক রাক্ষস। রাক্ষস কেমন? মানুষের মত। কিন্তু রাবণের দশ মুণ্ড, বিংশতি বাহু, দুই পদ। বায়ুপুরাণে রাবণ পিঙ্গলবর্ণ, রক্তমুণ্ড, দশগ্রীব ও চতুষ্পদ।

কিন্তু রাবণের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিবার জো নাই। তাহার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, পুত্র, কলত্র, মাতুল ইত্যাদি সকলেই ছিল। তাহাদের নামও পাওয়া যায়। এরূপ যে আর কত রাক্ষসের নাম, কত বানরের নাম, কবি লিখিয়া গিয়াছেন, এ সব বিশ্বাস না করিয়া পারা যায় কি? কখন কখন কোন কোন পাঠকের সন্দেহ হয়, কিন্তু মায়াজাল ছিন্ন করিয়া পলায়ন করিতে পারেন না। অলীক কল্পনা মনে করিয়া পুঁথি ত্যাগ করিতে পারেন না। এক কবির ভাষায়—

নিবিড় মায়ার জালে চৌদিক বেষ্টিত পথ নাই যাবে পলাইয়া।
পাশবদ্ধ-পক্ষী প্রায় কাতর দৃষ্টিতে চায় অন্তর্হিত জালিক হাসিয়া॥

এ অবস্থায় কেহ কেহ মনে করিয়াছে, সত্য সত্য রাম-রাবণে যুদ্ধ হইয়াছিল। রামের বানরসেনা দক্ষিণ দেশের অসভ্য জাতি; রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ বর্ণনায় কবি অতিশয়োক্তি করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহারা ভীষণাকৃতি মানুষ, নরমাংসাশী ও আম-মাংসাশী। পূর্বকালে নানা দেশে রাক্ষস ছিল; লঙ্কা দ্বীপে থাকিবে, আশ্চর্য কি? সত্য সত্য লঙ্কা দ্বীপে রাক্ষসদের বাস ছিল। রাম কোন্ বনে কত বৎসর বাস করিয়াছিলেন, কোন্ পথে রাবণ আসিয়া সীতা হরণ করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া সেতুবন্ধ হইয়াছিল ইত্যাদি সবই এখনও বর্তমান আছে। অতএব সে সব মিথ্যা কল্পনা হইতে পারে কি? বায়ুপুরাণে আছে, রাক্ষসেরা বিস্তীর্ণ বারিসন্নিহিত স্থানে বাস করিত। তাহাও তো মিলিয়া যাইতেছে।

কবির সৃষ্ট মায়া ছিন্ন করিতে পারিলে দেখা যাইবে এই রাম-রাবণের যুদ্ধ স্বর্গের ব্যাপার। বাল্মীকি ঋগ্‌বেদ হইতে তাঁহার কল্পনার উপজীব্য আহরণ করিয়াছেন।

সীতাহরণ ও রাম-রাবণের যুদ্ধ, এই দুই ঘটনা রামায়ণের মূল তত্ত্ব। এই দুই মূল তত্ত্ব পরিপুষ্টির নিমিত্ত কবি অসংখ্য বহুবিধ শাখা-প্রশাখা-পল্লব সৃষ্টি করিয়া এক বিশাল তরু নির্মাণ করিয়াছেন। কবি স্বর্গের ব্যাপার মর্ত্যে আনিয়াছেন। কথা আছে,—রাম জন্মগ্রহণের পূর্বে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল। কথাটা মিথ্যা নয়। স্বর্গের রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রায় দশ সহস্র বৎসর পূর্বে হইয়াছিল। কিন্তু দশরথ-পুত্র রাম চারি সহস্র বৎসরের অধিক পুরাতন নহেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪২ অব্দে ঘটিয়াছিল। সেই যুদ্ধে ইক্ষ্বাকুবংশের বৃহদ্‌বল নামক রাজা নিহত হইয়াছিলেন। তাহা হইতে গণিয়া গেলে শ্রীরাম ত্রিশ পুরুষ উর্ধ্বতন। শতবর্ষে চারিপুরুষ গণিলে সাড়ে সাত শত বৎসর। অতএব খ্রীষ্টপূর্ব ২১৯২ অব্দের নিকটবর্তী কালে শ্রীরাম ছিলেন। লঙ্কাকাণ্ডের শেষে আছে, প্রথমে রামসংহিতা ছিল। বোধ হয় বাল্মীকি সে সংহিতার কর্তা ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব সহস্র বৎসরের অধিক পুরাতন নহেন। কারণ, তাঁহার রামায়ণ শ্লোকে রচিত হইয়াছিল। অক্ষরবৃত্ত অনুষ্টুপ্‌ছন্দে শ্লোক রচিত। পূর্বকালে এই ছন্দ প্রচলিত ছিল না। বাল্মীকি শ্রীরামকে এক আদর্শ পুরুষরূপে দেখিয়াছিলেন। রামায়ণের প্রথমেই আছে, শ্রীরামে যাবতীয় গুণ বর্তমান। তিনি গুণবান, বীর্যবান, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত; তিনি সচ্চরিত্র, সর্বভূতহিতব্রত, বিদ্বান, কর্তব্যপালনে সমর্থ এবং অদ্বিতীয় প্রিয়দর্শন; তিনি আত্মসংযমী, কান্তিমান, জিতক্রোধ ও অসূয়াশূন্য; তিনি বুদ্ধিমান, রাজনীতিজ্ঞ, বাগ্মী ও শত্রুনাশক। রামায়ণে যে কত কবি পরে পর শ্লোক জুড়িয়া দিয়াছেন, তাহার নির্ণয় দুঃসাধ্য। এক কবি একটা গোটা কাণ্ড, উত্তরকাণ্ড জুড়িয়া দিয়াছেন। বোধ হয় তিনিই শ্রীরামকে বিষ্ণুর অবতার করিয়াছিলেন এবং মৃত্তিকা হইতে সীতার জন্ম কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রামায়ণে শ্রীরাম কুত্রাপি বৈষ্ণবী শক্তি প্রদর্শন করেন নাই। আর এক কবি লঙ্কাপুরী হইতে আনীতা সীতার প্রতি রামের মুখে দুর্বাক্য বসাইয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র ক্রোধে দক্ষিণাকাশে নূতন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা খ্রীষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দের ঘটনা। যে কবি এই ঘটনা লিখিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয় চতুর্থ শতাব্দের পরে ছিলেন। আরও পরে পরে নূতন নূতন কবি নূতন

নূতন শ্লোক অনুপ্রবিষ্ট করিয়া স্থানে স্থানে অসঙ্গতি আনিয়া ফেলিয়াছেন। এক কবি শ্রীরামের জন্ম কোষ্ঠী দিয়াছেন, ইনি প্রথম কি দ্বিতীয় খ্রীষ্টশতাব্দে ছিলেন। সে-সব তর্ক এখন এখানে থাক।

রাম-রাবণের যুদ্ধ স্বর্গের ব্যাপার। অতএব চন্দ্র-সূর্য-নক্ষত্র বিশেষ সমাবেশের কাহিনী। এখানে সেই কাহিনী উদ্ঘাটিত করিতেছি।

পুরাকালে আর্যেরা পঞ্চনদ প্রদেশে বাস করিতেন। কৃষিকর্মের দ্বারা শস্য উৎপাদন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেন। পঞ্চনদ প্রদেশ শুষ্ক দেশ। যথাকালে যথাপরিমাণে বৃষ্টি না হইলে শস্য উৎপন্ন হয় না। ইন্দ্র বৃষ্টি দান করেন। আমরা ইন্দ্রকে দেবতা বলি। আমরা যখন বলি দেবতার গতিক ভাল নয়, তখন বুঝি বৃষ্টির অভাব। পঞ্জাবের বালকেরা ইন্দ্রকে 'দেও' বলে। তাহারা কাতরকণ্ঠে বলে, "বৃষ্টি দাও, বৃষ্টি দাও, আরও দাও হে দেও।" পঞ্চনদ প্রদেশে কখনও পর্যাপ্ত বৃষ্টি হইত না, এখনও হয় না। যখন আর্যেরা বাস করিতেন, তখনও লোকে ইন্দ্রের নিকটে বৃষ্টি প্রার্থনা করিতেন। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আছে। কোন্ সময়ে বর্ষাকাল পড়ে, তাহা না জানিলে যথাকালে হলকর্ষণ ও বীজ বপন হইতে পারে না। ঋষিগণ দেখিয়াছিলেন, রবির দক্ষিণায়ন সময়ে বর্ষা আরম্ভ হয়। সে সময়ে ভোরবেলা কোন্ নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা চিনিয়া রাখিয়াছিলেন। যদি বর্ষা আসিতে বিলম্ব হইত, তাঁহারা মনে করিতেন এক অসুর বৃষ্টি রোধ করিয়া রাখিয়াছে। সেই অসুর নিহত না হইলে বৃষ্টি হইবে না। একমাত্র ইন্দ্র অসুরহন্তা। এই কারণে ইন্দ্র আর্যগণের শ্রেষ্ঠ দেবতা হইয়াছিলেন।

আকাশে অসুর থাকিতে পারে না। অসুরাকৃতি নক্ষত্র থাকিতে পারে, অর্থাৎ এমন নক্ষত্র যাহার নিকটবর্তী তারা সন্নিবেশ দেখিলে একটা আকৃতি মনে আসিবে। একদা নমুচি নামক এক অসুর বৃষ্টি রোধ করিয়াছিল। যথাকালে বৃষ্টি হয় নাই। ইন্দ্র সন্ধ্যাকালে সমুদ্রের ফেন দ্বারা নমুচির মুণ্ড মুচড়াইয়া তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন। ন-মুচি নামের অর্থ—যে বারি মোচন করে না। ঋগ্‌বেদে এই কাহিনী বর্ণিত আছে।

এক্ষণে সংক্ষেপে ইহার ফলিতার্থ বলিতেছি। ইন্দ্র সূর্য, কিন্তু প্রতিদিনের সূর্য নহেন। যে সূর্য বৃষ্টিদান করেন, বিশেষতঃ দক্ষিণায়ন সময়ে করেন, তিনি ইন্দ্র। একদা বহু বহুকাল পূর্বে মূলা নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন হইত। ঋগ্‌বেদে মূলা,

এই নাম নাই। আছে নিঋ‍র্তি। নিঋ‍র্তি শব্দের অর্থ মৃত্যু। নিঋ‍র্তি মূলা নক্ষত্রের অধিপতি। পরবর্তীকালে নিঋ‍র্তি অর্থে রাক্ষস হইয়াছিল। সেই নিঋ‍র্তি নমুচি অসুর। ইহাতে দশ বারটি তারা আছে। যতদিন এই রাক্ষস দেখা যাইত, ততদিন বৃষ্টি হইত না। যখন সূর্যের নিকটবর্তী হইত তখন সূর্যকিরণে অদৃশ্য হইত। ইহাই 'নমুচি বধ'।
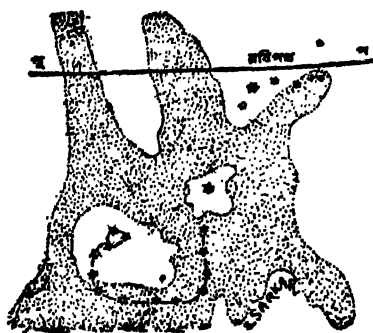
(চিত্র ৩৮) বৃশ্চিক
(দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া সমুদয় চিত্র দেখিতে হইবে)

দক্ষিণ আকাশে বৃশ্চিক রাশি সহজে চিনিতে পারা যায়। এই বৃশ্চিক কাঁকড়াবিছা। চৈত্র মাসে প্রথম সপ্তাহে ভোর চারিটার সময় দক্ষিণ আকাশে দৃষ্টিপাত করিলে মধ্যরেখায় বৃশ্চিক রাশি (কাঁকড়া বিছার আকারে তারা সন্নিবেশ) দেখিতে পাওয়া যায়। (চিত্র ৩৮)। বৈশাখ মাসে রাত্রি দুইটায়, জ্যৈষ্ঠ মাসে বারটায়, আষাঢ় মাসে দশটায়, শ্রাবণ মাসে সন্ধ্যা আটটায় দেখিতে পাওয়া যায়। বৃশ্চিকের পশ্চিমদিকে মুণ্ড, পূর্বদিকে আরও দক্ষিণে বক্রপুচ্ছ। সেই বক্রপুচ্ছ মূলা নক্ষত্র। আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষীরা মূলা নক্ষত্রের তারা-সন্নিবেশ সিংহপুচ্ছাকার বলিয়াছেন। ইহাতে দশ-বারটি তারা আছে। দশটি তারা লইয়া দশগ্রীব রাবণ কল্পিত হইয়াছে। (চিত্র ৩৯)। নমুচিই রাবণ, দশমুণ্ড রাবণ। শ্রীরাম ইন্দ্র। সীতা ইন্দ্রাণী অর্থাৎ ইন্দ্রশক্তি, বারিবর্ষণ শক্তি। সীতা বর্ষার বারি। রাবণ সীতাহরণ করিয়াছিল। এক বৎসর সীতাকে দক্ষিণ দেশবর্তী সাগরবেষ্টিত দ্বীপে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। বৃষ্টি হয় নাই। রাম সেই বৃষ্টি রোধকারী রাক্ষসকে নিহত
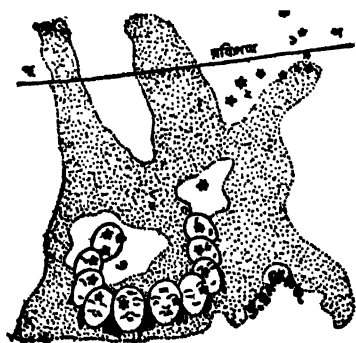
(চিত্র ৩৯) দশগ্রীব রাবণ
১ অনুরাধা, ২ জ্যেষ্ঠা, ৩ মূলা। মূলা ছায়াপথে অর্থাৎ সমুদ্রে।

করিয়াছিলেন। বৃষ্টি হইলে ধান্য উৎপন্ন হয়। ধান্যই ধন—ধান্যই লক্ষ্মী। এইহেতু সীতা লক্ষ্মী। বিষ্ণু ইন্দ্রের সখা। তিনি দীর্ঘ পদক্ষেপ দ্বারা ইন্দ্রের স্থান অর্থাৎ দক্ষিণায়ন দেখাইয়া দিতেন। বিষ্ণুও সূর্য, যে সূর্য প্রত্যহ পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া চারি বিষ্ণু-পদ-স্থান (দুই বিষুব ও দুই অয়ন) দেখাইয়া দেন। দক্ষিণায়ন দিনে বিষ্ণু ও ইন্দ্র একত্র হন। বিষ্ণু ইন্দ্র, ইন্দ্র বিষ্ণু হইয়া যান। শ্রীরাম আদিতে ইন্দ্র, পরে বিষ্ণু হইয়াছেন। কর্মভেদে একেরই বহুবিধ নাম হইতে পারে। যেমন রাম—কৌশল্যানন্দন, রাম—সীতাপতি, রাম—রাবণারি ইত্যাদি।

যে ভূমি শুষ্ক হইয়া পাষাণবৎ কঠিন ও অ-হল্যা (হলকর্ষণের অযোগ্যা) হইয়াছিল তাহা রামের (ইন্দ্রের) পাদস্পর্শে (বারিপাতে) হল্যা, হলকর্ষণযোগ্যা হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? জনক রাজার যজ্ঞভূমিও বারিসিক্ত হইয়া হলকর্ষণ-যোগ্যা হইয়াছিল। এই হেতু সেই মৃত্তিকায় শিশু সীতার জন্ম হইয়াছিল।

হনুমান পবনের পুত্র। কেশরী নামক বানরের মহিষীর নাম অঞ্জনা। তিনি ফলান্বেষণে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সে সময়ে পবন অঞ্জনার গর্ভ সঞ্চার করেন। ফলে হনুমানের জন্ম হইয়াছিল। ঋগ্‌বেদে মরুদ্‌গণ ঝড়ের দেবতা। তাঁহারা রুদ্রের সন্তান। বৃষ্টির সময় ঝড় হইয়া থাকে। এই কারণে মরুদ্‌গণ ইন্দ্রের সহায়। হনুমান্ সেই মরুদগণের পুত্র, অথবা মরুদগণ হনুমান হইয়াছেন। এই কারণেই হনুমানের এক নাম মারুতি। হনুমান রামের ভক্ত। আকাশে কাল-পুরুষ নক্ষত্র রুদ্রের ও মরুদ্‌গণের প্রতিমা। সেই কালপুরুষ নক্ষত্রই হনুমান। আশ্বিন মাসের চতুর্থ সপ্তাহে ভোর সাড়ে চারিটার সময় কালপুরুষকে মধ্যরেখায় দেখিতে পাওয়া যায়। কার্তিক মাসে রাত্রি দুইটা, অগ্রহায়ণ মাসে বারটা, পৌষ মাসে দশটা, মাঘ মাসে আটটা, ইত্যাদি ক্রমে মধ্যরেখায় দেখিতে পাওয়া যায়।

কালপুরুষ নক্ষত্রই যে হনুমান, তাহা ঋগ্‌বেদ হইতেই প্রমাণ করিতে পারা যায়। ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের ছিয়াশি সূক্তে ইন্দ্র-ইন্দ্রাণী বৃষাকপি সংবাদ (উক্তি-প্রত্যুক্তি) আছে। সেই সূক্ত অতিশয় দুরবগাহ। আমাদের সমুদয় সূক্তের প্রয়োজন নাই। তাহাতে আছে, ইন্দ্রের এক প্রিয় বৃষাকপি ছিল। বৃষাকপি বানর। ইন্দ্রাণী খেদ করিতেছেন, "আমি ইন্দ্রের নিমিত্ত যজ্ঞের

আয়োজন করিয়াছিলাম, বৃষাকপি সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিল। বৃষাকপি আমাকে অবীরা মনে করিতেছে।" ঐ বৃষাকপি পীতবর্ণ মৃগ হইয়া গেল। ইন্দ্রাণী বলিলেন, "আমার ইচ্ছা হইতেছে, এই মৃগের মস্তক ছেদন করি। এই বলিয়া তিনি এক কুকুর লেলাইয়া দিলেন। কুকুর বৃষাকপির কর্ণে দংশন করিল। যে কালপুরুষ, সেই মৃগনক্ষত্র (চিত্র ৯) এবং সেই মৃগই বৃষাকপিবানর। বৃষাকপির মুখ নিম্নদিকে, সেখানে তারা নাই। যেন ইন্দ্রাণী তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিয়াছেন। বৃষাকপির মস্তকের পূর্বদিকে কুক্কর (চিত্র ৪০)। ইহার ইংরেজী নাম Sirius.

(চিত্র ৪০) হনুমান ও কুক্কুর। পূর্বদিকে কুক্কুর।
(ঋগ্বেদের বৃষাকপি ও শ্বন্)
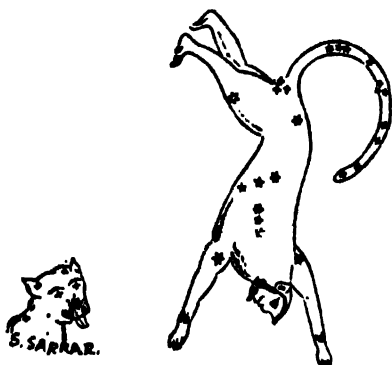
উক্ত সূক্তে এইরূপ তাৎপর্য মনে হয়। বর্ষা গত হইয়াছে, শরৎ আসিয়াছে। মৃগনক্ষত্রে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে। সেদিন শরদ্-যজ্ঞ ও রুদ্রযজ্ঞ হইত। সেদিন ইন্দ্রযজ্ঞ হইত না। ইন্দ্রাণী ইন্দ্রযজ্ঞের আয়োজন করিতেছিলেন। ইন্দ্রের সহায় মরুদ্গণ বানর-রূপে তাহা নষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনা ছয় সহস্র বৎসর পূর্বের। তৎকালে অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় শরৎ আরম্ভ হইত। এক্ষণে আমরা দুর্গাপূজায় সেই স্মৃতি রক্ষা করিতেছি। দুর্গা রুদ্রাণী, রুদ্রশক্তি। দুর্গাপূজা রুদ্রাণীর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ।

হনুমান এক লম্ফে সাগরপার হইয়াছিল, কিম্বা এক লম্ফে গন্ধমাদন পর্বত হইতে লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হইয়াছিল, তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্যের বিষয় নহে। মৃগনক্ষত্র সন্ধ্যাকালে পূর্বদিকে উদিত হইয়া ভোররাত্রে পশ্চিমে অস্তগত হয়, সমগ্র আকাশ-সমুদ্র, পৃথিবীর অর্ধাংশ উত্তরণ করে। রামায়ণের সমুদয় বানর এক একটি তারা মনে করিতে হইবে। মহাভারতে রামোপাখ্যানে আছে দেবতারা বানরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া রামের সহচর হইয়া ছিলেন।

মিথিলার রাজা জনক হরধনু পাইয়াছিলেন। তিনি পণ করেন, যিনি

হরকার্মুকের জ্যা যোজনা করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি অযোনি-সম্ভবা কন্যা সীতা দান করিবেন। সীতা বিবাহযোগ্য বয়স প্রাপ্ত হইলে অনেকেই তাঁহাকে প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু কেহই ঐ ধনু গ্রহণ বা উত্তোলন করিতে পারেন নাই। মনুষ্য দূরে থাক, সুরাসুর, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর ও উরগেরাও উহা আকর্ষণ, উত্তোলন বা আস্ফালন এবং উহাতে জ্যা-যোজন ও শরসংযোজন করিতে পারেন নাই। ষোড়শবর্ষীয় রাম অবলীলাক্রমে ঐ শরাসনের মুষ্টি গ্রহণ এবং জ্যা আরোপণ পূর্বক তাহা আকর্ষণ করিলেন। কোদণ্ড তদ্দণ্ডে দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। বজ্র-নির্ঘোষের ন্যায় ঘোর শব্দ হইল। ধনুর্ভঙ্গ করিয়া রাম সীতা লাভ করিলেন।

এই উপাখ্যানের অর্থ স্পষ্ট। হরধনু রুদ্রের ধনু, পিনাক। সে ধনু স্বর্গের। রুদ্রের দক্ষিণ বাহুর নিকটে পুনর্বসু নক্ষত্র (চিত্র ৪১)। শরদৃঋতুতে ইন্দ্র-যজ্ঞ হইত না। ইন্দ্র রাম কিম্বা রাম ইন্দ্র। সেটা যে ইন্দ্রযজ্ঞের কাল নহে, রাম হরধনু ভঙ্গ করিয়া তাহা দেখাইয়া দিলেন। হরধনু-ভঙ্গ ব্যাপার উল্লিখিত ঋগ্‌বেদোক্ত তাৎপর্যের অনুরূপ। শরদৃঋতুতে রাম হরধনু ভঙ্গ করিয়াছিলেন।

(চিত্র ৪১) হরধনু

জাম্ববান্ ঋক্ষরাজ। ইহা সপ্তর্ষি নক্ষত্র, ঋগ্‌বেদে নাম ঋক্ষ। ঋক্ষ শব্দের অর্থ ভল্লুক। আর্যেরা সপ্তর্ষি নক্ষত্রে এক শ্বেত ভল্লুক দেখিতে পাইতেন। গ্রীকেরাও উক্ত নক্ষত্রে ভল্লুক দেখিত। সপ্তর্ষির গ্রীক নাম Arklos, ল্যাটিন নাম Ursa. অদ্যাপি ইহার ইংরেজী জ্যোতিষিক নামও Ursa major অর্থাৎ বৃহৎ ভল্লুক (চিত্র ৪২)। মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে ভোর চারিটার সময় সপ্তর্ষি নক্ষত্র মধ্যরেখায়
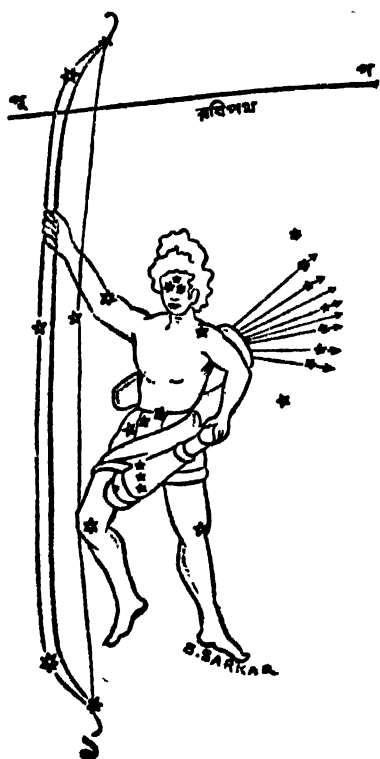
আসে। তদনন্তর ফাল্গুন মাসে রাত্রি দুইটা ইত্যাদি ক্রমে জ্যৈষ্ঠ মাসে রাত্রি আটটার সময় মধ্যরেখায় দেখিতে পাওয় যায়।

মহাভারত শান্তিপর্বে (অঃ ৩৩৬) বর্ণিত আছে, একদা দেবর্ষি নারদ শ্বেতদ্বীপে নর-নারায়ণ দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, সাত ঋষি নারায়ণের পূজা করিতেছেন। তাঁহারা লোকহিতকর বিষয় পর্যালোচনা করিয়া বেদসম্মত এক উৎকৃষ্ট ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। সপ্তর্ষি জ্ঞানী ও গুণী। বোধ হয়, এই হেতু রামায়ণে ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ রামের মন্ত্রী হইয়াছেন।

রামায়ণে হনুমান ও বিভীষণ অমর। হনুমান পাইলাম, সে নিশ্চয় অমর। বিভীষণও এইরূপ কোনও নক্ষত্র হইবে। বোধ হয়, রাবণ হত হইবার পর মূলা নক্ষত্রই বিভীষণ হইয়াছিল। এই কারণে সেও অমর।

রামায়ণের কবি প্রতিভাবলে এক সামান্য নৈসর্গিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া চমৎকার উপাখ্যান রচনা করিয়াছেন। কাব্যরসে অভিষিক্ত হইয়া তাহা পাঠক ও শ্রোতাকে মুগ্ধ করে।

(চিত্র ৪২) ঋক্ষরাজ জাম্ববান্। এই ভল্লুক লাঙ্গুল-বিশিষ্ট। ১-৭ সপ্তর্ষির তারা।

রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণ পুণ্যপ্রদ বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। ইহা হিতোপদেশ, ধর্মোপদেশ, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, দুই সহস্র বৎসর পূর্বের আচার-ব্যবহার, দেশ নদী ও পর্বতাদির নাম এবং কত প্রাচীন উপাখ্যানের আকর-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। যিনি রামায়ণ পড়িয়াছেন কিম্বা শুনিয়াছেন, তাঁহার অজ্ঞান-তিমির তিরোহিত হইয়াছে। এই কারণেই রামায়ণের এত সমাদর চলিয়া আসিতেছে। মুরারি ওঝার নাতি কৃত্তিবাস পণ্ডিত বাংলা ভাষায় সংস্কৃত রামায়ণের অনুবাদ করিয়া দেশে আপামর-সাধারণের মধ্যে কত সহজ ও অনাড়ম্বরভাবে প্রচার করিয়াছেন, তাহা অল্প লোকেই ভাবিয়া থাকে। প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বৎসর হইতে বঙ্গবাসী অমৃত-সমান রামায়ণ শুনিয়া আসিতেছে।

আমাদের দেশের লোকে লিখিতে পড়িতে না পারুক, তাহারা অজ্ঞান নহে। কিন্তু সেদিন চলিয়া গেল। সে কথক নাই; সে পুণ্যশীল মানুষ নাই যিনি রামায়ণ পাঠ করাইবেন। সে রামায়ণ গানও নাই, সে শ্রোতাও নাই। যদি-বা কোথাও আছে, শ্রোতার সে শ্রদ্ধা নাই।

নবম প্রকরণ

ত্রিশঙ্কু-উপাখ্যান

রামায়ণে দুই তিন স্থানে (বাল্য-কাণ্ডে ও উত্তর-কাণ্ডে) ত্রিশাঙ্কুর উপাখ্যান বর্ণিত আছে। এখানে সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইতেছে।

ইক্ষ্বাকু-বংশীয় অযোধ্যাধিপতি ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তির অভিলাষী হইয়া প্রথমে বশিষ্ঠের, তৎপরে তৎপুত্রগণের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং তাঁহাদের শাপে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়া ত্রিশঙ্কু উগ্রতপোরত ঋষি বিশ্বামিত্রের আশ্রয় লইলেন। বিশ্বামিত্র স্বয়ং যাজক হইয়া তাঁহার নিমিত্ত যজ্ঞ করিয়া তাঁহাকে স্বর্গে আরোহণ করিতে আদেশ করিলেন। ত্রিশঙ্কু স্বর্গে আরোহণ করিতেছেন, এমন সময় ইন্দ্র আসিয়া বাধা দিলেন। ঋষি বিশ্বামিত্র ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় অসীম তপঃশক্তিবলে দক্ষিণ-আকাশে এক নূতন সৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। সপ্তর্ষিমণ্ডল নক্ষত্রনিচয় প্রভৃতি অতিসৃষ্টি দর্শনে ভীত হইয়া দেবগণ একটা সামঞ্জস্য করিলেন। ফলে এই নবসৃষ্ট স্বর্গে রাজা ত্রিশঙ্কু অধোমুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন এবং নক্ষত্র হইয়া গেলেন

[বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে প্রকাশিত 'রামায়ণ-সূচী' হইতে উদ্ধৃত।]

এই উপাখ্যানে দুইটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। (১) দক্ষিণাকাশে ঋষি বিশ্বামিত্রের নূতন সৃষ্টি; (২) রাজা ত্রিশঙ্কুর নক্ষত্ররূপে আকাশে অবস্থান। বশিষ্ঠ (বা বসিষ্ঠ) ঋগ্‌বেদের এক বিখ্যাত ঋষি। তদ্‌বংশীয়েরা রবির দক্ষিণায়ন-দিন নিরূপণে নিপুণ ছিলেন। সে দিন ইন্দ্রের দিন, ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞ হইত। বিশ্বামিত্রও ঋগ্‌বেদের এক বিখ্যাত ঋষি। তিনি গায়ত্রীচ্ছন্দে সবিতার স্তুতি করিয়াছেন। অদ্যাপি ব্রাহ্মণেরা গায়ত্রী নামে সে স্তুতি করিয়া থাকেন। সবিতা শীতঋতুর আদিত্য। বিশ্বামিত্র বংশীয়েরা রবির উত্তরায়ণ দিন-নির্ণয়ে নিপুণ হইয়াছিলেন। এইরূপে দুই ঋষিবংশ রবিপথের দুই বিপরীত স্থান নির্ণয়ে প্রবৃত্ত ছিলেন। কবি-কল্পনায়, তাঁহারা পরস্পর বৈরী হইয়া পড়িয়াছেন। পুরাণে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের কলহ বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি তপোবলে রাজর্ষি হইয়া ছিলেন। বেদের বহুকাল পরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ঈর্ষা-দ্বেষ সঞ্জাত

হইয়াছিল। পরে ব্রাহ্মণেরা ধর্মশাস্ত্র রচনা করিলেন, ক্ষত্রিয়েরা রাজা হইয়া সে শাস্ত্রানুসারে রাজ্যপালন ও শাসন করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয় বর্ণের মিলন হইয়াছিল। অল্পদিনে হয় নাই, সহজেও হয় নাই। ব্রাহ্মণ পরশুরাম বহুবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন।

বিশ্বামিত্রের নূতন স্বর্গসৃষ্টি ব্যাপারটা কি? খ্রীষ্টপূর্ব ১৯শ শতাব্দ হইতে মঘা নক্ষত্রভাগে রবির দক্ষিণায়ন হইতেছিল। প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে, খ্রীষ্টপূর্ব ১৪শ শতাব্দে মঘার পূর্ববর্তী অশ্লেষা নক্ষত্রের অর্ধভাগ হইতে দক্ষিণায়ন
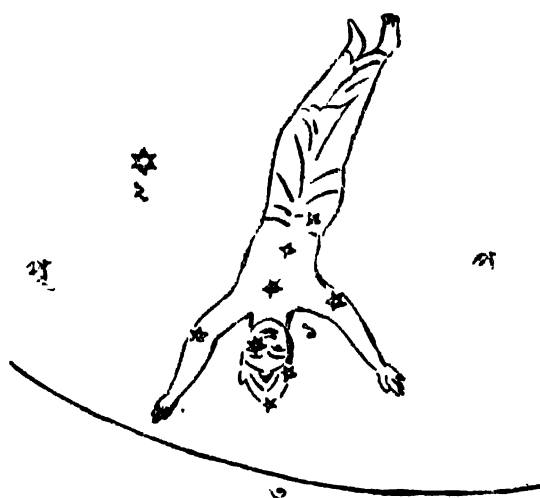
(চিত্র ৪৩) ত্রিশঙ্কু

আরম্ভ হয়। অশ্লেষার অর্ধাংশে রবির দক্ষিণায়ণ হইলে তৎপূর্ববর্তী চতুর্দশ নক্ষত্রে, ধনিষ্ঠায়, উত্তরায়ণ হইত। কিন্তু অয়ন চিরদিন পশ্চাদ্‌গত হইতেছে। রবির উত্তরায়ণ ধনিষ্ঠা হইতে তৎপূর্ববর্তী শ্রবণায় আসিয়া পড়িল। এই ঘটনাই বিশ্বামিত্রের নূতন সৃষ্টি। প্রায় খ্রীষ্ট-পূর্ব ৪র্থ শতাব্দে এইরূপে হইয়াছিল। রামায়ণের কবি স্পষ্টই লিখিয়াছেন, ত্রিশঙ্কু দক্ষিণাকাশে নক্ষত্র হইয়া রহিলেন। সে নক্ষত্র ইংরেজী খ-গোল চিত্রে Grus নামক নক্ষত্র। ত্রিভুজাকারে তিনটি তারা যেন তিনটি শঙ্কু। চিত্র দেখিলে এই উপাখ্যান স্পষ্ট হইবে (চিত্র ৪৩)। অগ্রহায়ণ মাসে সন্ধ্যার পর দক্ষিণ-আকাশে ক্ষিতিজ হইতে ২০।২২ অংশ উচ্চে ত্রিশঙ্কুকে দেখিতে পাওয়া যায়।

দশম প্রকরণ

ভারত যুদ্ধকাল

কুরু-পাণ্ডবের ভ্রাতৃ-বিরোধে কুরুক্ষেত্র-প্রাঙ্গণে যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহা অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া এত প্রসিদ্ধ যে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। বহু সুধী ভারতযুদ্ধকাল নির্ণয়ে যত্নবান্ হইয়াছেন। কিন্তু সকলের মতের ঐক্য হয় নাই। না হইবারই কথা। কারণ, সকলের উপজীব্য এক নয়। কেহ মহাভারত হইতে, কেহ বরাহোদ্ধৃত গর্গ-বচন হইতে, কেহবা পুরাণ হইতে উপজীব্য গ্রহণ করিয়াছেন।

(১) মহাভারতে যুদ্ধ-কাল নির্ণয়ের উপায় আছে কি? ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায়, সে উপায় প্রায় নাই। কারণ,—

(৵০) মহাভারত কাব্য, ইহা প্রথম অধ্যায়েই লিখিত আছে। মায়া-সৃষ্টি অথবা কবি-কল্পনা কাব্যের ধর্ম। সেখানে সত্য লুক্কায়িত হয়।

(৵০) মহাভারত ইতিহাস, ইহাও প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে এবং বহুকাল হইতেই প্রসিদ্ধ আছে। উপদেশ কোন আখ্যানের প্রধান উদ্দেশ্য হইলে তাহাকে ইতিহাস বলে, ইহাও মহাভারতের প্রথম অধ্যায়ে আছে। ইতিহাস, বর্তমানকালের 'হিষ্টরি' নয়। মহাভারতে রাজধর্ম, মোক্ষধর্ম প্রভৃতি বিবিধ ধর্মের ব্যাখ্যা আছে। উপাখ্যান রচিত হইয়াছে; উপাখ্যানের অন্তর্গত অসংখ্য উপাখ্যান আসিয়াছে। এরূপ স্থলে সত্য কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে, কে জানে?

(৶০) মহাভারত পুরাণ। পুরাণ-রচনার ক্রম আছে, পুরাণ বুঝিবারও ক্রম আছে। কিন্তু অতিরঞ্জন ত্যাগ করিবার উপায় নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, পাণ্ডবদের জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করুন। সেটা সত্য না মিথ্যা, কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। পাণ্ডবগণের বনবাস-কালে অর্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থে স্বর্গে গমন করিলেন। সেখানে উর্বশীকে দেখিতে পাইলেন। এই ঘটনা সত্য না মিথ্যা? বনপর্বে একদা ভীম ও হনুমানের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হনুমান অমর। কিন্তু দুইজনেই পবনপুত্র। সত্য না মিথ্যা? এমন আরও কত অসম্ভব বর্ণনা আছে। যে গ্রন্থে মিথ্যা কল্পনা থাকে, সে গ্রন্থের উপজীব্য নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা চলে না।

(২) মহাভারত এক কবির রচিত নয়, এক কালেও রচিত নয়। উদাহরণ দিতেছি,—

(৵০) মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্র ভগবান্ নহেন। এক কবি তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছেন। ভীষ্ম ও বিদুর শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। আশ্চর্যের বিষয়, যিনি স্বয়ং ভগবান্ তিনি মনুষ্যোচিত কর্ম করিয়াছেন! পাণ্ডবেরা ও দ্রৌপদী কখনও কখনও তাঁহাকে ভগবান্ মনে করিতেন, কিন্তু সর্বদা নয়।

(৶০) কবে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, সে বিষয়ে মহাভারতে দুইস্থানে দুই উক্তি আছে। একটি কৃষ্ণ-বাক্য, অপরটি ব্যাস-বাক্য। উদ্যোগ-পর্বে (৮৩।৭) শ্রীকৃষ্ণ সন্ধি স্থাপনার্থে কৌরব-রাজধানী যাত্রা করিলেন। সেদিন রেবতী নক্ষত্র যুক্ত কার্তিক পূর্ণিমা। সেদিন শরদন্ত, হিমারম্ভ। সাতদিন পথে অতিবাহিত হইল। সন্ধিস্থাপনে বিফল হইয়া কৌরব-রাজধানী হইতে প্রত্যাবর্তন-কালে তিনি কর্ণকে বলিলেন (উদ্যোগ। ৪৪২), "আজি হইতে সপ্তম দিবসে অমাবস্যা হইবে। সেদিন ইন্দ্র (জ্যেষ্ঠা) নক্ষত্র। সেদিন সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। যুদ্ধারম্ভে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র প্রশস্ত।"

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। কার্তিক পূর্ণিমা রেবতী-যুক্ত; অর্থাৎ রেবতী, অশ্বিনী, ভরণীর প্রথম পাদ লইয়া কার্তিক মাস। অতএব ভরণীর প্রথম পাদান্তে বিষুব হইত। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষে ভরণীর তৃতীয় পাদান্তে বিষুব হইত। ইহা খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৭২ অব্দের কথা। অতএব যে সময়ে শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধদিবস ব্যক্ত করিয়াছিলেন, সে সময়ে বিষুব বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের কাল হইতে অর্ধ-নক্ষত্রভাগ পিছাইয়া আসিয়াছিল। অন্ততঃ পাঁচশত বৎসর পরের কথা।

ভীষ্মপর্বে (২।২৩) যুদ্ধারম্ভের পূর্বরাত্রে ব্যাস, ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন, "কার্তিকী পৌর্ণমাসীতে পদ্মবর্ণাভ নভোমণ্ডলে অলক্ষ্য প্রভাহীন অগ্নিবর্ণ চন্দ্রমা সমুদিত হইয়াছে।" কার্তিকী পূর্ণিমা কৌমুদী। সেদিন চন্দ্র উজ্জ্বল পীতবর্ণ দেখায়। কিন্তু যুদ্ধের পূর্বরাত্রের পূর্ণচন্দ্র প্রভাহীন ও অগ্নিবর্ণ, অর্থাৎ এক দুর্নিমিত্ত। ব্যাস কতপ্রকার দুর্নিমিত্ত দেখিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। তিনি দেখিতেছেন, অরুন্ধতী বশিষ্ঠকে পশ্চাতে ফেলিয়াছেন, শনৈশ্চর রোহিণীকে পীড়ন করিতেছেন, ইত্যাদি। এই সকল দুর্নিমিত্তদ্বারা তিনি বুঝাইয়াছিলেন যে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ যুদ্ধে নিহত হইবেন এবং প্রভূত লোকক্ষয় হইবে।

এই ব্যাসোক্তি পড়িলেই মনে হইবে, ইহা কাব্যোক্তি। কি লোমহর্ষণ ব্যাপার

ঘটিবে, তাহার পূর্বাভাস। এ পর্যন্ত কেহই গ্রহগণের অবস্থান হইতে ভারত যুদ্ধকাল নির্ণয়ে প্রয়াসী হন নাই। কারণ, সমুদয়ই কল্পিত। আরও দেখিতেছি, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ-প্রতিপদে যুদ্ধ আরম্ভ এবং অগ্রহায়ণ শুক্ল তৃতীয়ায় সমাপ্ত হইয়াছিল। এই উক্তির সহিত শ্রীকৃষ্ণের উক্তির বিরোধ হইতেছে।

ভারত-সাবিত্রী ভারত-যুদ্ধের এক প্রামাণিক গ্রন্থ। তাহাতে আছে, হেমন্তের প্রথম মাসে শুক্লত্রয়োদশীতে যুদ্ধ আরম্ভ এবং ১৮ দিন পরে এক অমাবস্যায় যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়াছিল।

(৶৹) ভীষ্মের শরশয্যা এক অদ্ভুত ব্যাপার। মহাভারতে এতদ্‌বিষয়ে দ্বিবিধ বর্ণনা আছে। (১) ভীষ্মপর্বের ১২০ ও ১২১ অধ্যায়ে লিখিত আছে, যুদ্ধের দশম দিবসে সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বে শরজালে বিদ্ধ হইয়া ভীষ্ম রথ হইতে পতিত হইলেন এবং প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার নিধন বহুবার লিখিত হইয়াছে। ১১৯ অধ্যায়ের নাম ভীষ্ম নিপাতন। নিপাত বা নিপাতন শব্দে মৃত্যুই বুঝায়। (২) দ্বিতীয় কবি ভীষ্মকে রবির দক্ষিণায়ন কালে নিহত করিতে কুণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন, "নিখিল ধনুর্ধরগণের অগ্রগণ্য মহাত্মা ভীষ্ম কি নিমিত্ত দক্ষিণায়নে প্রাণত্যাগ করিবেন?" (১২০ অধ্যায়)। শরশয্যায় শরের উপাধান হইল, শরদ্বারা পৃথিবী ভেদ করিয়া সুশীতল বারি উৎক্ষেপিত হইল (১২৩ অধ্যায়)। অর্জুনের এই অদ্ভুত কর্ম দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন। বিস্মিত হইবারই কথা। ভীষ্ম পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেন নাই; মস্তকে শরাঘাতও নিষিদ্ধ ছিল। তথাপি অর্জুন তাঁহার মস্তকের নীচে শরস্থাপন করিলেন! তাঁহার পৃষ্ঠে শর বিদ্ধ হইলে দেহের ভারে সে শর ক্রমশঃ দেহে প্রবিষ্ট হইত। কবি আরও ভুলিয়াছেন, ন্যায় যুদ্ধে ক্ষত্রিয় নিহত হইলে স্বর্গে গমন করেন, ভীষ্মও অবশ্য করিতেন; তাঁহাকে উত্তরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে হইত না। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, তিনি সর্বাঙ্গে শরবিদ্ধ হইয়া প্রায় দুইমাস জীবিত রহিলেন; তাঁহার দেহের ক্ষত বিষাক্ত হইল না। ইহা প্রকৃতির বৈপরীত্য, বিশ্বাস-যোগ্য নয়।

ভারত-সাবিত্রী যুদ্ধের দশম দিবসে ভীষ্মের 'নিধন' লিখিয়াছেন, তাঁহাকে শর-শয্যায় রাখেন নাই।

(।৹) ভীষ্ম কতদিন শরশয্যায় শয়ান ছিলেন? অষ্টাদশ দিবস যুদ্ধের পর পাণ্ডবগণ মৃতগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও ভাগীরথী-জলে তর্পণ করিলেন। শুদ্ধি

নিমিত্ত তাঁহারা ভাগীরথী-তীরে একমাস বাস করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পুরপ্রবেশ করিলেন। যুধিষ্ঠির রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন এবং নিহত জ্ঞাতি-গণের শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন করিলেন। রাজ্যপালন আরম্ভ হইল। যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বিষণ্ণ দেখিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কুরুপিতামহভীষ্ম শর-শয্যায় থাকিয়া তাঁহাকে চিন্তা করিতেছেন। ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের সহিত কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন (শান্তি। ৫১),—"হে কুরুপ্রবীর, আপনার জীবনের আর ষটপঞ্চাশৎ দিবস অবশিষ্ট আছে।" কিন্তু যুদ্ধের পর অশৌচ, পুর-প্রবেশ, অভিষেক ইত্যাদি কর্মে অন্ততঃ ৩৩ দিন লাগিয়াছিল। অতএব শ্রীকৃষ্ণের বাক্য সঙ্গতিহীন হইয়াছে।

পুনশ্চ, অনুশাসন-পর্বে (১৬৭ অধ্যায়) যুদ্ধের পর কিয়ৎকাল গত হইলে যুধিষ্ঠির দেখিলেন, উত্তরায়ণ সমাগত। তিনি ভীষ্মের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নিমিত্ত যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্য লইয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি ৫৮ রাত্রি নিশিতাগ্র শরের উপর শায়িত আছি, যেন শত বর্ষ মনে হইতেছে। মাঘ মাস সম্যক্ প্রবৃত্ত হইয়াছে। মাসের এক-চতুর্থাংশ গত হইয়াছে। শুক্লপক্ষও বটে। রবি উত্তরাভিমুখ হইয়াছেন।" এই বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ হইবে, কবে উত্তরায়ণ, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি জানিতেন। ভীষ্মও জানিতেন। ভীষ্ম সেই দিনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখানে মাস স্পষ্টতঃ অমান্ত। কারণ মাঘমাস 'সমনুপ্রাপ্ত' হইয়াছে। পূর্ণিমান্ত হইলে এই বিশেষণ প্রযোজ্য হইত না।

ভীষ্মের স্বর্গারোহণ-তিথি ভীষ্মাষ্টমী নামে খ্যাত। অনেকে সেদিন ভীষ্মের তর্পণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের ও ভীষ্মের উক্তির ঐক্য হইতেছে না। আর স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, পাণ্ডবেরা কোনও সূত্রদ্বারা মাঘী শুক্ল-সপ্তমীতে রবির উত্তরায়ণ জানিতে পারিয়াছিলেন। আমরা সে সূত্রটি জানি। এই শুক্ল-সপ্তমী, রথ-সপ্তমী, বিধান-সপ্তমী, ভাস্কর-সপ্তমী নামে আমাদের পাঁজিতে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। এই তিথির উল্লেখ কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহাও জানি। খ্রীষ্টপূর্ব ২০৫ অব্দে মাঘী শুক্ল-সপ্তমীতে রবির উত্তরায়ণ দিবসে মাহেশ্বর-কল্পের এক যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। এই যুগ ২৪৭ বৎসর চলিয়াছিল। ইহা হইতে পাইতেছি, ভীষ্মের শরশয্যা ও মাঘী-শুক্লাষ্টমীতে স্বর্গারোহণের কাহিনী উক্ত

অব্দের পরে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। আধুনিক কালের বলিয়াই ভারত-সাবিত্রীতে উল্লেখ নাই। খ্রীষ্টপূর্ব ২০৫ অব্দে কার্তিক-পূর্ণিমায় শরদন্ত হইয়াছিল। তদনন্তর কার্তিক অমাবস্যায় জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র ছিল। এইদিন যুদ্ধ আরম্ভ। ইহার দশম দিবসে ভীষ্মের পতন। অতএব, অগ্রহায়ণের ২১, পৌষের ৩০, মাঘের ৭, মোট ৫৮ তিথি শরশয্যা গণিত হইয়াছে।

যাঁহারা মহাভারতের বাক্য হইতে যুদ্ধকাল-নির্ণয়ে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহারা দুইটি তত্ত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন। (১) ভারতযুদ্ধকালে নক্ষত্রভাগ হয় নাই; নক্ষত্র শব্দে প্রত্যক্ষ তারা বুঝিতে হইত; (২) সেকালে কোনও পাজি ছিল না; চন্দ্র-সূর্য-তারা দেখিয়া দিন স্থির করিতে হইত। যেমন, বিষুব দিনে কৃত্তিকায় পূর্ণিমা বলিলে বুঝিতে হইবে, দক্ষ জ্যোতির্বিৎ পরিদর্শন করিয়া স্থির করিতেন সেদিন বিষুব কিনা। রাত্রিকালে কৃত্তিকা তারার নিকটে চন্দ্র দেখিতেন; তারপর বলিতেন, 'আজ বিষুব দিন, কার্তিকী পূর্ণিমা।' কবে রবির উত্তরায়ণ হইবে, যুধিষ্ঠিরের নিযুক্ত জ্যোতির্বিৎ সূর্যগতি প্রত্যক্ষ করিয়া যেন বলিয়াছেন। তাঁহাদের এই দুই অঙ্গীকারের কোনও ভিত্তি নাই। শ্রীকৃষ্ণ সাতদিন পূর্বেই জানিতেন কবে অমাবস্যা হইবে এবং তখন জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হইবে। তিনি জানিতেন কবে রবির উত্তরায়ণ হইবে, নচেৎ ভীষ্মকে দিন-সংখ্যা দিতে পারিতেন না। কবে পূর্ণিমা হইবে, কবে অমাবস্যা হইবে, ইহা পূর্বে জানিতে না পারিলে সে দুইদিন যাগ হইতে পারিত না। ঋগ্‌বেদের কাল হইতে দর্শ-পৌর্ণমাসী যাগ প্রসিদ্ধ আছে। তিথি ধরিয়া বৎসর নিরূপিত হইতে পারে না। নক্ষত্রভাগ ধরিলেও হইতে পারে না। এই কারণে প্রত্যক্ষ নক্ষত্র এবং প্রত্যক্ষ অয়ন-পরিবর্তনের অঙ্গীকার আবশ্যক হইয়াছে।

কেহ কেহ ভারত যুদ্ধ বৎসরের আর এক প্রমাণের উল্লেখ করেন। বরাহ-মিহির তাঁহার বৃহৎ-সংহিতায় বৃদ্ধগর্গের এক বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। সেটি এই, "যুধিষ্ঠিরের পৃথিবী-শাসনকালে সপ্তর্ষি মঘায় ছিলেন। সপ্তর্ষি এক এক নক্ষত্রে শতবর্ষ থাকেন। শকে ২৫২৬ যোগ করিলে যুধিষ্ঠিরের কাল পাওয়া যায় (১৩৷৩)।" এখানে তিনটি বাক্য আছে। তৃতীয় বাক্য হইতে পাইতেছি, শক (−২৫২৬)+৭৮=(−২৪৪৮) খ্রীষ্টাব্দ=খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৪৯ অব্দ যুধিষ্ঠিরের কাল। এই বৎসরটি জানা ছিল। একাদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দে আল্‌-বেরুণী উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রাজতরঙ্গিনী নামক কাশ্মীরের ইতিহাসেও কহলন পণ্ডিত (দ্বাদশ

খ্রীষ্ট শতাব্দ) এই কাল ধরিয়াছেন। কিন্তু আমরা জানি, খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৪৯ অব্দ যজুর্বেদের কাল। তৎকালে প্রত্যক্ষ কৃত্তিকার এক নক্ষত্র-পাদান্তে বাসন্ত বিষুব হইত, কৃত্তিকা তারায় নয়। আরও জানি, একাষ্টকায় (মাঘী-কৃষ্ণাষ্টমীতে) উত্তরায়ণ হইয়াছিল, মাঘী-শুক্লাসপ্তমীতে নয় ("বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল" পশ্য)। কেমন করিয়া সে বৎসর পাণ্ডব-কাল নামে প্রসিদ্ধ হইল, তাহার কারণ অনুমান করিতে পারা যায়। পুরাণে আছে, পরিক্ষিতের কালে সপ্তর্ষি মঘায় ছিলেন। সপ্তর্ষি এক এক নক্ষত্রে শতবর্ষ থাকেন। গর্গ শুনিয়াছিলেন, কিম্বা জানিতেন, সপ্তর্ষি খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৪৯ অব্দে মঘাতে ছিলেন। তিনি এই ঐক্য দেখিয়া খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৪৯ অব্দে যুধিষ্ঠিরকে বসাইয়াছেন। সপ্তর্ষি মঘায় ছিলেন এবং এক এক নক্ষত্রে শতবর্ষ থাকেন, এই দুই উক্তির ব্যাখ্যা পরে দেওয়া যাইতেছে।

ভারতযুদ্ধ কোন্ বৎসরে ?

যাঁহারা মহাভারত হইতে ভারতযুদ্ধের বৎসর নিরূপণে যত্নবান্ হইয়াছেন, তাঁহারা বাছিয়া বাছিয়া উপকরণ লইয়াছেন ; কিন্তু একটি উপকরণ সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়াছেন। মহাভারত আদিপর্ব দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোকটি আছে,—

অন্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে কলিদ্বাপরয়োরভূৎ।
সমন্তপঞ্চকে যুদ্ধং কুরুপাণ্ডবসেনয়োঃ ॥

অর্থ, কলি ও দ্বাপরের অন্তরকালে সমন্তপঞ্চক তীর্থ কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডব-সেনার যুদ্ধ হইয়াছিল।

মহাভারতে কেবল এই একটি স্থানে যুদ্ধকাল নির্দিষ্ট হইয়াছে, আর কোথাও হয় নাই। কলি ও দ্বাপরের অর্থ কি ? কলিযুগ ও দ্বাপর যুগ ? যদি 'যুগ' অর্থই হয়, সে যুগ মানুষ যুগ না দৈব যুগ ? "দেবানাং যুগে" ঋগ্‌বেদে আছে। তেমনই 'মনুষ্যাণাং যুগে', 'মানুষে যুগে' পদও আছে। মানুষ-যুগ, মানুষের ব্যবহারযোগ্য যুগ। দৈবযুগ দেবলোকের যুগ। আমাদের এক বৎসরে দেবতাদের একদিন। আমাদের ৩৬০ বৎসরে দেবতাদের এক বৎসর।

যে সকল মনীষী মহাভারতের উক্ত প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই দৈবকলি ও দৈবদ্বাপর অর্থ বুঝিয়াছেন। দৈবকলি খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০২ অব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পরিমাণ ৪,৩২,০০০ মানুষ বৎসর। অর্থাৎ

ইঁহাদের মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০৩ অব্দের অন্তে যুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু এই মত ভ্রান্ত। কারণ,—

(১) মহাভারতের শ্লোকে 'যুগ' শব্দ নাই। কৃত-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি, চারি বৎসরের নাম হইতে পারে। পরে মহাভারত হইতেই ইহার প্রমাণ দিতেছি।

(২) যদি দ্বাপর ও কলি যুগ হয়, এবং সে যুগ দৈব হয়, তাহা হইলে দুই যুগের সন্ধি সময়ে যুদ্ধ-সংঘটন আশ্চর্যের কথা হইবে। এরূপ ঘটনা হইতে পারে না, এমন নহে। কিন্তু সেটা কদাচিৎ। দৈব দ্বাপরের পরিমাণ দৈব কলির দ্বিগুণ, অর্থাৎ ৪,৩২,০০০ × ২ = ৮,৬৪,০০০ মানুষ বৎসর। ঋগ্‌বেদের আর্যেরা পঞ্চনদ প্রদেশে মাত্র কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহারা কি এত লক্ষ বৎসর গণিয়া আসিতেছিলেন? এত লক্ষ বৎসর পূর্বে মানব জাতির উদ্ভব হইয়াছিল কিনা সন্দেহ।

(৩) দৈবকলির আরম্ভ-সময়ে ঋগ্‌বেদের কাল চলিতেছিল। ঋগ্‌বেদে রাজা শান্তনুর নাম আছে। কিন্তু কোন বৈদিকগ্রন্থে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বাষ্পগন্ধও নাই।

(৪) যদি দৈব কলি আরম্ভের কিছু পূর্বে যুদ্ধ হইয়া থাকে, তদবধি মগধের নন্দবংশ পর্যন্ত প্রায় ২৭০০ বৎসর এবং এই সময়ের মধ্যে ১০৮ রাজার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কোন পুরাণে এত রাজার নাম নাই। অতএব দৈবকলির আরম্ভে যুদ্ধ হইয়াছিল, এই মত পুরাণ বিরুদ্ধ।

(৫) দৈবকলি যে খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০২ অব্দে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহারই বা প্রমাণ কই? শকাব্দের কত বৎসর পূর্বে কলি আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার লিখিত প্রমাণ আছে। কিন্তু সেটা শকারম্ভের পরে প্রদত্ত নাম, কি পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল, তাহা জানা নাই।

(৬) প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিৎ আর্যভট (ষষ্ঠ খ্রীষ্টশতাব্দ) লিখিয়াছেন, কলি-যুগারম্ভে রবি-সোমাদি সপ্তগ্রহমধ্য একত্র হইয়াছিল। এই অঙ্গীকার করিয়া তিনি গ্রহ-গতি নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু দক্ষ গাণিতিক গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, গ্রহস্থিতি এরূপ ছিল না। অতএব খ্রীষ্টপূব ৩১০২ অব্দের গ্রহস্থিতি কেহ প্রত্যক্ষ করেন নাই। এই অব্দটা কাল্পনিক। পণ্ডিতেরা মনে করিয়াছেন, আর্যভট প্রতীপ গণনা দ্বারা এই অব্দ পাইয়াছিলেন। কিন্তু এই অনুমান বিচার-সহ নয়, এক প্রকার গোঁজামিল বলিতে হয়। আমার মনে হয়, এই অব্দটি জানা

ছিল, কিন্তু ইহার প্রকৃত নাম কলি কি আর কিছু, তাহা জানা ছিল না। আর্যভট অব্দটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ইহার নাম বশিষ্ঠাব্দ ছিল। ঋগ্‌বেদে আছে, একদা মিত্রাবরুণের ঔরসে বশিষ্ঠের জন্ম হইয়াছিল। মিত্র গ্রীষ্ম ঋতুর এবং বরুণ বর্ষা ঋতুর আদিত্য। দক্ষিণায়ন সময়ে উভয়ের যোগ হয়। সেই সময়ে বশিষ্ঠের জন্ম হয়। বশিষ্ঠ সপ্তর্ষির দ্বিতীয় তারা, নিকটে অরুন্ধতী। গণিত দ্বারা জানিতেছি, খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০১ অব্দে মেরু ও বশিষ্ঠতারার যোগসূত্র দক্ষিণায়নবিন্দু দিয়া গিয়াছিল। ভাবার্থ এই দাঁড়াইল, একদা দক্ষিণায়ন-সময়ে বশিষ্ঠ তারা দক্ষিণায়ন দেখাইয়া দিত, কবি-কল্পনায় ইহাই বশিষ্ঠের জন্ম। খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০১ অব্দে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল ("অগস্ত্যোপাখ্যান"পশ্য)। ঋগ্‌বেদে যত ইন্দ্রসূক্ত আছে, তাহার অধিকাংশের ঋষি বশিষ্ঠ। ইহা হইতে মনে হয় বশিষ্ঠবংশীয়েরা দক্ষিণায়ন-দিন নিরূপণে দক্ষ হইয়াছিলেন।

কৃত-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি চারি বৎসরের নাম

দ্বাপর ও কলির অন্তর-কালে যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধ ১৮ দিন ব্যাপিয়া হইয়াছিল। অতএব কলি—আরম্ভের একমাসপূর্বে যুদ্ধ হইয়াছিল। যেখানে মাস লইয়া গণনা, সেখানে দ্বাপর ও কলি, দুই বৎসরের নাম হইবারই সম্ভাবনা। মহাভারত বনপর্বে (১২০ অধ্যায়) লোমশ ঋষি যুধিষ্ঠিরকে এক তীর্থে বলিতেছেন,—

সন্ধিরেষ নরশ্রেষ্ঠ ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ।

পুনশ্চ উক্তপর্বের ১২৪ অধ্যায়ে অপর এক তীর্থে বলিতেছেন,—

সন্ধির্দ্বয়োর্নরশ্রেষ্ঠ ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ।

অর্থ, হে নরশ্রেষ্ঠ, ইহা ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধি। নীলকণ্ঠ ও তদনুবর্তী পণ্ডিতেরা বাক্যটিকে তীর্থের বিশেষণ করিয়াছেন; তীর্থে ত্রেতা ও দ্বাপরের ধর্ম বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই অর্থ সংলগ্ন হইতেছে না। লোমশ-ঋষির সে অভিপ্রায় হইলে তিনি সত্যযুগের নাম করিতেন, যখন ধর্ম চতুষ্পাদ ছিল। 'সন্ধি' বলিবার প্রয়োজনই বা কি ছিল? ঋষি যুধিষ্ঠিরকে সে তীর্থে স্নান করিতে বলিতেছেন, আর বলিতেছেন, সেদিন তীর্থ স্নানের যোগ্যও বটে, এক নূতন বৎসর আসিতেছে। দ্বাদশ-বৎসর বনবাস কালে ত্রেতা ও দ্বাপর তিন তিন বার আসিয়াছিল।

বনপর্বে (১৪৮ অধ্যায়) হনুমান ও ভীমের বিক্রম প্রকাশকালে হনুমান বলিতেছেন,—

এতৎ কলিযুগং নাম অচিরাৎ যৎ প্রবর্ত্ততে।

অর্থ, হে ভীম এই কলিযুগ অচিরে প্রবর্তিত হইবে।

কলি বর্ষ আরম্ভের পূর্বেই অর্থাৎ দ্বাপর বর্ষে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়াছিল। সেই কলিবর্ষ হইতে এক দীর্ঘ কলিযুগ-গণনা প্রবর্তিত হইয়াছিল। ইহার পরিমাণ সহস্র মানুষবর্ষ। পরে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

শল্যপর্বে (৬১ অধ্যায়) ভীমসেন দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করিলে বলরাম অন্যায় যুদ্ধ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমের প্রতি ধাবিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইলেন,—

প্রাপ্তং কলিযুগং বিদ্ধি প্রতিজ্ঞাং পাণ্ডবস্য চ।

আপনি ভাবিয়া দেখুন, এখন কলিযুগ উপস্থিত, ন্যায়ান্যায় বিচার নাই। আর, পাণ্ডবের প্রতিজ্ঞাও স্মরণ করুন।

দুর্যোধনের উরুভঙ্গকালে সহস্রবর্ষের কলিযুগ আরম্ভ হইয়া থাকিবে।

কলি-দ্বাপর-ত্রেতা-কৃত পাশাখেলার সংজ্ঞা। চারিটি অক্ষফল (বয়ড়া) লইয়া খেলা হইত। একটায় শূন্য কিম্বা দাঁড়ি চিহ্ন, আর একটায় ঐরূপ দুইটা চিহ্ন, তৃতীয়টায় তিনটা এবং চতুর্থটায় চারিটা চিহ্ন করা হইত। এই চারি অক্ষফলের নাম,—একত, দ্বিত, ত্রিত, কৃত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।১৫),—

কলিশ্‌ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠন্‌ ত্রেতা ভবতি চরণ্‌ সম্পদ্যতে কৃতঃ॥

কলি শুইয়া আছে, দ্বাপর জাগিতেছে, ত্রেতা দাঁড়াইয়াছে, কৃত বেড়াইতেছে। ক্রীড়ার চারি অক্ষের দৃষ্টান্তে চারি যুগের বর্ণনা।

কলি-দ্বাপর-ত্রেতা-কৃত, এক যুগের চারিবর্ষের নাম পাইলাম। কিন্তু মহাভারতের কলি-দ্বাপর এইরূপ কোন্‌ যুগের অন্তর্গত? মহাভারতে তাহার উত্তর নাই। এখানে পুরাণ আশ্রয় করিতে হইতেছে।

বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশতি দ্বাপরে যুদ্ধ

বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশতি যুগের দ্বাপর পুরাণে অতিশয় বিখ্যাত হইয়াছে। সেই দ্বাপরেই যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহার নানা প্রমাণ আছে। জ্যোতির্বিৎ আর্যভটও ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রয়োজনের নিমিত্ত এই সকল যুগ দৈব

স্বীকার করিয়াছেন। মহাভারতের কবি মন্বন্তর ও যুগ উহ্য রাখিয়া কলি-দ্বাপরের অন্তর বলিয়াছেন। আমরা যেমন ইংরেজী সাল লিখিতে শতাব্দ উহ্য রাখি, কাশ্মীরে যেমন সপ্তর্ষি-অব্দ লিখিতে শতাব্দ লেখা হয় না, কবিও তেমন করিয়াছেন। মনু ও যুগ জানা ছিল, লেখেন নাই। এখন মনুর কাল-বিভাগ দেখি।

১ কল্প = ১০০০ যুগ = ৪০০০ বৎসর = ১৪ মনু।

∴ ১ মনুকাল = কিঞ্চিদধিক ৭১ যুগ

= কিঞ্চিদধিক ৭১ × ৪ = ২৮৪ বৎসর।

এই কিঞ্চিৎ অধিক কোথায় ফেলা হইত, তাহা জানা নাই। পুরাণে কল্পান্ত কাল আসে নাই। আর এক গণনাও ছিল।

১ কল্প = ১৪ মনু = ষড়ূণ যুগ সহস্র

= ১০০০ – ৬ = ৯৯৪ যুগ।

∴ ১ মনু = ৯৯৪ ÷ ১৪ = ৭১ যুগ = ২৮৪ বৎসর।

বোধ হয় লোক ব্যবহারে এইরূপ গণনাই প্রচলিত ছিল।

চতুর্দশ মনুর নাম এই,—১ম স্বায়ম্ভুব, ২য় স্বারোচিষ, ৩য় ঔত্তমি, ৪র্থ তামস, ৫ম রৈবত, ৬ষ্ঠ চাক্ষুষ, ৭ম বৈবস্বত, ৮ম—১৪শ ভিন্ন ভিন্ন সাবর্ণি।

এখন দেখি, বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি দ্বাপরে কত বৎসর হয়। বৈবস্বত সপ্তম মনু। কল্পমুখ হইতে,

৬ মনুতে ৬ × ২৮৪ = ১৭০৪ বর্ষ

২৭ যুগে ২৭ × ৪ = ১০৮ বর্ষ

কৃত ও ত্রেতা = ২ বর্ষ

১৮১৪ বর্ষ গতে দ্বাপর।

কিন্তু কল্পাদি কোথায়? কেহ কেহ কল্যাদিকে কল্পাদি মনে করিয়াছেন। কিন্তু ইহার প্রমাণ নাই। কল্পমুখ জানিবার প্রয়োজন হইত না। আমরা লোমশ-ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাদিগকে নির্বোধ মনে করিতেন, কিম্বা বলিতেন, "কল্পমুখ হইত"। সে কল্পের মুখ কোথায়? ভারতযুদ্ধের ১৮১৪ বৎসর পূর্বে।

কল্পাদি

দৈবক্রমে বায়ুপুরাণে (৫৩।১০৪-৫) লিখিত আছে, চাক্ষুষ মন্বন্তরে সূর্য বিশাখায় ও চন্দ্র কৃত্তিকায় সমুৎপন্ন দৃষ্ট হইয়াছিল, অর্থাৎ এক কার্তিকী পূর্ণিমা

হইয়াছিল। শারদবিষুব দিনে এই কার্তিকী পূর্ণিমা হইয়াছিল। এই পূর্ণিমাই বিষ্ণু ও মৎস্যপুরাণে বিখ্যাত হইয়াছে। এই পূর্ণিমা খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৩৬ অব্দে প্রথম হইয়াছিল। এই পূর্ণিমা চাক্ষুষ মন্বন্তরে ঘটিয়াছিল। যদি ইহাকেই চাক্ষুষ মন্বন্তরের পূর্ব সীমা ধরি, তাহা হইলে কল্লাদি খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫৬ অব্দ আসে। (৫ মনু = ২৮৪ × ৫ = ১৪২০ বর্ষ; খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৩৬ + ১৪২০ = খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫৬ অব্দ)। দৈবাৎ পাইতেছি এই বৎসরে এক প্রসিদ্ধ জ্যোতিষিক যোগ ঘটিয়াছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫৬ অব্দে রোহিণী তারায় বাসন্ত বিষুব হইয়াছিল। সেদিন জ্যেষ্ঠা শুক্ল নবমী; পরদিন শুক্ল দশমী দশহরা নামে খ্যাত হইয়াছে। রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে দশহরা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লদশমী সংবৎসরমুখী স্মৃতা।
তস্যাং স্নানং প্রকুর্বীত দানঞ্চৈব বিশেষতঃ॥

দশহরা এক সম্বৎসরের মুখ। আরও দেখিতেছি সেই বৎসর বামন দ্বাদশীতে (ভাদ্র শুক্লাদ্বাদশীতে) রবির দক্ষিণায়ন, সেদিন শক্রধ্বজোত্থান। অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে। বিশেষতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫৬ অব্দে অগ্রহায়ণ পূর্ণিমায় শারদ বিষুব হইয়াছিল। ইহা এক পুরাতন প্রসিদ্ধ যোগ। প্রজাপতি রোহিণীর দেবতা। প্রজাপতি বর্ষাধিপতি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে, একদা প্রজাপতি মৃগনক্ষত্র হইতে রোহিণীতে গমন করিয়াছিলেন। এই সকল প্রসিদ্ধি হেতু মনে হয়, খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫৬ অব্দ মনু-গণনার কল্পমুখ।

কল্লাদি হইতে ১৮১৪ বৎসর গতে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল। অতএব খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫৬ − ১৮১৪ = খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪২ অব্দ ভারতযুদ্ধের কাল। এই বৎসরই বৈবস্বত মনুর অষ্টাবিংশতি যুগের দ্বাপর। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪১ অব্দ কলিবর্ষ। এই বৎসর যে, কলি, তাহার দুই প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে,—(১) বেদাঙ্গ জ্যোতিষে পঞ্চবর্ষাত্মক যুগ গণিত হইয়াছে। পঞ্চবর্ষাত্মক যুগ-গণনার প্রথম যুগের বর্ষক্রম এইরূপ,— কলি-দ্বাপর-ত্রেতা-কৃত-কলি। যুগের আরম্ভে ও অন্তে কলি থাকাতে এই যুগকে কলিযুগ বলা হইত। 'গবাময়ন' গ্রন্থে পণ্ডিতপ্রবর শামশাস্ত্রী ইহা দেখাইয়াছেন। খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৭২ অব্দে বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের পঞ্চবর্ষাত্মক যুগের আরম্ভ। অতএব খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৭২ অব্দ কলিবর্ষ। খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৭২ অব্দ কলিবর্ষ হইলে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪১ অব্দও কলিবর্ষ। (২) খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪১ অব্দ কলিবর্ষ, অতএব খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪০ অব্দ কৃতবর্ষ। খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪০ অব্দে মাহেশ্বর যুগ-গণনার আরম্ভ

('পূজাপার্বণ'পশ্য)। সে বৎসর অক্ষয়া তৃতীয়ায় (বৈশাখ শুক্লতৃতীয়ায়) বাসন্ত বিষুব হইয়াছিল। সে বৎসর নাগপঞ্চমীতে (শ্রাবণ শুক্লপঞ্চমীতে) দক্ষিণায়ন, কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমীতে শারদ বিষুব এবং মাঘী শুক্ল-একাদশীতে উত্তরায়ণ হইয়াছিল। এই একাদশী ভৈমী একাদশী নামে খ্যাত। অক্ষয়াতৃতীয়ায় সত্যযুগের আরম্ভ, ইহা প্রসিদ্ধ। অতএব খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪০ অব্দটি বিখ্যাত হইয়াছিল।

পুরাণের প্রমাণ

পুরাণে প্রধানতঃ দুই প্রকারে ভারত যুদ্ধকাল লিখিত আছে। তন্মধ্যে একটি জ্যোতিষিক, অপরটি ঐতিহাসিক।

১। জ্যোতিষিক উল্লেখ।

বিষ্ণুপুরাণে,—

সপ্তর্ষীণাঞ্চ যৌ পূর্বৌ দৃশ্যেতে উদিতৌ দিবি।
তয়োস্তু মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্যতে যৎ সমং নিশি।
তেন সপ্তর্ষয়োযুক্তাস্তিষ্ঠন্ত্যব্দশতং নৃণাম্॥
তে তু পরিক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥

সপ্তর্ষি সাতটি তারা। তাহাদের দুইতারা প্রথমে উদিত হইয়া থাকে। সে দুই তারার মধ্য বিন্দু দক্ষিণোত্তর রেখায় যে নক্ষত্রে দেখা যায়, সপ্তর্ষি সে নক্ষত্রে মানুষের শতবর্ষ থাকেন। পরিক্ষিতের কালে তাঁহারা মঘাতে ছিলেন এবং তখন দ্বাদশশত মানুষবর্ষের কলি প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

এখানে চারিটি উক্তি আছে। (১) কেমনে সপ্তর্ষির নক্ষত্র নির্ণীত হইয়াছিল; (২) সপ্তর্ষি এক এক নক্ষত্রে শতবর্ষ থাকেন; (৩) পরিক্ষিতের কালে মঘাতে ছিলেন; (৪) তখন দ্বাদশশত বর্ষের কলি আরম্ভ হইয়াছিল।

প্রথম উক্তি। সপ্তর্ষির সাততারার মধ্যে ক্রতু ও পুলহ প্রথমে উদিত হয়। উত্তরেরটি ক্রতু, দক্ষিণেরটি পুলহ। এখানে পৌরাণিক এক পরিভাষা করিয়াছেন। এই দুই তারার মধ্য-সূত্র যে নক্ষত্র স্পর্শ করিবে, সপ্তর্ষি সে নক্ষত্রে আছেন, বুঝিতে হইবে। বর্তমান কালে সপ্তর্ষি পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রের মধ্যভাগে অবস্থিত; সন্ধ্যার পর ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি উদিত হইয়া থাকে। প্রথমে ক্রতু, দুই মিনিট পরে পুলহ দক্ষিণোত্তর রেখায় আসে। গণিত দ্বারা

জানিতেছি, খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪০ অব্দে প্রায় ৪০ মিনিট পরে আসিত; কাজেই মধ্য লইতে হইত।

দ্বিতীয় উক্তি। পুরাণ বলিতেছেন, পরিক্ষিতের কালে সপ্তর্ষি-সূত্র মঘা নক্ষত্রে ছিল। ভারতযুদ্ধ কালে মঘা নক্ষত্রে দক্ষিণায়ন হইত, অর্থাৎ মঘা নক্ষত্র ৯০° অংশ। গণিত করিয়া দেখিতেছি, খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৯১ অব্দে সপ্তর্ষিসূত্র ৯০° অংশে আসিয়াছিল। ইহার সহিত ৫০ বৎসর যোগ করিলে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪১ অব্দ পাই। এই বৎসর পরিক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল। অতএব পরিক্ষিতের কালে সপ্তর্ষি মঘায় ছিলেন। ভারতযুদ্ধের অব্যবহিত পরে পরিক্ষিতের জন্ম (মহাভারত, অশ্বমেধ। ৬৬)।

তৃতীয় উক্তি। সপ্তর্ষি এক এক নক্ষত্রে শতবর্ষ থাকেন। কেবল বিষ্ণুপুরাণে নয়, বায়ু ও মৎস্য পুরাণেও ইহার উল্লেখ আছে। ইহার অর্থ, পরিক্ষিতের জন্মের পর হইতে, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪১ অব্দ হইতে এক শতাব্দ গণনা প্রচলিত হইয়াছিল। সে শতাব্দ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদিক্রমে না গণিয়া নক্ষত্র-নামে ব্যক্ত হইত। সপ্তর্ষি মঘা-নক্ষত্রে বলিলে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪১ হইতে খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৪১ অব্দ পর্যন্ত বুঝাইত।

বিষ্ণুপুরাণ (৪।২৪।৩৯) বলিতেছেন, মহাপদ্ম নন্দের কালে সপ্তর্ষি পূর্বাষাঢ়ায় আসিবেন, সে সময়ে কলি বৃদ্ধি হইবে। মঘা হইতে পূর্বাষাঢ়া দশম নক্ষত্র। অতএব মহানন্দ খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪১ – ১০০০ = খ্রীষ্টপূর্ব ৪৪১ হইতে ৩৪১ অব্দের মধ্যে ছিলেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

মৎস্য ও বায়ু পুরাণ বলিতেছেন, চতুর্বিংশতি নক্ষত্রে অন্ধ্ররাজ্যের শেষ হইবে। অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪১ – ১৪০০ = খ্রী-পূ ৪১ হইতে খ্রী-প ৫৯ অব্দের মধ্যে। ইহাও ঐতিহাসিক সত্য।

চতুর্থ উক্তি। পরিক্ষিতের সময় হইতে ১২০০ বৎসরের কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছিল। এখানে দৈবগণনার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। ১২০০ মানুষবর্ষ বুঝিতে হইবে। অনেকে ভুল করিয়া দৈবকলি মনে করিয়াছেন। তখন ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ১২০০ × ৩৬০ = ৪,৩২,০০০ বৎসর। দৈব কলির পরিমাণের উৎপত্তি এই। বাস্তবিক, কলিযুগের পরিমাণ সহস্র মানুষ বৎসর। ইহার আরম্ভের পূর্বে একশত বৎসর এবং সমাপ্তির পরে একশত বৎসর, এই দুইশত বৎসর পরিবর্তন-কাল যোগ করিয়া কলির পরিমাণ দ্বাদশশত বৎসর দাঁড়াইয়াছে।

চারি সহস্র বৎসরে চতুর্মহাযুগ। প্রথমে এই গণনা ছিল। পরে যুগে যুগে ধর্মের হ্রাস লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক যুগের আদিতে ও অন্তে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ নামে যুগধর্মের পরিবর্তনকাল অঙ্গীকৃত হইত। প্রকৃত কলির আরম্ভের পূর্বে ১০০ বৎসর সন্ধ্যা এবং কলিশেষে ১০০ বৎসর সন্ধ্যাংশ যুক্ত হয়। এইরূপে কলির পরিমাণ দ্বাদশশত বৎসর। কলির দ্বিগুণ দ্বাপর, তিনগুণ ত্রেতা এবং চতুর্গুণ কৃত। এইরূপে চতুর্মহাযুগের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০,০০০ বৎসর। কিন্তু লৌকিক ব্যবহারে এই গণনার প্রয়োগ পাওয়া যায় না। মহাভারতেও (বন ১৮৮) কলিযুগের পরিমাণ সহস্র বৎসর এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুইশত বৎসর। সেখানেও মানুষমান বুঝিতে হইবে, দৈবমান নহে।

পরিক্ষিতের জন্ম খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪১ অব্দে। ইহা হইতে ১২০০ বিয়োগ করিলে খ্রীষ্টপূর্ব ২৪১ অব্দে কলির অন্ত। এই ব্যাখ্যার পোষক প্রমাণ মহাভারতে আছে। বনপর্বে লিখিত আছে (১৮৮ অধ্যায়),—"কলিযুগ অল্পাবশিষ্ট কালে অন্ধ্র, শক, যবন···বহুবিধ ম্লেচ্ছ জাতীয় ভূপতিগণ মিথ্যাবাদ-পরায়ণ ও পাপাসক্ত হইয়া মিথ্যা শাসন করিবে।" আমরা ইতিহাসে পাই, খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৫ অব্দে গ্রীক যবন আলেকজাণ্ডার পশ্চিমোত্তর ভারতে যবন রাজ্যের বীজবপন করিয়াছিলেন। মহাভারত বলিতেছেন, তখন কলির অল্প অবশিষ্ট ছিল।

২। ঐতিহাসিক উল্লেখ। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে পরিক্ষিতের জন্মের ১০১৫ বৎসর পরে মহানন্দ অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। বায়ু ও মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে, পরিক্ষিতের জন্ম হইতে নন্দের অভিষেক কাল ১০৫০ বৎসর। এই অনৈক্যের কারণ দুইটি হইতে পারে। (১) পুরাণে পাঠ-প্রমাদ; 'পঞ্চ-দশোত্তরম্' ও 'পঞ্চাশদুত্তম্', এই দুই পাঠের মধ্যে কোন্‌টি সত্য, কে জানে? অথবা (২) বিষ্ণু, বায়ু ও মৎস্যপুরাণকারগণ দুই প্রকার শুনিয়াছিলেন। মিলাইয়া দেখি। মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত কোন্ বৎসরে মগধরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতভাবে জানা নাই। খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে আলেকজাণ্ডার সিন্ধুনদ পার হইয়া পঞ্জাবের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। সেই বিপৎপাতের সময়ে নন্দরাজত্ব ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্ত মগধ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া থাকিবেন। নয় নন্দ একশত বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। অতএব খ্রীষ্টপূর্ব ৪২৬ অব্দে প্রথম নন্দের, মহাপদ্ম নন্দের, অভিষেক হইয়াছিল। ইহার সহিত ১০১৫ যোগ করিলে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪১ অব্দে পরিক্ষিতের জন্ম পাই। বায়ু ও মৎস্যপুরাণের

উল্লিখিত ১০৫০ বৎসরের ব্যবধান চিন্তা করিলে মনে হয়, সে দুই পুরাণ পরিক্ষিৎ-নন্দান্তরকাল ঠিক জানিতেন না, ১০০০ ও ১১০০ বৎসরের মধ্যে ধরিয়াছিলেন।

পরিশেষে আর এক প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। কয়েক বৎসর পূর্বে হস্তিনাপুর খননে পুরাকৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রাজ্ঞেরা বলিয়াছেন, সে সব খ্রীষ্টের সহস্র বৎসর পূর্বের। সহস্র বৎসরের হউক, কি সার্ধ সহস্র বৎসরের হউক, দুই-তিন সহস্র বৎসর পূর্বের নয়।

উপরে ভারতযুদ্ধ বৎসর খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪২ অব্দ পাইয়াছি। ইহার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নাই, পোষক প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। অতএব ইহাকেই যুদ্ধ বৎসর স্বীকার করিয়া কতিপয় অতি পুরাতন রাজার কাল অনুমান করা যাইতেছে। (গিরীন্দ্রশেখর বসুর 'পুরাণ প্রবেশ' হইতে রাজগণের পর্যায় গৃহীত হইল)। ভারতযুদ্ধে ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা বৃহদ্বল নিহত হইয়াছিলেন। শতবর্ষে চারিপুরুষ ধরা যাইতে পারে।

রাজার নাম	পুরুষ-সংখ্যা	অব্দ (খ্রীষ্টপূর্ব)
বৃহদ্বল	১	১৪৪২
রাম	৩২	২২৪২
ভগীরথ	৫৪	২৭৭২
হরিশ্চন্দ্র	৬৬	৩০৯২
মান্ধাতা	৭৭	৩৩৬৭
ইক্ষ্বাকু	৯৬	৩৮৪২

পুরুবংশের কয়েকজন রাজার আনুমানিক কালও নির্ণীত হইল।

অভিমন্যু	১	১৪৪২
দুষ্মন্তপুত্র ভরত	৪৯	২৬৬৭
যযাতিপুত্র পুরু	৭৪	৩২৯২

পরিশিষ্ট

তন্ত্র

আমরা কথায় কথায় শাস্ত্র শব্দ প্রয়োগ করি, কিন্তু শাস্ত্র শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করি না। যদ্দ্বারা কোন বিদ্যা শাসিত হয়, তাহার নাম শাস্ত্র। যেমন ব্যাকরণ-শাস্ত্র। ব্যাকরণদ্বারা ভাষার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়মবদ্ধ হইয়াছে। গণিতশাস্ত্র দ্বারা গণনাক্রম বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বাস্তুশাস্ত্রে গৃহাদি নির্মাণের উপদেশ আছে। রত্নশাস্ত্রে রত্নের আকর, বর্ণ ও পরীক্ষা হইয়াছে। ইত্যাদি। কেন এই নিয়ম, কেন এই উপদেশ, তাহা আমরা সকলে বুঝিতে পারিব না। যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ, তাঁহাদের নিকট শিখিতে হইবে। বিনা হেতুতে কোন উপদেশ লিখিত হয় নাই। ধর্মশাস্ত্র দ্বারা আমাদের ধর্ম শাসিত হইতেছে। ধর্ম শব্দের ব্যাপক অর্থ, ন্যায়ান্যায়—বিচার, সমাজ-সংস্থিতি, দেহের ও মনের স্বাস্থ্যবিধান, ইত্যাদি। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ, এই তিনের উপর ধর্মশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি বেদশাস্ত্র, যাহা গুরু-মুখে শুনিয়া জানিতে হইত। কিন্তু শ্রুতি পর্যাপ্ত নয়। পুণ্যশ্লোক রাজাদের বিবরণ, তীর্থমাহাত্ম্য ইত্যাদি নানাবিষয় আমরা পুরাণ হইতে অবগত হই। কালক্রমে তন্ত্রশাস্ত্র রচিত হইয়াছে। মনুসংহিতার টীকায় কুল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন, "শ্রুতির্দ্বিবিধা, বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।" এখানে তন্ত্র একপ্রকার শ্রুতি গণ্য হইয়াছে। এই কারণে কেহ কেহ তন্ত্রকে নিগমও বলিতেন। মেদিনী-কোষে তন্ত্র শব্দের এক অর্থ, শ্রুতির শাখাবিশেষ। এখানে তন্ত্রের প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ লিখিত হইতেছে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় আমার অনুরোধে "সাহিত্য-সংহিতা" নামক মাসিক পত্রে (১৩১৭। আশ্বিন) তন্ত্র সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এখানে সেই প্রবন্ধ হইতেও কিঞ্চিৎ সঙ্কলন করিতেছি।

তন্ত্র এক বিপুল শাস্ত্র। ইহার অপর নাম আগম। ইহার সপ্ত লক্ষণ কীর্তিত হইয়া থাকে। যথা—সৃষ্টি, প্রলয়, দেবার্চনা, সর্ববিধ সাধন, পুরশ্চরণ (মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত ইষ্ট দেবতার পূজা, মন্ত্রজপ, হোম ইত্যাদি), ষট্‌কর্মসাধন (রোগাদিশান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, মারণ), ও চতুর্বিধ ধ্যানযোগ। এই সপ্ত লক্ষণের মধ্যে সৃষ্টি ও প্রলয় পুরাণেও আছে। এক

প্রকার ধ্যানযোগ পাতঞ্জল দর্শনে আছে। কিন্তু দেবার্চনা বিধি ইত্যাদি পঞ্চলক্ষণাত্মক পুরাণের বিষয়ীভূত নহে। আমরা দেবার্চনা প্রত্যহ দেখিতেছি, আমরা রোগ ও গ্রহাদির শান্তি-স্বস্ত্যয়ন বুঝি, আর শুনি, তান্ত্রিক সাধকদিগের অলৌকিক শক্তি হয়, তাঁহারা স্তম্ভন, বশীকরণাদি ব্যাপার করিতে পারেন। শুনি, তাঁহারা অমাবস্যার রাত্রে শ্মশানে বসিয়া সাধনা করেন। কেহ কেহ শবাসন হইয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করেন। ইদানীং তান্ত্রিক সাধনা হ্রাস পাইয়াছে। কেহ কদাচিৎ গৃহে থাকিয়া তান্ত্রিক সাধনা করেন। অধিক দিনের কথা নয়, কাশীতে পূর্ণানন্দ সরস্বতী এক বিখ্যাত তন্ত্রসিদ্ধ ছিলেন। শতবর্ষ পূর্বে অনেকে তন্ত্রসাধনা করিতেন। ভারতের সকল প্রদেশেই তন্ত্রের প্রভাব ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু বোধ হয়, আসাম ও বঙ্গে যত প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তত আর কোনও প্রদেশে হয় নাই। আশ্চর্যের বিষয়, বহুদূরবর্তী কেরল দেশেও তন্ত্র প্রচারিত হইয়াছিল। উপনয়নকালে দ্বিজ বালকের বৈদিকী দীক্ষা হয়। ইহা ব্রাহ্মী দীক্ষা। কিন্তু নারী, শূদ্র ও "সামান্য" জাতি বৈদিক মন্ত্রের অধিকারী ছিল না, এখনও নাই। পরম কারুণিক মহেশ্বর জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের নিমিত্ত তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন, সকলেই তান্ত্রিক মতে দীক্ষিত হইতে পারে, হইয়াও থাকে। এমন কি, কিছু বয়স হইলে বৈদিক দীক্ষিত দ্বিজ তান্ত্রিকী দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই দীক্ষা তিন প্রকার—বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত। কাহারও ইষ্ট দেবতা বিষ্ণু, কাহারও মহেশ্বর এবং কাহারও মহেশ্বরী। এই তিন দেবতার ভিন্ন ভিন্ন নাম অনুসারে এই তিন সম্প্রদায়ের ইষ্ট দেবতা হইয়া থাকেন। স্থূলতঃ, যে তন্ত্রের বক্তা শিব, তাহা শৈব, যাহার বক্তা শিবানী, তাহা শাক্ত। কে বৈষ্ণব তন্ত্রের বক্তা, তাহা আমি অবগত নহি।

তন্ত্রের মন্ত্র বীজসংযুক্ত। অকারাদি বর্ণে অনুস্বারযুক্ত করিয়া বীজ হয়। মন্ত্র, যন্ত্র (রেখা-চিত্র) ও ক্রিয়া—এই তিনের যোগ করিয়া দেবার্চনাদি হইয়া থাকে। সাধন-ক্রিয়া অতিশয় দুষ্কর। এ বিষয়ের শাস্ত্র সন্ধ্যা ভাষায় লিখিত। সন্ধ্যা ভাষার দুই অর্থ থাকে—লৌকিক ও নিগূঢ়। সাধারণ লোকে লৌকিক অর্থ বোঝে, সাধক নিগূঢ় অর্থ ধরেন, সে অর্থ গুরু-মুখ ব্যতীত জানিবার উপায় নাই। গুরুও যে সে নহেন, যিনি সিদ্ধ হইয়াছেন, তিনিই গুরু। গুরুও যাহাকে তাহাকে শিষ্য করেন না। তিনি বিশেষ পরীক্ষা করিয়া তন্ত্র-সাধনের উপযুক্ত মনে করিলে শিষ্য করেন। পশ্বাচার,

বীরাচার, দিব্যাচার, কিম্বা মদ্য, মৎস্য, মাংস ইত্যাদি পঞ্চম কার প্রভৃতির অর্থ উপরে যাহা, ভিতরে তাহা নহে। কেবল গুরু সে নিগূঢ় অর্থ জানেন। তন্ত্রশাস্ত্র অতিশয় গুহ্য, "মাতৃজারবৎ গোপনীয়।"

ভগবদ্গীতায় ভক্তিযোগ, কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ,—এই ত্রিবিধ যোগের ব্যাখ্যা আছে। হঠযোগ তন্ত্রের বিশিষ্ট যোগ। মন নিশ্চল হয় না, বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। হঠযোগ দ্বারা চঞ্চল মনকে বলপূর্বক নিশ্চল করিতে পারা যায়। মেরুদণ্ডের দুই পার্শ্বে ইড়া ও পিঙ্গলা, মধ্যস্থলে সুষুম্না নাড়ী আছে। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন—এই তিন বাতনাড়ীর ক্রিয়া ইচ্ছাধীন করিতে পারা যায়। সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ডের নিম্ন স্থান হইতে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার ছয়টি বিশিষ্ট স্থান আছে। নাম চক্র। যিনি সেই ষট্চক্র নিরূপণ বা ষট্চক্র ভেদ করিতে পারেন, তিনি ব্রহ্মের সহিত লীন হইয়া যান। তখন কেবল আনন্দ। প্রাণায়াম-অভ্যাস, অন্তর্ধৌতি প্রভৃতি হঠযোগের অঙ্গ। হঠযোগ অতিশয় দুষ্কর। তন্ত্রশাস্ত্র মতে পবন-রোধ দ্বারা মুক্তি ঘটিয়া থাকে।

অনেক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য ছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে "বৌদ্ধচর্যাপদ" নামে একখানি পুঁথি আনিয়াছিলেন। তাহা তান্ত্রিক সন্ধ্যা ভাষায় লিখিত। মীননাথ, গোরক্ষনাথ তান্ত্রিক ছিলেন। আমাদের দেশে যে নাথ-সম্প্রদায় আছেন, তাঁহাদের গুরু শৈবতান্ত্রিক। এই কারণে সেই সম্প্রদায় যোগী নামে খ্যাত। "সহজ মত" বা "সহজিয়া মত" তান্ত্রিক মত। শতবর্ষ পূর্বেও বঙ্গে ও আসামে গোপনে কালিকা দেবীর সম্মুখে নরবলি প্রদত্ত হইত। ইহার পূর্বে প্রকাশ্যভাবে দেবার্চনার অঙ্গরূপে নরবলি হইত। কালিকা-পুরাণ ইহার প্রমাণ। তৎকালে বলির নিমিত্ত যুবা কিনিতে পাওয়া যাইত। রাজারা বিপক্ষের রাজ্য হইতে বলি বলপূর্বক সংগ্রহ করিতেন। বোধ হয়, প্রথম প্রথম সে বলির মাংসভক্ষণেরও বিধি ছিল। কারণ দেবীর প্রসাদ সাধকের গ্রহণীয় ছিল। অঘোরপন্থীদের শুচি-অশুচি ভেদ নাই। অল্প কয়েক বৎসর পূর্বে এই বাঁকুড়া জেলায় ইন্দাস থানায় শোনা গিয়াছিল, এক নর-পিশাচ মৃত শিশুর মাংস ভোজন করিত। অধিকাংশ তন্ত্রসাধক অলৌকিক শক্তি লাভের নিমিত্ত সাধনা করিতেন, অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি অষ্টসিদ্ধি লাভের মোহে জীবন ক্ষয় করিতেন। বিশেষতঃ, বশীকরণ মন্ত্র সিদ্ধ হইলে ধন লাভের ও সুখ ভোগের পথ উন্মুক্ত হয়। তান্ত্রিকের এক প্রকার দৃষ্টি আছে। দুর্বল-

চিত্ত ব্যক্তি সে চক্ষুর দিকে চাহিলে তাহার চক্ষু নত হইয়া পড়ে। চৈতন্যদেব আসিয়া কদাচার তান্ত্রিকের হাত হইতে দেশ উদ্ধারের নিমিত্ত প্রেমভক্তি বিতরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার তিরোভাবের পর শতবর্ষ গত হইতে না হইতে তাঁহার শিষ্যেরা সহজিয়া তান্ত্রিক হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাত্মা রামমোহন রায় প্রথমে তান্ত্রিক দীক্ষা পাইয়াছিলেন। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার ব্রাহ্মণী ভৈরবীর নিকটে তন্ত্র-সাধনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে তিনি তোতাপুরী নামক বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। যে সিদ্ধি লাভ করিতে তোতাপুরী ৪০ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা তিন দিনে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার তন্ত্র-সাধনা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহায় হইয়াছিল।

১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসের "সাহিত্য" নামক বারমাসিক পুস্তকে পণ্ডিত শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ "তন্ত্রের ইতিহাস" নামে এক মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহাতে পূর্ণানন্দ গিরি প্রণীত তন্ত্রের (১৪৯৯ শক—১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ) পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সে তন্ত্রে আছে, "সংসার-সাগরমগ্ন জীব-সমূহের উদ্ধারবাসনায় ভগবান্ পরম শিব পরম দেবতার রহস্যপূর্ণ আরাধনার প্রতিপাদক তন্ত্রের রচনা করিয়াছিলেন। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির কারণ। যে পর্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না হয়, সেই পর্যন্ত জপ, হোম, পূজা, তীর্থস্নান আবশ্যক। এক সনাতন পরম ব্রহ্মই রসরূপী। তিনি প্রকৃতি দ্বারাই অভিব্যক্ত হন। অতএব প্রকৃতি-সংযোগই শীঘ্র ব্রহ্ম-প্রত্যক্ষের উপায়। প্রকৃতি-ব্যাপার ব্যতীত নিরাকার গুণাতীত ব্রহ্মকে বুঝিবার কোনও উপায় নাই। গুরুর উপদেশ, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদি যাহা কিছু অবগতির উপায়, সমস্তই প্রাকৃতিক ব্যাপার," ইত্যাদি। তন্ত্রশাস্ত্র কত বিপুল হইয়াছিল, তাহা উক্ত প্রবন্ধে লিখিত নিবন্ধের নামসমূহ হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

মহানির্বাণ-তন্ত্র নামে একখানি প্রসিদ্ধ তন্ত্র আছে।* এই তন্ত্রে পরমব্রহ্মের উপাসনা বিষয়ে উপদেশ আছে। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন, তন্ত্রখানি আধুনিক, মহাত্মা রামমোহন রায়ের সময়ে কোন ব্রহ্মজ্ঞানীর রচিত। এই অনুমান সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কারণ, ইহাতে তন্ত্রমতেই ব্রহ্মোপাসনা কথিত

* মহানির্বাণতন্ত্রম্—কুলাবধূত শ্রীমৎ হরিহরানন্দ ভারতী-বিরচিত টীকা এবং শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ তীর্থনাথ-কৃত বঙ্গানুবাদ ও টিপ্পনী সমেত। কলিকাতা, ৩১ নং শিবঠাকুর লেন। ১৩২০।

হইয়াছে। অবশিষ্ট একাদশ উল্লাসে প্রকৃতি-সাধনের উপদেশ আছে। আরও দেখা যায়, যে-কালে বঙ্গদেশে হিন্দু রাজত্ব ছিল, সেই কালের উপযোগী রাজধর্ম ও ব্যবহার-বিধি বর্ণিত হইয়াছে। বোধ হয়, সে রাজা শৈব ছিলেন। এক স্থানে হূণ জাতির উল্লেখ আছে। বোধ হয়, হূণ শব্দে তুর্কী জাতিকে বুঝাইয়াছে। কিন্তু এই তন্ত্র রচনাকালে হূণেরা প্রবল হয় নাই। আরও কতিপয় কারণে মনে হয়, এই তন্ত্র দ্বাদশ খ্রীষ্টশতাব্দে প্রণীত হইয়াছিল। ইহাতে উল্লেখিত শাল মৎস্য ও পাষাণমন্দির হইতে মনে হয় রাঢ়ের পশ্চিমাঞ্চলে প্রণীত হইয়াছিল। ইহার চতুর্থ উল্লাসে প্রকৃতি ও ব্রহ্মের তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে এবং ব্রহ্ম-সাধক ও শক্তি-সাধক যে একই বস্তু, তাহারও মীমাংসা আছে।

এক্ষণে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে তন্ত্রের প্রাচীনতার প্রমাণ যৎকিঞ্চিৎ সঙ্কলন করিতেছি। তিনি তন্ত্রের বিরুদ্ধে নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন। আপত্তিগুলি এই—(১) তন্ত্রের প্রতিপত্তি ভারতের সর্বত্র নাই, একমাত্র বঙ্গদেশে আছে। তখন বুঝিতে হইবে, তন্ত্র আর্যজাতির প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র নয়। উহা বাঙ্গালীর আদৃত, বাঙ্গালীর রচিত। (২) বৌদ্ধ মহাযানদিগের মধ্যে তারা, বজ্রযোগিনী, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতির পূজা প্রচলিত ছিল। সেই সেই দেবতার পূজায় ও জপে বীজ-সংযুক্ত মন্ত্র আছে। তন্ত্রেও যখন সেই সেই দেবতার পূজা আছে, বীজমন্ত্রের বাহুল্য আছে, তখন তন্ত্র মহাযানদিগের ধর্ম-পুস্তকের আদর্শে রচিত। (৩) আদিম নিবাসীরা শক্তির উপাসক এবং ভূত, প্রেত, সর্প ও বৃক্ষ-বিশেষের পূজক ছিল। তন্ত্রেও যখন শক্তির উপাসনা আছে, ভূত, প্রেত, সর্প ও বৃক্ষ-বিশেষের পূজা আছে, তখন বলা বাহুল্য, সেই অসভ্যদিগের নিকট হইতেই তন্ত্রের সেই সমস্ত পূজা গৃহীত হইয়াছে। (৪) যোগিনী তন্ত্রে কোচবিহার রাজবংশের আদি পুরুষের নামোল্লেখ আছে। এইরূপ তিন শত বৎসরের ঘটনা তাহাতে থাকিলে, কি করিয়া তাহাকে প্রাচীন বলিব ?

প্রথম আপত্তির বিরুদ্ধে তর্করত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, কেবল বঙ্গদেশেই তন্ত্রের প্রভাব নয়, ভারতের সর্বত্রই তন্ত্রের প্রতিপত্তি আছে। শক্তিমন্ত্র, শিবমন্ত্র, বিষ্ণুমন্ত্র তন্ত্রোক্ত। শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রও একমাত্র তন্ত্রেই উল্লেখিত আছে। কামরূপে, মিথিলায়, উৎকলে, কলিঙ্গে, দক্ষিণাপথে, কাশীতে, বৃন্দাবনে, উত্তর-পশ্চিমে ব্রাহ্মণ ও অন্য উচ্চ জাতিরা শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব, এই ভাগত্রয়ে বিভক্ত।

দ্বিতীয় আপত্তির বিরুদ্ধে বলিতে পারা যায়, মতদ্বয়ের সাদৃশ্য থাকিলে এক মতের অনুসরণে বা অনুকরণে অপর মত যে সৃষ্ট, তাহার প্রমাণ কই? প্রথমের অনুকরণে দ্বিতীয়ের সৃষ্টি ও দ্বিতীয়ের অনুকরণে প্রথমের সৃষ্টি বলিলে কিছুই বলা হয় না। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-বিশেষের মধ্যে তারা, হয়গ্রীব, বজ্রযোগিনী, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতির পূজা, ধ্যান ও বীজ-সংযুক্ত মন্ত্র আছে। তন্ত্রেও তৎসমস্ত আছে। এস্থলে আমরা বলিতে পারি, তন্ত্রের বিষয় লইয়া সেই সম্প্রদায়-বিশেষের সেই সমস্ত পদ্ধতি গঠিত। বৌদ্ধ ধর্মের হৃদয়স্পর্শী ভাবে যদি হিন্দুর মনে উন্মাদনা আসিয়া থাকে, আত্মার নির্বাণের জন্য লালায়িত না হইয়া বৌদ্ধ প্রতিমার আদর্শে গঠিত প্রতিমার নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে "রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি" বলিয়া "রূপ দেও, জয় দেও, যশ দেও, শত্রু সংহার কর," এইরূপ প্রার্থনা করিবে? কোথায় বৌদ্ধ ধর্মে বাসনা-বিলোপের জন্য তাদৃশযোগ-সাধনা, আর কোথায় বৈদিক ধর্মের মত শত্রুবিজয় ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধির জন্য আরাধ্য দেবতার নিকটে প্রার্থনা ও কামনা! বৌদ্ধ ধর্মে কামনার উপদেশ, কি নিষ্কাম ধর্মের উপদেশ আছে? যদি বৌদ্ধ ধর্মে আকর্ষণের কিছু থাকে, তবে তাহা পশু-হিংসা-নিবারণ। সেটি বাদ দিয়া বৌদ্ধ মহাযান-সম্প্রদায়ের কল্পিত দেব-দেবীর পূজা হিন্দুর তন্ত্রশাস্ত্রে গৃহীত হইল, ইহা অপেক্ষা অপসিদ্ধান্ত কি হইতে পারে? শতবর্ষব্যাপী যজ্ঞে দীক্ষিত শৌনকাদি ঋষি সূতের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতেন ও সেই যজ্ঞে পশু-হিংসা করিতেন। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞে অশ্ব আলম্ভিত, হুত ও ভুক্ত হইয়াছিল। যজ্ঞে পশু-হিংসা হিংসা নয়। পিতৃপুরুষের তৃপ্তির উদ্দেশে মৃগয়ায় পশুবধ হিংসা নয়। "ললিত বিস্তর" শাক্যসিংহের প্রামাণিক জীবন-বিবরণ। তাহাতে আছে (১২ অঃ), নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, বেদে সর্বাপেক্ষা তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। নিগম শব্দের অর্থ তন্ত্র। "ললিত বিস্তরে" (১৭ অঃ) আরও আছে, ভিক্ষুদিগকে শাক্যসিংহ বলিতেছেন, "মূঢ়েরা ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, বিষ্ণু, দেবী কার্তিকেয় কাত্যায়নী ও গণপতি প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করে ও তাহাদিগকে নমস্কার করে। কেহ কেহ শ্মশান, চত্বর আশ্রয়ে তপস্যা করে। পাষণ্ডদিগের আচার উল্লেখ করিতে যাইয়া শাক্যসিংহের মুখ হইতে মদ্য, মাংস ও সুরাও উল্লিখিত হইয়াছে। এই সমস্ত তন্ত্রোক্ত উপাসনা পূর্বে না থাকিলে শাক্যসিংহ কি করিয়া জানিলেন?

তৃতীয় আপত্তিটি অকিঞ্চিৎকর। ভারতের সর্বত্র শক্তিপূজা ও স্থাপিত শক্তিদেবতা দেখিতে পাই। শক্তিপূজার বিধান আছে বলিয়া তন্ত্রকে আধুনিক বলিলে পুরাণ, মহাভারত, উপনিষৎ, বেদকে আধুনিক বলিতে হয়। মহাভারতে দেবীর স্তোত্র আছে, শ্রীমদ্ভাগবতে উমা পূজার ব্যবস্থা আছে, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ দেবীপুরাণ ও কালিকাপুরাণে শক্তিপূজার প্রমাণ আছে। শারদীয়া দুর্গাপূজার উল্লেখ অনেক পুরাণে আছে । যদিও বঙ্গদেশের মত ভারতের অন্যত্র মৃন্ময়ী প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া আড়ম্বরের সহিত দুর্গাপূজা হয় না, তথাপি ঘটে দেবীর পূজা বা প্রসিদ্ধ স্থাপিত দেবীমূর্তির দর্শন, তাহাতে দেবীর পূজা, নবরাত্রিব্যাপী ব্রতধারণ, মহাষ্টমীর দিবস্ উপবাস ও চণ্ডীপাঠ সর্বত্র হইয়া থাকে। কেন, তলবকার প্রভৃতি উপনিষদে ইন্দ্রাদি দেবতা তেজঃপুঞ্জের ভিতরে হৈমবতী উমাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। ঋগ্‌বেদে সরস্বতী-সূক্ত আছে, যজুর্বেদে লক্ষ্মী-সূক্ত আছে, ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলে দেবী-সূক্ত আছে। অন্যান্য দেশেও শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। শক্তিপূজার সমর্থক বলিয়া তন্ত্রকে আধুনিক বলিতে পারা যায় না। মনসা দেবীর পূজা তন্ত্রোক্ত নয়, পৌরাণিক। তুলসী, বিল্ব ও অশ্বত্থ বৃক্ষের পূজাও তন্ত্রে উল্লিখিত নহে, পুরাণে কথিত।

চৈতন্যদেবের সমসাময়িক স্মার্ত শিরোমণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্যকৃত স্মৃতি-তত্ত্বে ও আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ তর্করত্নকৃত তন্ত্রসারে যোগিনীতন্ত্র শারদা-তিলক স্বচ্ছন্দ-সংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থের নাম আছে। মূল গ্রন্থ-রচনার অনেক পরে সংগ্রহ-গ্রন্থ সৃষ্টি হয়। অন্ততঃ, সহস্র বৎসরের ব্যবধান স্বীকার করিতে হয়। বেদের সায়ণ-মাধবীয় ভাষ্যকার মাধবাচার্য সর্ব-দর্শন সংগ্রহের পাতঞ্জল দর্শনে তন্ত্রোক্ত দশবিধ সংস্কারের উল্লেখ ও তন্ত্রশাস্ত্রের অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ষড়-দর্শনের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র পাতঞ্জল দর্শনের টীকায় তন্ত্রোক্ত দেবতার ধ্যান করিবার উপদেশ দিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্যও শারীরক ভাষ্যে তন্ত্রোক্ত ষট্‌চক্র উল্লেখ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই তিন মহাপুরুষের মধ্যে একজনও বাঙ্গালী নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৩।৪৭) আছে, তন্ত্রোক্ত বিধান মতে কেশবের অর্চনা করিবে। ব্রহ্মপুরাণে আছে, একাম্রকাননে (ভুবনেশ্বরে) বেদোক্ত তন্ত্রোক্ত বিধানে মহাদেবের পূজা করিবে। কূর্মপুরাণে আছে, অনেক শাস্ত্র কঙ্কাল ভৈরব ও যামল প্রভৃতি বাম মার্গ অবলম্বনে রচিত। রামায়ণে

(১।২২।১২,১৩,১৫) বলা, অতিবলা বিদ্যার উল্লেখ আছে। এই দুই বিদ্যা তন্ত্রোক্ত; তন্ত্রসারে উদ্ধার প্রণালী লিখিত হইয়াছে। বরাহপুরাণে আছে, বেদোক্ত বা আগমোক্ত বিধিদ্বারা জনার্দন অর্চনীয়। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে আছে, বৈষ্ণবী-দীক্ষা ব্যতীত মনুষ্য কি করিয়া ভাগবত হইবে। নারদ পঞ্চরাত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে ষট্চক্রে চিন্তা করিতে বলা হইয়াছে, চতুর্থাধ্যায়ে "লক্ষ্মীর্ময়া কামবীজম্" ইত্যাদি তন্ত্রোক্ত পারিভাষিক শব্দ আছে। পাতঞ্জল দর্শনে, ভগবদ্গীতায়, মহাভারতের শান্তিপর্বে (২০১।১৭,১৯) তন্ত্রোক্ত প্রাণায়ামের কথা আছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে (২৫৯।৭,৮,৯) আছে, বেদসমূহ হইতে পুনরায় সর্বতোমুখ (সর্বতোব্যাপ্ত) বেদসমূহ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই বেদসমূহ কি? তন্ত্র সর্ববর্ণ সাধারণকে সমান অধিকার দিয়াছে। এইজন্য একমাত্র তন্ত্রই সর্বতোমুখ। শান্তিপর্বে (২৮৪।১২১-১২৪) দক্ষের প্রতি মহাদেব বলিতেছেন, "আমি সাঙ্গ বেদ ও সাংখ্য যোগ হইতে উদ্ধার করিয়া বেদাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মঙ্গলময়, সর্ববর্ণ ও সর্বাশ্রমের অনুকূল পাশুপত ব্রত উৎপাদন করিয়াছি।" এই পাশুপত শাস্ত্র তন্ত্রগ্রন্থ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। শান্তিপর্বে (২৮৪।৭৪) তন্ত্রের পারিভাষিক শব্দ, "ঘণ্টি, চরু, চেলী, মিলী-মিলী" গ্রহণ করিয়া মন্ত্রোদ্ধার প্রদর্শিত হইয়াছে। অনুশাসন পর্বের মোক্ষধর্মে (৩৫০।৬৪-৬৮) "পাশুপত ও পঞ্চরাত্রে"র উল্লেখ আছে। পঞ্চরাত্র তান্ত্রিক গ্রন্থ। কেবল মহাভারত নয়, সকল পুরাণেই অল্পবিস্তর দেবী-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। অথর্ববেদের অন্তর্গত অনেক উপনিষদে তন্ত্রের ন্যায় উপাসনা-প্রণালী লিখিত আছে। বৃদ্ধ হারীত-সংহিতায় তান্ত্রিক দীক্ষা পদ্ধতি, উশনঃ সংহিতায় পঞ্চরাত্র ও পাশুপত ধর্মের স্পষ্টতঃ উল্লেখ আছে। কাত্যায়ন-সংহিতায়, ব্যাস-সংহিতায়, শঙ্খ-সংহিতায় ইত্যাদি সংহিতায় তন্ত্রোক্ত বিধির উল্লেখ আছে। সমুদয় স্মৃতি-সংহিতাতেই পুরাণের মত স্পষ্টতঃ ও ভাবতঃও তন্ত্রের উল্লেখ আছে; কিন্তু তন্ত্রে স্মৃতি ও পুরাণের নামোল্লেখ নাই।

এইখানে তর্করত্ন মহাশয়ের উদ্ধৃত প্রমাণ সমাপ্ত করি।

তন্ত্রের প্রাচীনতার বহুতর প্রমাণ আছে। একটা দিতেছি। ছান্দোগ্য উপনিষৎ বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বে প্রণীত হইয়াছিল। কত পূর্বে তাহা আমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই। তাহাতে তন্ত্রোক্ত ষট্চক্রের অঙ্কুর দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক উপনিষদে প্রাণায়ামের ব্যবস্থা আছে। ইহাও সত্য, অনেক

বৌদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন। বৌদ্ধেরা এদেশেরই লোক। তাঁহারা হিন্দুর নিকট হইতে এবং হিন্দুরাও তাঁহাদের নিকট হইতে "রহস্য" পাইয়াছিলেন।

তন্ত্রশাস্ত্রের বহুল প্রচারের অনেক কারণ ছিল। পূর্বে কয়েকটির উল্লেখ করা গিয়াছে। মানুষের সৃষ্টির পর যখন সে ভয় ও ভাবনায় পড়িয়াছিল, তখন সে অসাধারণ দ্রব্য ও কর্মদ্বারা নিরুদ্বেগ হইতে যত্নবান্ হইয়াছিল। এমন জাতি ছিল না, এখনও নাই, যে মণি, মন্ত্র ও ওষধির গুণে বিশ্বাস না করিত বা না করে। যথাবিহিত মন্ত্রপাঠ ও পূজা করিলে দেবতা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এই বিশ্বাস সকল জাতির আছে। মানব-চিত্তের স্বাভাবিক কামনা হইতে যাহার উৎপত্তি, তাহার আরম্ভকাল নির্ণয়ের চেষ্টা বাতুলতা মাত্র।

এই কথা স্মরণ রাখিয়া আর্য-শাস্ত্র অবলোকন করিলে দেখা যায়, ঋগ্‌বেদের কয়েকটি সূক্তে তন্ত্রযোগ্য মন্ত্র আছে। যথা—বিষঝাড়ার মন্ত্র (১।১৯১), শত্রুবিনাশের মন্ত্র (১০।১৬৬), সপত্নীবশীকরণের মন্ত্র (১০।১৪৪), গর্ভাধান সন্তান-লাভের মন্ত্র (১০।১৮০), মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্র (১০।৫৮) ইত্যাদি। অথর্ববেদে বিষ্কন্ধ (বাত) রোগ উপশমের নিমিত্ত বাহুতে ওষধি ধারণের বিধি আছে। এই বেদে বহুবিধ আভিচারিক মন্ত্রের ও ক্রিয়ার উল্লেখ আছে। তন্ত্রশাস্ত্রে যেরূপ যন্ত্র (চিত্র) নির্মাণের বিধি আছে, সেইরূপ অথর্ববেদেও আছে। স্ত্রী-বশীকরণ মন্ত্রে (৩।২৫), পুরুষ-বশীকরণ মন্ত্রে (৬।১৩০) প্রতিকৃতি লিখিয়া মন্ত্র আবৃত্তি করিবার বিধি আছে। দ্যূতক্রীড়ায় জয়ী হইবার মন্ত্রের (৭।৫০।৫) ভাষ্যে সায়ণাচার্য চিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

এ বিষয়ে মহীসুর রাজ্যের পণ্ডিত রুদ্রপট্টন শামশাস্ত্রী মহাশয় ইংরেজী ভাষায় সবিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় "একলিপি বিস্তার পরিষদ" স্থাপিত হইয়াছিল। তাহার মুখপত্রের নাম 'দেবনাগর' ছিল। প্রথম বর্ষের দেবনাগরে (কল্যব্দ ৫০০৯—১৯০৮ সালের) শামশাস্ত্রী মহাশয়ের ইংরেজী প্রবন্ধের হিন্দী অনুবাদ তিনটি প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমি এই তিন প্রবন্ধ হইতে কিছু কিছু সঙ্কলন করিতেছি।

ভারতীয় অক্ষরমালার নাম ব্রাহ্মী। অষ্টমাতৃকার এক মাতৃকা ব্রাহ্মী। এই নাম কেন হইল? দেবনাগরী নামই বা কেন হইল?

ইহার উত্তর এই,—বর্তমানকালে যেমন প্রতীকোপাসনা হইতেছে প্রাচীন ভারতে দেবীর চিত্রিত চিহ্ন পূজিত হইত। তৎকালে দেবীকে (প্রকৃতিকে)

মাতা বলা হইত, সে দেবীর সাঙ্কেতিক চিহ্ন (প্রতিকৃতি) মাতৃকা নাম পাইয়াছিল। পাণিনি সূত্রে কন্ প্রত্যয় যোগে নিষ্পন্ন রামক, লক্ষ্মণক শব্দের অর্থ রামের চিত্র, লক্ষ্মণের চিত্র। তেমনই মাতৃকা শব্দের অর্থ মাতৃচিত্র, মাতৃপ্রতিকৃতি, অন্য কোন অর্থ হইতে পারে না। পরে একই নামে দেবী ও দেবীর প্রতিকৃতি বুঝাইয়াছে। যেমন অক্ষর শব্দ। দেবদ্বারা দেবী, এবং দেবীদ্বারা দেব জ্ঞান হয়। কারণ দেব ও দেবী অভিন্ন, এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই। পরমাত্মা নপুংসক, স্ত্রী পুরুষ উভয় চিহ্নবিশিষ্ট।

তাম্রপত্রে কিম্বা বৃক্ষপত্রে প্রতীকোপাসনার পূর্বে মণ্ডল বা চক্র এবং ত্রিকোণ লিখিতে হয়। ইহার নাম যন্ত্র। এই যন্ত্রের মধ্যে দেব কিম্বা দেবীর প্রতিকৃতি লিখিতে হয়। এই দুই মিলিয়া নাম 'দেবনাগর' অর্থাৎ দেবের বাসস্থান চক্র। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তৈত্তিরীয় উপনিষদে (১।২৭) ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১।৩১) আছে; যথা—"দেবানাং নগরম্।" কতিপয় দেবনগর চিত্র দেবনাগরী অক্ষরমালায় পাওয়া যায়। তাহা হইতে সমুদয় মালার নাম দেবনাগরী হইয়াছে। যে বর্ণমালা দেবনগর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার নাম দেবনাগরী।

ঋগ্‌বেদের অন্তিমকালে, অথর্ববেদে ও উপনিষদে এক ঈশ্বর বা ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে আর কিছুই নাই। অথর্ববেদে (১১।৪।৩২) দেহধারী পুরুষকে (মানুষকে) ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, কারণ মনুষ্যদেহে দেবতার বাস আছে। তন্ত্রের পঞ্চতত্ত্ব মানবদেহে বিদ্যমান। শামশাস্ত্রী অনুমান করেন দেবীর প্রতিমা-পূজা প্রচলিত হইবার বহুপূর্বে যন্ত্রে প্রতিকৃতির পূজা হইত। মনুষ্যরূপের অনুরূপ চিত্র করিয়া দেবতার পূজা হইত। পাণিনির পূর্ব হইতে প্রতিমা নির্মাণ ও বিক্রয় হইয়া আসিতেছে। ঋগ্‌বেদের দেবতার রূপ ছিল, রুদ্র ও মরুৎ দেবতার বর্ণনা পড়িলেই প্রতীতি হইবে। বরুণের বর্ণনা দেখুন। বহুস্থানে তনু, বপু, রূপ, সদৃশ শব্দ আছে। ঋগ্‌বেদে (৩।৪।৫) 'নৃপেশস্' মনুষ্য রূপধারী। দেবতার সাধারণ নাম "দিবোনরস্"—স্বর্গের নর।

অথর্ববেদের দার্শনিক মন্ত্রে (৩।৩৫, ৯।২) 'কাম' এক আদিবীজ কামমদন। পরবর্তী মন্ত্রে স্ত্রী-বশীকরণ মন্ত্র প্রয়োগে অথর্ববেদীয় কাম আর তন্ত্রশাস্ত্রের চিত্রিত যন্ত্র এক। কামের বাণ দ্বারা হৃদয় বিদ্ধ করিবার কথা আছে। এই মন্ত্র উচ্চারণের পূর্বে চিত্র লিখিত হইত, ধনুঃ বাণ ইত্যাদির প্রতিকৃতি করা হইত।

দ্যূতক্রীড়ায় জয়লাভের নিমিত্ত (৭।৫০) মন্ত্র আবৃত্তি ও চিত্র করা হইত (৭।৫০।৫)। যাহাকে বশ করিতে হইবে, তাহার চিত্র ও নাম লিখিয়া বশীকরণ মন্ত্র ধ্যান ও আবৃত্তি করা হইত। গোরোচনা ও রক্ত, পরবর্তীকালে সিন্দুর ও আলতা দ্বারা চিত্র লিখিত হইত।

তন্ত্র বিষয়ে গদ্য-পদ্য-সূত্রময় অগণিত গ্রন্থ আছে। শিবশক্তির যুগল-মূর্তির পূজাই তন্ত্রশাস্ত্রের মুখ্য বিষয়। [বৈষ্ণব তন্ত্রও আছে]। আদিতে শিবলিঙ্গ পূজা প্রচলিত ছিল। কারণ তন্ত্রের প্রমাণিক গ্রন্থে লৈঙ্গিক চিহ্নদ্বারা শিবশক্তি সূচিত হইত। প্রমাণ যথা—কাদিমত, জ্ঞানার্ণব, নিত্যাষোড়শিকার্ণব, ইত্যাদি।

অভিচার—মারণ উচ্চাটনাদি হিংসাক্রিয়া, বেদের কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ঋগ্‌বেদে (৭।১০৪, ১০।৮৪, ১০।১২৮, ১০।১৫৫), এমন কি উপনিষদেও (বৃহদারণ্যক ৬।৪।১২) উল্লেখ আছে।

[আমার অনুমানে ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডল খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০—২৫০০ অব্দে এবং অথর্ববেদ খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০—২০০০ অব্দে প্রণীত হইয়াছিল। ইহাদের পূর্বে মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাস নিশ্চয় ছিল।]

নির্ঘণ্ট

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
অক্ষ (রেখা)	৪০
অক্ষ (ফল)	২৬, ১০৮
অক্ষয়া তৃতীয়া	১১১
অগস্ত্য	৪২, ৭৫, ৮২
অঘাসুর	৫৭
অঙ্গিরা	৬৬
অজ-একপাদ	৩৪
অজগর	৪২, ৮৩
অত্রি-ঋষি	৬৪, ৬৫
অদিতি	২৫, ৪৭, ৫০
অনন্ত-শয়ন	৪৩
অন্তর দ্বীপ	৩
অন্তরীপ	৮
অপাং নপাৎ	৩৪
অপ্সরা	২৫, ৭১, ৬৮
অবতার, বিষ্ণুর, দিব্য	
কূর্ম	২৫
নৃসিংহ	২৬
মৎস্য	৩৮
বরাহ	২১, ৪৮
বামন	২৭, ৪৮
অভিচার	১২৫
অভিমন্যু	১৪৪
অম্বুবাচী	৫৩, ৭৬
অরিষ্টাসুর	৫৭
অরুন্ধতী	৪১, ৭৭
অর্জুনী	২২, ৩৩
অশ্বমেধ	১১২
অশ্বিদ্বয়ের নৌ	৪২
অশ্বিদ্বয়ের শকট	৪২
অশ্বিনীকুমার	৩৩
অহল্যা	৯৩
অহির্বুধ্ন্য	৩৩
অস্তগিরি	৯
আখ্যান	১০০
আগম	১১৫
আগডম বাগডম	৭৩
আঙ্গিরস	৬৬
আদিত্য	২৫, ৪৭, ৭৬
আর্যভট	১০৬
আল-বেরুণী	১০৪
আলেকজাণ্ডার	১১৩
আসিরিয়া	১২
ইক্ষুরস-সাগর	১১
ইক্ষ্বাকু	৯০, ১১৪
ইতিহাস	৪৫
ইন্দ্র	৫৭, ৬২
ইন্দ্রযজ্ঞ	৫৭, ৬৬
ইন্দ্রাণী	৮২
ইন্দ্রোৎসব	৩[illegible]

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
ইলা	...	৬
ইলাবৃত	...	৬, ১৮
ইল্বল	...	৭৮
উত্তানপদ	...	৪৭
উদয়াচল	...	৯
উপনিষদ		
ঐতরেয় ব্রাহ্মণ	...	৪৯
কেন	...	১২১
ছান্দোগ্য	...	১২২
তলবকার	...	১২১
উপরিচর	...	৪৫
উপাখ্যান	...	৮৮, ৯৫
উপেন্দ্র	..	৫০
উর্বশী	...	৭৫
উষা	...	৭৫
ঋক্ষ	...	৬৫
একত	...	১০৮
একাষ্টকা	...	১০৫
এশিয়া	...	৫
ঐরাবত	...	১৮, ৬৮, ৮৪
কংস	...	৫০, ৫১
কচ্ছপ	...	২৫
কদম্ব	...	৫৭
কলি	...	২৪
কল্প	...	২৪, ১০৯
মাহেশ্বর	...	১০৩
শ্বেতবরাহ	...	২৪
কশ্যপ	...	২৫

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
কহ্লন	...	১০৪
কালপুরুষ	...	২০, ৭৯
কালিদাস	...	৬৭
কালিয়দমন	...	৫৫
কালিয় নাগ	...	৫৫
কালেয় দানব	...	৮০
কিম্পুরুষ বর্ষ	...	৬
কুচর	...	৩১, ৩৩
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ	...	২৪, ৯০
কুরুবর্ষ	...	৬, ১৮
কুলপর্বত	...	৩
কুল্লূকভট্ট	...	১১৫
কুশদ্বীপ	...	১০
কুশান	..	১০
কৃষ্ণানন্দ তর্করত্ন	...	১২১
কৃষ্ণের জন্ম	...	৫২, ৫৩
কেতু	...	৬১
কেতুমাল	...	৩, ৬
ক্রতু	...	৪১, ১১১
ক্রান্তিবৃত্ত	...	৭০
ক্রৌঞ্চদ্বীপ	...	১৩, ১০
ক্ষীরসমুদ্র	...	৭১, ২৬
গন্ধমাদন	...	৬, ১৮
গর্গ	...	৫১, ৫২
গর্গস্রোতঃ	...	৫২
গার্গী-সংহিতা	...	৫২
গিরি	...	৫, ২
গিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ	·	১১৮

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
গিরিষ্ঠ	...	৩১, ৩৩
গিরীন্দ্রশেখর বসু	...	১১৪
গো	...	২২, ৫৮
গো-কুল	...	৫৭, ৫৮
গোপ, গোপী	...	৪৯
গোবর্ধন গিরি	...	৫৭
গো-বিন্দ	...	৫৮
গোমেদ দ্বীপ	...	১১
গো-লোক	...	৫৩
চন্দ্রগুপ্ত	...	১১৩
চাঁদামামা	...	৭২
চৈতন্যদেব	...	১২১
জম্বু	...	১৮, ৩
জলপ্লাবন	...	৩৯, ৪১
জাম্ববান্	...	৯৬
জাম্বূনদ	...	৬
জ্যোৎস্না	...	৭৬
ঝুলন যাত্রা	...	৩৫
তন্ত্র	...	১১৫
তারা	...	৬২
তারাহরণ	...	৬২
তোতাপুরী	...	১১৮
ত্রিত	...	১০৮
ত্রিবিক্রম	...	২৭
ত্রিশঙ্কু	...	৯৮
দক্ষ		২৩, ৩৬, ৪৭, ৫১, ৪৮
দধি সমুদ্র	...	১২, ১১
দরী	...	২
দশহরা	...	১১০
দিতি	...	২৫
দেব	...	৫
দেবকী	...	৫০
দেবনাগর অক্ষর	...	১২৪
দেবাসুর-সংগ্রাম	...	৬৭
দেবীসূক্ত	...	১২১
দোলযাত্রা	...	৩৪, ৩৫
দ্রোণী	...	২, ৫
দ্বিত	...	১০৮
দ্বীপ	...	৩
ধন্বন্তরি	...	৬৮, ৭২
ধর্ম	...	২৫
ধর্মঠাকুর	...	২৫
ধ্রুব	...	১৭, ১৫, ১৬
নক্ষত্র	...	১৫
নন্দগোপ	...	৫৪
নন্দবংশ	...	১০৬
নমুচি	...	৩৩, ৯১
নর-নারায়ণ	...	৪১, ৪৬, ৯৬
নহুষ	...	৪৮, ৮২
নাগ-পঞ্চমী	...	১১১
নাভি	...	১৪, ২, ১৩
নারদ	...	৪৬, ৯৬
নারদ পঞ্চরাত্র	...	১২২, ৪৫
নারায়ণ	...	৪৬
নাসত্য	...	১২
নিগম	...	১২০

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
নির্ঋতি	...	৩৩, ৯২
পরিক্ষিৎ	..	৫০, ১১৩
পর্বত	...	২
পামীর	...	৪, ৫
পিতৃগণ	...	১২০
পুতনা	...	৫৪
পুরশ্চরণ	...	১১৫
পুরাণ	...	১২১
পদ্ম	...	১৪, ৬৩
বরাহ	...	২২
বামন	...	২৬, ৩৪, ৩৬
বায়ু	...	১১৩
বিষ্ণু		২৬, ২৭, ৪৯, ৭২
ব্রহ্মবৈবর্ত	...	৪৯
ব্রহ্মাণ্ড	...	২
মৎস্য		২৬, ৩৯, ৪২, ১১৩
লিঙ্গ	...	৫৩
পুরু	...	১১৪
পুলহ	...	৪১, ১১১
পুষ্কর দ্বীপ	...	১১, ১৯
'পূজাপার্বণ'	...	১১১
পূর্ণানন্দ সরস্বতী	...	১১৬
পৃথিবী	...	২১
প্রজাপতি	...	২১
প্লক্ষদ্বীপ	...	১১
বরাহ	...	২১
বরাহ-মিহির	...	৫২, ১০৪
বরুণ	...	১২, ৭৬

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
বর্ণ	...	১১৬
বর্ষ	...	৬, ১০৮
বর্ষচক্র	...	২২, ৩১, ৩৫
বর্ষপর্বত	...	৩
বলি দৈত্য	...	৩৩
বসন্তোৎসব	...	৩৫, ১১০
বসিষ্ঠ	...	৭৫, ১০৭
বসুদেব	..	৫০
বাতাপি	...	৭৯
বামন-দ্বাদশী	...	৩৬, ১১০
বাড়বানল	...	৩৯
বিক্রমোর্বশী	...	৬০
বিধান সপ্তমী	...	১০৩
বিন্ধ্যগিরির দর্পচূর্ণ	...	৮১
বিভূতিভূষণ দত্ত	...	১৩
বিশ্বামিত্র	...	৯০, ৯৮
বিষুব-বৃত্ত	...	৭০, ৭১
বিষ্ণু		২৬, ২৮, ৩৫, ৫০
বিষ্ণুপদ	...	৩১, ৩৫
বীজাক্ষর	...	১১৬, ১২০
বুধ	...	৬২
বৃত্র	...	৫৬, ৮২
বৃষাকপি	...	৯৩
বৃহৎসংহিতা	...	১০৪
বৃহদ্বল	...	৯০, ১১৪
বৃহস্পতি	...	৬২
বেদ		
অথর্ব	...	২৫, ১২২

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ঋক	... ২১, ৩৯, ৪৯
যজুঃ	... ২১, ১০৫
সাম	... ১২৩
বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ	... ৫৩, ১০১
বৈবস্বত মনু	... ৩৮, ৪৮, ৮৩
বৌদ্ধ চর্যাপদ	... ১১৭
ব্রহ্মা	... ৪৬, ৫১, ৬২
ব্রাহ্মণ	
ঐতরেয়	... ১৪
শতপথ	... ৩৭
ব্রাহ্মীলিপি	... ১২৩
ভগীরথ	... ১১৪
ভদ্রাশ্ব	... ৩, ৫, ৬
ভরত	... ১১৪
ভারতবর্ষ	... ৬, ১৮
ভারত সাবিত্রী	... ১০২
ভাস্কর-সপ্তমী	... ১০৩
ভাস্করাচার্য	... ১৮
ভীষ্ম	... ১০২
ভূগোল	... ১৩, ৪০
মনু	... ৩৮, ১০৯
মরুদ্‌গণ	... ৮৮
মহানির্বাণ তন্ত্র	... ১১৮
মহাপদ্ম নন্দ	... ১১২, ১১৩
মহাভারত	... ১০০
মাধবাচার্য	... ১২১
মান	... ৭৬
মান্ধাতা	... ১১৪
মিত্র	... ৭৬
মিত্রাবরুণ	... ৭৫
মৃগ	২০, ২১, ৩১, ৭৯
মেস্তা	... ৩৪
মেরু	... ২, ৩, ১৫
যন্ত্র	৩৭, ৪৮, ১২৪
যম, যমী	... ৬১, ৪৪
যমলার্জুন	... ৬২
যযাতি	... ৪২
যশোদা	... ৫১
যাদবেশ্বর তর্করত্ন	... ১১৯
যাম্যোত্তর বৃত্ত	... ৪১
যীশুখ্রীষ্টের জন্ম	... ৫৩
যুগ	... ১০৫
কলি	২৪, ১০৫, ১১৩
কৃত	... ১০৫, ১১৩
ত্রেতা	... ২৪, ১১৩
দৈব	... ১০৬
দ্বাপর	... ২৪, ১০৫
পঞ্চবর্ষাত্মক	... ১১০
মানুষ	... ১০৫
যোগমায়া	... ৫৩
রঘুনন্দন	৫১, ১১০, ১২১
রথসপ্তমী	... ১০৩
রাজতরঙ্গিণী	... ১০৪
রাবণ	... ৩৩, ৮৯, ৯২
রাম	৮৮, ৯৮, ১১৪
রামকৃষ্ণ পরমহংস	... ১১৮

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
রামমোহন রায়	১১৮
রামায়ণ	৮৭, ১২১
রাশি	
কন্যা	৭২
বৃশ্চিক	৩২, ৯২
মিথুন	৩২
রাহু	৬১
রুদ্র	২০, ৩১, ৩৬, ৬২
রুষা	২১
লক্ষ্মী	৬৮
লক্ষ্মীসূক্ত	১২১
লবণ সমুদ্র	৯
ললিত বিস্তর	১২০
লোপামুদ্রা	৭৭, ৭৮
লোমশ-ঋষি	১০৭
শকট ভঞ্জন	৫৫
শকুন্তলা	৬১
শক্রধ্বজোত্থান	১১০
শঙ্করাচার্য	১২১
শান্তনু	১০৬
শম্বরাসুর	১, ৮৮
শাকদ্বীপ	৯, ১০
শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ	৯
শাম শাস্ত্রী	১২২
শাল্মল দ্বীপ	১১
শিপিবিষ্ট	৩০
শিশুমার	১৫, ৩৯
শুক্র	৬২
শৃঙ্গবান্	৭
শ্বেতদ্বীপ	৪৫, ৪৬
সংহিতা	
কাত্যায়ন	১২২
ব্যাস	১২২
মনু	৪১, ৮৩, ১১৫
শঙ্খ	১২২
সংহিতা-জ্যোতিষ	৫২
সন্ধ্যা ভাষা	১১৬
সপ্তর্ষি	৪১, ৪২, ৮৩, ১১১
সবিতা	২৮, ৬২
সমুদ্র মন্থন	৬৮
সমুদ্র-শোষণ	৮০
সরস্বতী	২১, ৪০, ৬৭
সরস্বতী সূক্ত	১২১
সহজমত	১১৭
সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ	৫২
সিন্ধু	৮, ১১৩
সীতা	৯২, ৯৩
সুদর্শন চক্র	৩৫
সুদর্শন দ্বীপ	১৩
সুমেরু	১৮
সুরাসমুদ্র	১১
সুজ্জি মামা	৭২, ৭৩
স্বয়ম্ভূ	২৫
স্বর্গ	২, ২২
স্বর্ভানু	৬৫
স্বস্তিক	৩৭

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
হঠযোগ	...	১১৭
হনুমান্	...	৯৩
হরধনু	...	৯৫
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	...	১১৭
হরিবর্ষ	...	[illegible]
হরিশ্চন্দ্র	...	১১৪
হোলিকা	...	৫৪